চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 75 Tuesday, 14 February, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৭৫ সংখ্যা ❋ ৩০ মাঘ, ১৪২৯, মঙ্গলবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

শুভেন্দু ও বিজেপির হয়ে ক্ষমা চাইলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য ঘিরে সপ্তাহের প্রথম দিনই উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিধানসভা। অধিবেশন চলাকালীন অভব্য আচরণের অভিযোগে শুভেন্দু অধিকারীকে সাসপেন্ড করার প্রস্তাবও দেওয়া হল। কিন্তু, তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিধানসভা কক্ষে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা ও বিজেপির হয়ে ক্ষমা চাইলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! তারপরই বিরোধী দলনেতার সাসপেনশন মোশন প্রত্যাহার করে নিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই 'মুখ্যমন্ত্রীর উদারতা'র প্রশংসা করেই বিরোধী দলনেতার সাসপেনশন মোশন প্রত্যাহার করা হল বলে জানিয়েছেন স্পিকার। এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিরোধীদের কাছে বার্তাবহ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। জানা গিয়েছে, এদিন বিধানসভার অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ''রাজ্যপালের বক্তব্যে সত্যতা নেই। অর্ধসত্য পরিসংখ্যান রাজ্যপালকে দিয়ে পাঠ করানো হয়েছে। রাজ্যপালের কাছে আমাদের দাবি ছিল, অসত্য ভাষণ তামিলনাড়ুর মতন আপনিও পাঠ না করে টেবিল করে দিন।'' তিনি আরও বলেন, ''রাজ্যপাল প্রেস রিলিজ করে জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের পাঠানো সমস্ত বিল আমি পাস করছি না। যেমন, আচার্য বিল। রাজ্যপাল বলেছেন, মানছেন না। তার ফলে রাজ্যপালই আচার্য থাকছেন।'' শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''নিয়ম হল, রাজ্যপালের কোনও বক্তব্য থাকলে আমাদের জানাতে পারতেন। উনি কিছু বলেননি। প্রেস বিজ্ঞপ্তি করতে পারেন, কিন্তু আমি কিছু জানি না। এটা না বলাই ভাল।'' কিন্তু, স্পিকারের বক্তব্য খণ্ডন করে আরও সুর চড়ান শুভেন্দু। তিনি বলেন, ''মিথ্যা মামলায় বিধায়ককে আটকে রাখা হয়েছে। আইনের শাসন নেই। এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী জেলে আছেন। কিন্তু রিপোর্টে

কিছু বলা হয়নি। সরকার চুপ। এখানে তহবিল অন্যায়ভাবে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। কিছু আইএএস, আইপিএস বাড়তি ভাতা পাচ্ছেন। এসব কথা বিধানসভায় বলা যায় না জানিয়ে স্পিকার বিরোধী দলনেতাকে পুনরায় থামানোর চেষ্টা করলে পাল্টা প্রতিবাদ করেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপরই বিধানসভায় হই-হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়। স্লোগান দিয়ে অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করে বিজেপি। বিরোধী দলনেতার এই ব্যবহার দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেন অধ্যক্ষ। এরপরই অভব্য আচরণের অভিযোগ তুলে শুভেন্দু অধিকারীকে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করেন তৃণমূলের বিধায়ক তথা মুখ্য সচেতক তাপস রায়। ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাসপেন্ড করার সুপারিশ করা হয়। যদিও স্পিকার কোনও পদক্ষেপ করার আগেই মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির অভব্য আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। তাই তাপস রায়কে সাসপেনশন প্রস্তাব তুলে নিতে অনুরোধ করেন স্পিকার। মুখ্যমন্ত্রীর উদারতার প্রশংসা করে বিরোধী দলনেতাকে সাসপেনশন মোশন প্রত্যাহার করার কথা জানান স্পিকার। এভাবে বিরোধী দলের হয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া এবং বিরোধী দলনেতার সাসপেনশন প্রস্তাব প্রত্যাহার করার আবেদন জানানো বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ও স্পিকার বিরোধীদের বিশেষ বার্তা দিলেন বলেই ওয়াকিবহাল মহলের দাবি।

শেষবেলায় ত্রিপুরায় প্রচারে ঝড়

বিজেপিকে একমাত্র শিক্ষা দিতে পারে তৃণমূল, বললেন অভিষেক

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ একটি বাংলা শব্দ পড়তে পারেন না! একটি বাংলা শব্দও লিখতে পারেন না! সঠিক উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারেন না! তাঁরা কী ভাবে 'ভূমিপুত্র' হন? ত্রিপুরার মাথাভাঙার জনসভায় সোমবার বিজেপির বিরুদ্ধে এমন সব প্রশ্নই তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলকে 'বহিরাগত' বলে বিজেপির করা আক্রমণকেও একহাত নিলেন তিনি। পাশাপাশি অভিষেক দাবি করলেন, এই তৃণমূলের জন্যই ২০২২ সালে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী পরবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। আর এ বার সরকার পরিবর্তন হবে। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার ত্রিপুরায় ভোট। বিজেপি বার বার তৃণমূলকে 'বহিরাগত' বলে কটাক্ষ করেছে। এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা সফরে গিয়ে তার জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলা এবং ত্রিপুরার সংস্কৃতি এক, ভাষা এক, রান্নার ধরন এক। দুই রাজ্যের দূরত্ব মাত্র আধ ঘণ্টা। ভোটের তিন দিন আগে, সোমবার অভিষেকও একই সুরে কথা বললেন। তিনি বলেন, ''আমরা বাংলা বলি, পড়ি, লিখি।'' এর পরেই আক্রমণ করেন বিজেপিকে। তাঁর কথায়, ''যাঁরা সোনার ত্রিপুরাকে সুনার ত্রিপুরা বলেন, বাংলায় নমস্কারও বলতে পারে না, নাম নিতে পারে না, তাঁরা নাকি ভূমিপুত্র! মঞ্চের পিছনে কী লেখা রয়েছে, পড়তে পারবেন না। তাঁদের দিয়েছেন ত্রিপুরার দায়ভার?'' অভিষেকের আর্জি, এই বিজেপির বদলে এ বার তৃণমূলকেই সুযোগ দেওয়া হোক। তিনি বলেন, ''পাঁচ বছর তো দেখলেন! তৃণমূলকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন। আমরা যখন ঢুকেছি, মাটি কামড়ে পড়ে থাকব।'' অভিষেকের মতে এমন কাউকে সুযোগ দেওয়া উচিত, যাঁরা ত্রিপুরার মানুষের হয়ে লড়াই করবেন। যাঁদের

ভোটের পরেও দেখা যাবে। এই প্রসঙ্গেও তিনি এক বার বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। মমতা বলেন, ''ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কাউকে দেখতে পাবেন না। নির্বাচনের পর দিল্লির নেতা দিল্লি, গুজরাতের নেতা গুজরাত চলে যাবেন। মধ্যপ্রদেশের নেতা মধ্যপ্রদেশে চলে যাবেন। বাইরের নেতা বাইরে।'' এর পরেই অভিষেকের খোঁচা, বিজেপির শীর্ষ নেতারা ত্রিপুরা ছেড়ে চলে গেলেও স্থানীয় নেতাদের হাতে কোনও ক্ষমতা থাকে না। তাঁরা নিয়ন্ত্রিত হন দিল্লির দ্বারাই। অভিষেকের কথায়, ''দেখবেন, একটা কল, একটা খুঁটি পুঁতে একটা ২০ ওয়াটের বাল্ব লাগানোর ক্ষমতা এঁদের নেই। কারণ এদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় দিল্লির থেকে। গুজরাত থেকে। গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ থেকে সবুজ সঙ্কেত আসবে, তার পর বাবুরা ঠিক করবেন, সোনামুড়ায় রাস্তা হবে, না আমবাসায়, না খোওয়াই, না আগরতলায় রাস্তা হবে।'' এই দায়িত্ব এ বার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষকে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। তিনি বলেন, ''আপনার পাড়ায় রাস্তা হবে কি না, আলো লাগবে কি না, জল পৌঁছবে কি না, আপনাকে ঠিক করতে হবে। দিল্লি, গুজরাত বা মধ্যপ্রদেশের নেতারা ঠিক করবে না। বাংলা যদি বাংলার ভবিষ্যৎ ঠিক করতে পারে, তা হলে ত্রিপুরা কেন পারবে না?'' অভিষেক সোমবার এ-ও দাবি করেছেন যে, ২০২২ সালে তৃণমূলের জন্য ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী বদলে গিয়েছে। বিপ্লব দেবের জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মানিক সাহা। তাঁর কথায়, ''একটা ছোট্ট দল যদি মানুষকে সংগঠিত করে আন্দোলন তীব্রতর করতে চায়, তা হলে যত বড় রাজনৈতিক দলই হোক না কেন, সে-ও মুখ্যমন্ত্রী বদলাতে বাধ্য হয়। কারণ, ২০২২ সালে তৃণমূল ছিল বলেই বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বদলাতে বাধ্য হয়েছিল। ২০২২ সালে মুখ্যমন্ত্রী বদলেছিল। ২০২৩ সালে সরকার বদলাবে।'' আর তা যদি না হয়, তা হলে রান্নার গ্যাসের দাম ১,০০০ টাকা থেকে ২,০০০, রান্নার তেলের দাম ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা হয়ে যাবে। বাংলার মানুষ সুযোগ পাবে। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ পাবেন না। তাই একটি বার মমতার দলকে সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানালেন অভিষেক।

বাম-কংগ্রেস নিজেদের স্বার্থের জন্য সব কাজ করছে, বললেন মোদি

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভা নির্বাচনের আঁচে সরগরম ত্রিপুরা। বাম, কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল? নাকি ত্রিপ্রামোথা? আগামী ৫ বছর কাদের দখলে থাকবে উত্তর পূর্বের এই রাজ্য। ত্রিপুরার ভাগ্য নির্ধারিত হবে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি। সোমবার ফের ত্রিপুরায় প্রচারে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, ''ত্রিপুরার মানুষ বলছে সবকা সাথে সবকা বিকাশ সরকার চায়। ত্রিপুরার লোক বিকাশ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। বাম আমলে যা গিয়েছে ত্রিপুরার লোক

তা কোনোদিন ভুলতে পারবে না। এখন ত্রিপুরা বিকাশের উপরে আছে। ত্রিপুরার মানুষকে একটাই কথা বলব, বাম ও কংগ্রেস কখনো ত্রিপুরার উন্নতি করতে পারব না। এখানে বাম সরকার থাকলে আমি দিল্লি থেকে হাজার চেষ্টা করলেও এত সহজে কাজ এগোত না। তাই

> **এখানে চাঁদার সরকার থাকাকালীন গরিবরা তাঁদের রেশন পেতেন না। ঘরে পৌঁছনোর আগেই তাঁদের রেশন লুঠ করে নেওয়া হত। তবে ডবল ইঞ্জিন সরকার আজ বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে**
> -নরেন্দ্র মোদি

ত্রিপুরায় চাই ডবল ইঞ্জিন সরকার।'' পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী এও বলেন, ''বিজেপি বদলার নয় বদলের রাজনীতি করে। ত্রিপুরার ভাই বোনদের ভরসা দিচ্ছি বিজেপি সরকার আপনাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। সকাল বেলাতেই ভোট দিয়ে আসুন।'' মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর কথায়। ''আনারস হোক বা সবজি-এখন বিদেশে রফতানি করছে। ডবল ইঞ্জিন সরকার মধ্যবিত্ত, আদিবাসী, জনজাতি, যুবকদের সরকার। আমরা সকলের জন্যে পেনশন ব্যবস্থা চালু করেছি। যারা ক্ষুদ্র শিল্পে আছেন আমরা তাদের প্রকল্পে সাহায্য করছি। এই সরকার গরিব মানুষের সরকার। ব্যাঙ্ক থেকে তাদের ঋণের ব্যবস্থা করেছি। আজ এদের জন্য ব্যাঙ্কের দরজা খোলা। সমস্ত পেশার মানুষের জন্য সামাজিক ভাতা বাড়ানো হয়েছে।'' দেশের উন্নতির খতিয়ানও উঠে আসে তাঁর বক্তৃতায়। তিনি জানান, ''আজ গোটা দেশে যুবদের প্রথম পছন্দ বিজেপি। ত্রিপুরা ট্রিপল আইটি, আইন বিশ্ববিদ্যালয়, ফরেন্সিক কলেজ, ডেন্টাল হাসপাতাল এই ডবল ইঞ্জিন সরকার দিয়েছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম এত কাজ হয়েছে। ত্রিপুরাতে পর্যটন বিকাশের কাজ এগোচ্ছে। রোপওয়ে হবে মাতাবাড়ি রেল স্টেশন থেকে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির অবধি। মন্দির ঘিরে আরও দর্শনীয় স্থান হবে।'' তাঁর কটাক্ষ বাম-কংগ্রেস সরকারকে, ''বাম-কংগ্রেস নিজেদের স্বার্থের জন্য সব কাজ করছে। কেরলে দেখছেন কী করছে? গতকালই নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে।'' ভোট প্রচারের শেষ অধ্যায় শুরু। কিন্তু, প্রচারের এই শেষ লপ্তেও কোনও খুঁত রাখতে চাইছে না পদ্মশিবির। গত শনিবারই ত্রিপুরায় পরপর ২টি সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মাঝে বাদ মাত্র একদিন। সোমবারই ফের ত্রিপুরায় ভোটপ্রচার করতে আসেন প্রধানমন্ত্রী। প্রচারের মঞ্চ থেকে সে রাজ্যের বাম-কংগ্রেস জোটের বিরুদ্ধে আরও একবার তীব্র আক্রমণ শানাতে দেখা গেল তাঁকে।

আমাকে না মেরে ফেললে সবাইকে চাকরি দেব মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ শুভেন্দু অধিকারী এর আগে দাবি করেছিলেন, নন্দীগ্রামে গণহত্যার দিন কাঁথির শান্তিকুঞ্জে তাঁদের বাড়িতেই রাত কাটিয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকান্তরে নন্দীগ্রাম আন্দোলনে মমতার ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা। এবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পাল্টা কারও নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন, নন্দীগ্রাম আন্দোলনে ছিলেন না শুভেন্দুই। মুখ্যমন্ত্রীর আরও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, তৎকালীন তমলুকের সাংসদ এবং সিপিএমের দাপুটে নেতা লক্ষ্মণ শেঠের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছিলেন শুভেন্দু। রাজ্যপালের বাজেট অধিবেশনের উপরে এ দিন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী জবাবি ভাষণ রাখেন। শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য রাখতে উঠতেই তপ্ত হয়ে ওঠে অধিবেশনের পরিবেশ। কারণ রাজ্যপালকে দিয়ে অসত্য ভাষণ পাঠ করানো হয়েছে, এই অভিযোগে সরব হন বিরোধী দলনেতা। এ নিয়েই স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বচসায় জড়ান তিনি। শেষ পর্যন্ত শুভেন্দুর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস জারির নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ। এর পরেই বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন বিজেপি-র বিধায়করা। তৃণমূল ত্যাগের পর থেকেই নন্দীগ্রাম আন্দোলনের কৃতিত্ব নিয়ে শুভেন্দুর সঙ্গে তৃণমূলের দড়ি টানাটানি শুরু হয়। অধিকারী পরিবার না থাকলে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে অশান্ত নন্দীগ্রামে ঢোকা সম্ভব হত না, এমন দাবিও করেছেন শুভেন্দু। এ নিয়ে এতদিন তৃণমূলের অন্যান্য নেতারা শুভেন্দুকে জবাব দিলেও মুখ খোলেননি মমতা নিজে। এ দিন বিধানসভায় দাঁড়িয়েই পাল্টা নন্দীগ্রাম আন্দোলন নিয়ে শুভেন্দুকে কাঠগড়ায় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য পরে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের জবাবে বলেন, ''আমি এর কোনও উত্তর দেব না। উনি মাথার ডাক্তার দেখান। নন্দীগ্রামের মানুষই নির্বাচনের সময় জবাব দিয়েছেন।'' মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিধানসভার জবাবি ভাষণে বলেন, বিজেপি ভয় দেখিয়ে নিজেদের দলে নিতে চেয়েছিল তাঁর ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রীকে। সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি অভিযোগ করেন, ''আমার ভাই এবং ভাইয়ের বৌকে ভয় দেখিয়ে, জোর করে বিজেপিতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁরা আমাকে খুব ভালোবাসে। তাঁদের উপর হাজার চাপ দেওয়া সত্ত্বেও ওরা যানি।'' এদিন নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিজেপি চাকরি দিতে বাধা দিচ্ছে অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা দাবি, ''সবাইকে

আমরা চাকরি দেব। আইন মেনেই দেব। শত চেষ্টা করেও আটকাতে পারবে না। লড়াই চলছে চলবে। যদি না আমাকে প্রাণে মেরে ফেলে।'' অর্থাৎ এদিন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রাণে মারা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এব্যাপারে নাম না করে বিজেপির দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তিনি। বর্তমানে রাম-বাম এক হয়েছে এবং বাম জমানায় সিপিএম তাঁকে বহুবার প্রাণে মারার চেষ্টা হয়েছে দাবি জানিয়ে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রসঙ্গ তোলেন মমতা। তিনি বলেন, ''আমাকে পেট্রোল বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। নন্দীগ্রামে আমি গিয়েছিলাম, গুলি চলেছে। লক্ষ্মণ শেঠের সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করেছিল। ওরাই এখন বিজেপি।'' যদিও মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাণে মারার চক্রান্তের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর পাল্টা কটাক্ষ, ''আগে সিপিএম সম্পর্কে এরকম বলত। বিজেপির এতো দীনতা হয়নি যে, একজন মুখ্যমন্ত্রীকে এই সব করতে হবে। এই ধরনের বক্তব্যে আসলে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উচ্চতার খামতি ঘটে।'' এদিন অমর্ত্য সেন ও বিশ্বভারতীর জমি বিতর্কের প্রসঙ্গও বিধানসভায় তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। নোবেলজয়ীর বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগের ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেন, ''উনি নাকি জমি দখল করেছেন! অমর্ত্য সেনের মতো লোক জমি চাইলে আমরা পায়ে অর্পণ করে দিয়ে আসতাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে থাকলে ওরা ওঁনাকে নিয়েও বলত। ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে নেই। নয়তো তাঁকে নিয়েও কিছু বলত।'' একইসঙ্গে কোচবিহারে বিএসএফের গুলিতে রাজবংশী যুবকের মৃত্যুর ঘটনা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা। বাংলায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বলে বারংবার অভিযোগে সরব হয়েছে বিজেপি। এদিন বিধানসভায় সেই অভিযোগ খারিজ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেন, ''আইন-শৃঙ্খলা সব থেকে ভালো বাংলায়।'' এপ্রসঙ্গে ত্রিপুরায় সাধারণ মানুষের উপর পুলিশের অত্যাচার চলছে বলে পাল্টা অভিযোগ তোলেন তিনি। বলেন, ''ত্রিপুরায় আমাদের বহু মিটিংয়ে লোক যেতে দেওয়া হচ্ছে না।'' আবার নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকেও খোঁচা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাবাকে মন্ত্রী করা হলে ছেলে শপথ অনুষ্ঠানে যাননি বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

'বিরোধীদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না', ফের বিধানসভায় ওয়াক আউট বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ ফের বিধানসভা ওয়াক আউট বিজেপির। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভাষণে আপত্তি জানিয়ে ওয়াক আউট পদ্মশিবিরের। বিধানসভার ভিতরেও স্লোগান দেয় তারা। 'আমাদের কথা শোনা হচ্ছে না' অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এ দিন বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''তৃণমূল কংগ্রেসকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য ভুল পথে চালিত করা হচ্ছে। আমাদের কথা শোনা হচ্ছে না। বিরোধীদের কথা বলতে দেওয়া হয় না।'' উল্লেখ্য এর আগে গেরুয়া শিবিরের অন্যান্য বক্তারা রাজ্যপালের ভাষণের উপরই বক্তৃতা দেন। আজকেও বিজেপির অন্যান্য বিধায়করা বক্তৃতা দিয়েছেন। এ দিন বক্তৃতার শুরুতেই শুভেনন্দু অধিকারী রাজভবন থেকে যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল তা সামনে নিয়ে আসেন। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, স্পীকার সেই সময় তাঁকে বাধা দান করেন। এরপর শুভেন্দু আধিকারী আরও কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চান। ঠিক সেই সময়ও তাঁর বিরোধিতা করা হয় বলে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা। এরপরই বিরোধী দলনেতা অভিযোগ জানান, স্পীকার বারংবার তাঁর বক্তৃতায় বাধা দান করছে। ফলে সেখানে তাঁরা বক্তৃতা দিতে পারছেন না। এরপরই বিধানসভা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। গেরুয়া শিবিরের বক্তব্য, রাজ্যপালের ভাষণ নিয়েই তাঁরা আলোচনা করছিলেন। তাহলে যদি আলোচনাই করতে না দেওয়া হয় তাহলে সেখানে তাঁদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা নেই। এরপরই ওয়াক আউট করে গেরুয়া শিবির।

কলকাতায় চিকেন পক্সের দাপট বাড়ছে, নতুন বছরের শুরুতেই মৃত অন্তত ১২

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ চিকেন পক্সে মৃত্যু বাড়ছে কলকাতায়। নতুন বছরের শুরুতেই সংক্রমণে ১২ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে সংক্রমণ নিয়ে ভর্তি অনেকে। স্বাস্থ্য আধিকারিকরা বলছেন, চিকেন পক্স খুবই ছোঁয়াচে। আক্রান্তের হাঁচি, কাশি, থুতু-লালা থেকে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। তাই করোনার মতোই ফেস-মাস্ক ও পারস্পরিক দূরত্ব মেনে চলার নির্দেশ দিচ্ছেন স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২২-এর নভেম্বর থেকে এ বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত চিকেন পক্স নিয়ে অন্তত ৫৮ জন ভর্তি হয়েছিলেন। এর মধ্যে জানুয়ারিতেই ৯ জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের অর্ধেকেরও বেশি পঞ্চাশোর্ধ। প্রায় প্রত্যেকেরই কম বেশি কোমর্বিডিটি ছিল বলে দাবি চিকিৎসকদের। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আক্রান্ত এবং মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই পুরুষ। বেশিরভাগ রোগীই নিউমোনিয়া ও এনসেফ্যালাইটিসের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে চিকেন পক্স নিয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি মৃত্যু হয় উত্তর ২৪ পরগণার বাসিন্দা ৪৭ বছর বয়সি খাতিব আলির। ৭ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণার বাসিন্দা প্রশান্ত মণ্ডলও (৫৭) চিকেন পক্সে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এর পরদিনই কলকাতার হালতুর বাসিন্দা ৩৭ বছরের অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় সংক্রমণে। ডাক্তারবাবুরা বলছেন,

আক্রান্তেরা অনেক দেরিতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। অনেকেই চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে ঘরোয়া পদ্ধতিতে সংক্রমণ কমানোর চেষ্টা করেন। যার ফলে রোগ আরও বাড়ে। এমনকি ভুল ওষুধ খেয়েও বিপদ বাড়িয়েছিলেন অনেকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চিকেন পক্সের উপসর্গ দেখা দিলেই দেরি না করে ডাক্তারের কাছে যান সঠিক ডোজে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ পড়লেই সংক্রমণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। বছরের যে কোনও সময়েই এই রোগ হতে পারে। তবে বছরের প্রথম ছ'মাস অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণেই এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতোই ভাইরাস ঘটিত রোগ। ভ্যারিসেলা জুস্টার (ভি-জেড ভাইরাস) নামে এক ধরনের ভাইরাসের জন্য এই রোগ হয়। ডাক্তারবাবুরা বলছেন, করোনার এই গত কয়েক বছরে নানা ধরনের ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার প্রকোপ বেড়েছে। যে রোগে মৃত্যু সাধারণত হয়না, সেইসব রোগেও লোকজনের মৃত্যু হচ্ছে। কারণ ভাইরাস অনেক বেশি জিনগতভাবে বদলে যাচ্ছে, আরও বেশি সংক্রামক হয়ে উঠছে। বেলেঘাটা আইডির কোভিড নোডাল অফিসার কৌশিক চৌধুরী বলেছেন, করোনার সময় যে ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তা আবারও মেনে চলার সময় এসেছে। কারণ কোভিডের মতোই ছড়িয়ে পড়ছে চিকেন পক্স। স্পর্শ থেকে এই সংক্রমণ ছড়ায় না ঠিকই, তবে আক্রান্তের হাঁচি-কাশি, মুখ থেকে বেরনো থুতু-লালার মাধ্যমে ভাইরাস ছড়াতে পারে। তাই সাবধান থাকতেই হবে।

নবম-দশমে ৬১৮ জনের চাকরি গেল!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ নবম-দশমের ৬১৮ জনের চাকরির সুপারিশ বাতিল করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েও হল না শেষ রক্ষা। ভুল করে নিয়োগ মেনে নিল এসএসসি। তারা যে নিয়োগের সুপারিশ বাতিল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, সেখানে লেখা হয়েছে 'Erroneously Issued'। বাকিদের তালিকাও দ্রুত প্রকাশ করবে এসএসসি। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৮০৩ জন শিক্ষক। তবে এরমধ্যেই ৬১৮ জনের চাকরির সুপারিশ বাতিল করা হল। কমিশন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, এটা ভুল করে করা নিয়োগ। অর্থাৎ ওএমআর জালিয়াতির ফলে যে শিক্ষকরা চাকরি করছিলেন, এসএসসির ২০১৬ নিয়োগ সংক্রান্ত আইনের ১৭ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে তা বাতিল করা হল। মঙ্গলবার থেকেই নিয়োগপত্র বাতিলের বিষয়টিও শুরু হয়ে যাবে। এই শিক্ষকরা যাতে আর স্কুলে যেতে না পারেন, তার সবরকম ব্যবস্থা করছে এসএসসি। শুভময় ভুঁইয়া নামে এক চাকরি প্রার্থী মামলাটি করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, নবম-দশমের ৮০৩ জন ওএমআর শিটে কারচুপির ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছেন বলে মামলা হয়। এসএসসি কোর্টে হলফনামা দিয়েই জানিয়েছিল, এই ওএমআর শিটে কারচুপির তথ্য মিলেছে। চাকরি বাতিলের জন্য পাও বাড়িয়ে রেখেছিল কমিশন। এরপর ওই চাকরি প্রার্থীরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যান। এসএসসি হাত তুলে নেওয়ার পরই সোমবার ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিলেন চাকরি প্রার্থীরা। তবে শেষ রক্ষা হয়নি।

আদানি-হিন্ডেনবার্গ বিতর্ক

সুপ্রিম সুপারিশ মেনে কমিটি গঠনে রাজি কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ মার্কিন শর্ট সেলিং সংস্থা হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট প্রকাশের পর বিপর্যের মুখে পড়েছিল আদানির বিভিন্ন সংস্থার শেয়ার। তারপর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এলআইসি ও সেবি-র আদানির শেয়ারে লগ্নি নিয়েও আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। আজ এই আদানি-হিন্ডেনবার্গ মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টে। তবে তা পিছিয়ে গেল। আজ এই মামলার শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্টকে জানানো হয়েছে, শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ডোমেন বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল গঠনের প্রস্তাবে কেন্দ্রের কোনও আপত্তি নেই। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই বেঞ্চে আজ জানিয়েছে, বৃহত্তর স্বার্থে তারা এই কমিটির জন্য ডোমেইন বিশেষজ্ঞদের নাম মুখবন্ধ খামে দিতে চায়। সেবি-এর পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেছেন যে বৃহত্তর স্বার্থে তিনি খোলা আদালতে রিপোর্ট দিতে পারবেন না। তিনি বলেছেন, একটি মুখ বন্ধ খামে তিনি রিপোর্ট দেবেন। কেন্দ্র ও সেবি-র পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের ফলে উদ্ভূত বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাজার নিয়ন্ত্রক এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলি রয়েছে। তুষার মেহতা বলেছেন, কমিটি গঠনে সরকারের কোনও আপত্তি নেই। তবে সেই কমিটির সদস্য কারা হবেন তার পরামর্শ আমরা দিতে পারি। আমরা তা একটি মুখবন্ধ খামে নাম দিতে পারি। মেহতার আশঙ্কা, প্যানেল গঠনের বিষয়ে কোনও অনিচ্ছাকৃত বার্তা অর্থ প্রবাহের উপর কিছু উলটো প্রভাব ফেলতে পারে। প্রসঙ্গত, আদানির শেয়ারে কারচুপির অভিযোগ ওঠার পর বিনিয়োগকারীদের উপর প্রভাব পড়তে পারে এমন অভিযোগ উঠেছিল। সেই মর্মে শীর্ষ আদালতে দুটি জনস্বার্থ মামলাও দায়ের হয়েছে। আগামী শুক্রবার ফের এই দুটি মামলার শুনানি হওয়ার কথা। গত ১০ ফেব্রুয়ারি শীর্ষ আদালত জানায়, আদানির শেয়ারের দর পতনের ফলে বাজারে যে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা দরকার। সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে, নিযন্ত্রক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে ডোমেন বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদানি মামলায় বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় গঠিত কমিটিতে কাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে সে বিষয়ে বৃহস্পতিবারের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট।

গম ও আটার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন গম খোলা বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে

নয়াদিল্লি,১৩ফেব্রুয়ারিঃউপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানান যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রুখতে সরকার অভ্যন্তরীণ যোগান বৃদ্ধিতে সময়ে সময়ে নানা পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। এই সমস্ত পদক্ষেপ পরস্পর সংযুক্ত। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে মজুতভাণ্ডার থেকে পণ্যসামগ্রী বাজারে ছাড়া সহ বেআইনি মজুতের ওপর নজরদারি চালানো, আমদানি শুল্ককে যুক্তিযুক্ত করা, আমদানি কোটার পরিবর্তন এবং পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে সরকার।খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে এবং সার্বিক খাদ্য সুরক্ষা বজায় রাখতে সরকার গমের রপ্তানি নীতির সংশোধন ঘটিয়েছে। দুরুম প্রজাতির ভারতীয় গমের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এবং আটার রপ্তানিও আন্ত ঃমন্ত্রক কমিটির অনুমোদন ছাড়া রপ্তানি করা যাবে না। ভাঙ্গা চালের রপ্তানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং বাসমতী ছাড়া অন্য চালের ওপর ২০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সিদ্ধ চালকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। সরকার ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন গম খোলা বাজারে ছাড়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, জাতীয় ক্রেতা সমবায় ফেডারেশন, জাতীয় কৃষি সমবায় বিপণন ফেডারেশন (নাফেড), রাজ্য সমবায় এবং ফেডারেশনগুলিকে বিক্রি করা হবে গম এবং আটার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে।অভ্যন্তরীণ যোগান বাড়াতে ডালশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অড়হর ও তুর ডালের আমদানির ওপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। মুসুর ডালের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ঐ একই তারিখ পর্যন্ত শূন্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। তুর ডালের ক্ষেত্রে বেআইনি মজুত রুখতে এবং নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকার সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অত্যাবশ্যক পণ্য আইনের অধীন মজুতকারীদের মজুতের খতিয়ান দিতে বলেছে। এর পাশাপাশি, মজুতের পরিমাণের ওপর নজরদারিও চালাবে সরকার। ছালো এবং মুগ ডালের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে নিয়ম করে তা বাজারে ছাড়া হচ্ছে এবং জনকল্যাণের কাজে রাজ্য সরকারগুলিকে তা যোগান দেওয়া হচ্ছে।পেঁয়াজের দামের ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রণে সরকার ২ লক্ষ ৫১ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ সংগ্রহ করেছে এবং ২০২২-এর সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩-এর জানুয়ারি পর্যন্ত তা বিক্রয়কেন্দ্র গুলিতে তা ছাড়া হয়েছে।ভোজ্যতেলের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার অশোধিত পাম, সয়াবিন এবং সূর্যমুখী তেলের ওপর আমদানি শুল্ক শূন্যতে নামিয়ে এনেছে এবং এইসব তেলগুলির ক্ষেত্রে কৃষি সেস ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। পরিশোধিত সয়াবিন ও সূর্যমুখী তেলের ক্ষেত্রে শুল্ক ১৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। পরিশোধিত পাম তেলের ক্ষেত্রে তা ১২.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। সরকার পরিশোধিত পাম তেলের আমদানির ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেনি।

বিশ্ব বেতার দিবসে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার বিশ্ব বেতার দিবসে শ্রোতা, উপস্থাপক এবং বেতার জগতের সাথে যুক্ত কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি কামনা করেন যে এই সম্প্রচার পরিষেবাটি উদ্ভাবনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাগরিকদের জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলবে।এদিন প্রধানমন্ত্রী টুইট করেছেন, 'বিশ্ব বেতার দিবসের বিশেষ উপলক্ষ্যে সমস্ত রেডিও শ্রোতা, রেডিও জকি এবং সম্প্রচার এবং বেতার জগতের সাথে যুক্ত সকলকে শুভেচ্ছা। রেডিও যেন উদ্ভাবনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবনকে আলোকিত করে এবং মানুষের সৃজনশীলতা প্রদর্শন করে।'প্রসঙ্গত, টেলিভিশন এবং তথ্যের প্রদানের অন্যান্য মাধ্যম আগে শুধুমাত্র রেডিও প্রাধান্য ছিল। কাজের সময় প্রয়োজনীয় তথ্য ও খবর জানার জন্য এই মাধ্যমটি ব্যবহার করা হত। সন্ধ্যার কাজের ক্লান্তি দূর করতে রেডিওর সুরেলা গানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

শুভ ১৩৫ তম জন্ম বর্ষে ধর্ম্ম ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন

নিজস্বসংবাদদাতা,পোদড়া,(হাওড়া)ঃ গত রবিবার(১২ফেব্রুয়ারি ২৩, বাংলায় গত ২৮শে মাঘ,১৪২৯)। হাওড়ার পোদড়া বিবেকানন্দ যুব সমিতির ময়দানে(শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরটি রয়েছে সংহতিপার্কে) পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অপার করুণায় এবং পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের পূত আশীর্ব্বাদে সারাদিন ব্যাপী নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তথা ধর্ম্ম,কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন মহাসমারোহে পালিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচী পর্ব শুরু হয়ে ব্রাহ্মমুহূর্ত্যেঃ মাঙ্গলিক সানাই দিয়ে। প্রত্যুষে শুরু হয় উষা কীর্ত্তন দিয়ে। সকাল ৬টা ৮মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমবেত বিনতি প্রার্থনা ও প্রমাণ, সকাল ৭টায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় গ্রন্থ সূহ পাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীতাঞ্জলী তৎসহ নানবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বেলা ১১টায় ভান্ডারা প্রসাদ গ্রহণ, বেলা সাড়ে টায় সৎসঙ্গী সম্মেলন- আলোচ্য বিষয় ছিল ইষ্টানুগ চলনে শিক্ষা, দীক্ষা ও বিবাহ, দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে মাতৃ সমেম্লন- আলোচ্য বিষয় ছিল পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারায় সমাজ গঠনে মাতৃজাতির ভূমিকা, বিকাল ৩ ঘটিকায় ঃ মহতী ধর্ম সভা ছিল- আলোচ্য বিষয় ছিল- পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবন ও বাণী-তথা আচার্য্য পরম্পরা এবং সবশেষে সন্ধ্যা ৫টা ২৬ মিনিটে -সমবেত বিনতি প্রার্থনা ও প্রণাম, অতঃপরে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণার মাধ্যমে এই বছরের মতন (২০২৩সালের) পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ ১৩৫তম জন্ম বর্ষে ধর্ম্ম ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন শেষ হয়। অসংখ্যভক্ত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিল।

বিরোধীরা আদানি ইস্যুতে সংসদে আলোচনা চেয়েছিলঃগোহিল

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বিরোধীরা হাউসে আদানি ইস্যুতে আলোচনা চেয়েছিল, কিন্তু শাসক দল হাউসের কাজ করতে দেয়নি বলে অভিযোগ করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ শক্তিসিংহ গোহিল।সোমবার ১৩ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যসভার কার্যবিবরণী মুলতবি হওয়ার পরে সংসদ ভবন কমপ্লেক্সে সাংবাদিকদের গোহিল বলেন, বিরোধীরা সংসদে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের দাবি জানিয়েছিল কিন্তু আমাদের কথা শোনা যায়নি। গোহিল বলেন, আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিন্দবার্গের অভিযোগের তদন্তের জন্য আমরা ক্রমাগত একটি যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠনের দাবি জানিয়ে আসছি।প্রসঙ্গত, এদিন সকালে রাজ্যসভার কার্যক্রম শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিরোধী সাংসদরা আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের জন্য জেপিসিকে দাবি করতে শুরু করে এবং চেয়ারম্যানের আসনের কাছে স্লোগান দিতে শুরু করে। এর পরে সংসদে ক্রমবর্ধমান শোরগোল দেখে চেয়ারম্যান ১৩ মার্চপর্যন্ত রাজ্যসভার কার্যবিবরণী স্থগিত করেন।

গুজরাটের কচ্ছ-এর রান-এ ভারতের জি-২০-র সভাপতিত্বের অধীন পর্যটন সংক্রান্ত প্রথম কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠক শেষ

নয়াদিল্লি,১৩ফেব্রুয়ারিঃসম্প্রতি গুজরাটের কচ্ছ-এর রান-এ ভারতের জি-২০-র সভাপতিত্বের অধীন পর্যটন সংক্রান্ত প্রথম কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠক সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। এই বৈঠকের অন্তর্ভুক্ত ছিল উদ্বোধনী অধিবেশন, দুটি পার্শ্ববর্তী - সংশ্লিষ্ট অন্য অনুষ্ঠান, পাঁচটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত বিষয়ের ওপর দু'দিনের কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠক, একগুচ্ছ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এবং স্থানীয় এলাকা সফর।কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠকের আগে ' সশক্তিকরণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ পর্যটন' - এই বিষয় নিয়ে গত ৭ ফেব্রুয়ারি একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা গ্রামীণ পর্যটনের সম্ভাবনা, সাফল্যের দিক এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। অন্য একটি অনুষ্ঠানে ধরদো গ্রামের প্রধান শ্রী মিয়া হুসেন গুল বেগ রান উসবের মতো ব্যবস্থা পর্যটন পরিকাঠামো এবং পর্যটন প্রসারের ক্ষেত্রে যে সদর্থক প্রভাব ফেলেছে তার ওপর আলোকপাত করেন এবং তিনি বলেন, এতে গ্রামীণ অর্থনীতি উপকৃত হচ্ছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র ভাই প্যাটেল, পর্যটন, সংস্কৃতি ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি, কেন্দ্রীয় মৎস্য, প্রাণীসম্পদ ও দুগ্ধোৎপাদন মন্ত্রী শ্রী পুরুষোত্তম রুপালা।উদ্বোধনী অধিবেশনে ভারতের পর্যটন ক্ষেত্র, পর্যটন প্রসারে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা, পর্যটন ক্ষেত্রের ডিজিটাইজেশন এবং স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ওপর পর্যটনের প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতের আমন্ত্রিত ব্যক্তিত্বরা তাঁদের মতবিনিময় করেন।কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠকে ভারতের সভাপতিত্বে চিহ্নিত পাঁচটি অগ্রাধিকারের বিষয় - গ্রিন পর্যটন ডিজিটাল ব্যবস্থা দক্ষতা বৃদ্ধি পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র, অণু ও মাঝারি উদ্যোগ স্টার্ট-আপ এবং গন্তব্য-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। জি-২০-র সদস্যভুক্ত দেশ, আমন্ত্রিত দেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা এই পাঁচটি অগ্রাধিকারের বিষয়ে সহমত হয়েছেন।কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠকের শেষদিন ' প্রত্নতত্ত্ব ভিত্তিক পর্যটন প্রসারঃসংস্কৃতি পর্যটনের বিভিন্ন দিক' - এই বিষয়ের ওপর দ্বিতীয় একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। আলোচনাচক্রে বক্তারা প্রত্নতত্ত্ব-ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলির সংরক্ষণ এবং এই জাতীয় স্থানগুলিতে যেসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সশক্তিকরণ, সুস্থায়ী জীবিকা অর্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্ব-ভিত্তিক পর্যটন প্রসারের সুবিধার দিকগুলি নিয়ে আলোকপাত করেন প্রতিনিধিরা। পর্যটন সচিব শ্রী অরবিন্দ সিং তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেন যে স্থানীয় অধিবাসীদের সুস্থায়ী বিকাশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্নতত্ত্ব-ভিত্তিক পর্যন্ত প্রভাব ফেলতে পারে।ধারদো টেন্ট সিটিতে আগত অভ্যাগতরা সফেদ রান-এ সূর্যোদয়ের সময় যোগচর্চায় অংশ নেন। ইউনেস্কো-র বিশ্ব ঐতিহ্যশালী ধোলাভিরার হরপ্পা পর্যটন স্থল ভ্রমণ করেন তাঁরা। ধোলাভিরায় জলের কার্যকরি এবং সুচারু ব্যবহার সম্পর্কে অভ্যাগতদের জানানো হয়। কুটির শিল্প এবং প্রথাগত দিকের সঙ্গে অভ্যাগতরা পরিচিত হন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোক শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠানে উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা যোগদান করেন। অধিবেশন স্থল ছেড়ে যাওয়ার আগে ভুজ-এ ভূমিকম্পে নিহতদের স্মৃতিতে তৈরি অত্যাধুনিক স্মারক সংগ্রহালয় ' ভুঁয়ে দেখেন তাঁরা।পর্যটন কর্মীগোষ্ঠীর আগামীদিনে আরও তিনটি বৈঠক হবে। এর একটি হবে গোয়ায় মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক। এছাড়া জি-২০ পর্যটন ট্র্যাক-এর চারটি জি-২০ বৈঠকে পর্যটন প্রসারে বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রক প্রথম বিশ্ব পর্যটন বিনিয়োগকারী শিখর সম্মেলন নতুন দিল্লিতে এপ্রিল-মে মাসে আয়োজন করবে। মে মাসে এমআইসিই বিশ্ব সম্মেলন হবে এবং জুন মাসে পর্যটন ক্ষেত্রের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকদের নিয়ে জি-২০ বৈঠক হবে।

কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা বুঝে গেছে বিজেপির বিরুদ্ধে জিততে পারবে নাঃঅমিত শাহ

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃকংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা জোট করেছে যা একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত, যে তারা বুঝে গেছে বিজেপির বিরুদ্ধে জিততে পারবে না। রবিবার ত্রিপুরার চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজয় সংকল্প সমাবেশে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সুর চালেন কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, কমিউনিস্টরা অসংখ্য কংগ্রেস কর্মীকে হত্যা করেছে এখন তারা জোট করছে।এদিন তিনি তিপ্রা মথা কে ও নিশানা করেছেন।অমিত শাহ এদিন আরও বলেন, বিগত ৫ বছর আগে তিনি যখন ত্রিপুরা পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন মানুষ কমিউনিস্টদের ক্যাডার শাসনে বিরক্ত ছিল। ত্রিপুরার বিকাশের জন্য কমিউনিস্টরা কোনও কাজ করে নি। কিন্তু গত ৫ বছরে বিজেপি সরকারের আমলে ত্রিপুরায় শান্তি এসেছে। সাথে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আগামী বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দেওয়া হীরা ফর্মুলা অনুসরণ করে ত্রিপুরাকে আরও সমৃদ্ধ করা হবে।এদিন তিনি কটাক্ষ করে বলেন, কমিউনিস্টরা অসংখ্য কংগ্রেস কর্মীকে হত্যা করেছে কিন্তু আজ তারা একটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত করবে বলে লড়াই করছে। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, তারা সবাই এক এবং এরা শুধুমাত্র দুর্নীতিই করতে পারে। ত্রিপুরায় যদি উন্নয়ন হয়েছে, তবে তা বিজেপির ৫ বছরের শাসনেই সম্ভব হয়েছে বলেন তিনি।তিনি আরও বলেন, জনগণ বহু বছর ধরে কংগ্রেসের শাসন দেখেছে, ২৭ বছর ধরে বামদের শাসন দেখেছেন। এই দুজন ত্রিপুরার উন্নযনের জন্য, ত্রিপুরার গরীবদের জন্য, আদিবাসীদের জন্য কিছুই করেনি। ত্রিপুরার কোনও উন্নয়ন করে নি।তিনি এও বলেন, কমিউনিস্টদের শাসন আমলে তারা কখনই আদিবাসীদের কল্যাণের কথা ভাবেনি। এখন তারা একজন আদিবাসীকে মুখ্যমন্ত্রী পদে মনোনয়ন দিয়ে মানুষকে বোকা বানাতে চাইছে। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা একটি জোট করেছে যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তারা বিজেপির বিরুদ্ধে জিততে পারবে না।এদিন তিনি বলেন, জনগণ ত্রিপুরায় 'কংগ্রেস,কমিউনিস্টরা আর তিপ্রা মথা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইলে এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার আনতে হবে।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সিকিম, আতঙ্কিত বাসিন্দা-পর্যটকরা

সিকিম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম। সোমবার ভোর ৪টে নাগাদ ভূমিকম্প অুভূত হয় সিকিমে। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৩। ভূমিকম্পে এখনও অবধি কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার ভোর ৪টে ১৫ মিনিট নাগাদ সিকিমে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৩। সিকিমের ইয়কসমের উত্তর-পশ্চিমে ৭০ কিলোমিটার দূরে এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এ দিন সকালের ভূমিকম্পে বিশেষ কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে পার্বত্য এলাকা হওয়ায় আফটারশক ও তার জেরে বাড়িঘরে ফাটলের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে গোটা এলাকা পর্যবেক্ষণ করে দেখা হবে।এদিকে, রবিবারই অসমে ভূমিকম্প হওয়ার ঠিক পরেই এ দিন ভোরে এবার সিকিমেও ভূমিকম্প হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। ভূমিকম্পের কথা শুনে আতঙ্কিতহয়ে পড়েন পর্যটকরাও।

সরানো হচ্ছে রাজ্যপালের প্রধান সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যপালের প্রধান সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরানো হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। গত রবিবার রাতেই এই খবর সামনে এসেছে। সূত্রের খবর, রাজ্যপাল নতুন টিম তৈরি করছেন। তাই সরানো হচ্ছে নন্দিনীকে।সূত্রের দাবি, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ইচ্ছাতেই সরানো হচ্ছে তাঁর প্রধান সচিবকে। সিভি আনন্দ বোসের আগে পূর্ণ সময়ের রাজ্যপাল ছিলেন জগদীপ ধনখড়। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্যের সংঘাত দেখা গিয়েছিল। কখনও কখনও রাজ্য-রাজভবন তরজা সপ্তমেও পৌঁছেছে। তবে জগদীপ ধনখড় উপরাষ্ট্রপতির ভোটে লড়ার জন্য রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দিতেই সাময়িক সময়ের জন্য এই পদে আসেন লা গণেশন। তাঁর সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক যথেষ্ট ভাল ছিল। এরপর রাজ্যপালের দায়িত্ব নেন সিভি আনন্দ বোস। তাঁর শপথ অনুষ্ঠান থেকেই রাজ্যের সঙ্গে সুসম্পর্কের আভাস মিলেছিল। এরপর সময় যত এগিয়েছে, সে সম্পর্ক নজরে পড়েছে। এ নিয়ে বিজেপির বিস্তর অভিযোগও ছিল। কখনও সরাসরি, কখনও ঘুরিয়ে সে কথা বলেছেন বঙ্গের বিজেপি নেতারা।সম্প্রতি সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন রাজ্যপাল। সে সময় বিজেপি নেতারা বলেছিলেন, ধীরে ধীরে ভুল ভাঙবে। তাঁদের বক্তব্য ছিল রাজ্যপালকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। বিধানসভার অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণের সময় বিজেপি বিধায়কদের শোরগোল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়। তবে তাল কাটে শনিবার। রাজভবনে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সুকান্ত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছিলেন, রাজ্যপাল তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন, কোনও দুর্নীতি ও হিংসা মান্যতা পাবে না।

বিশ্বে করোনায় একদিনে মৃত্যু ৪৫২ জনের, আক্রান্ত ৯২,৩৪৫

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্রমশই বিশ্বজু।ে কমছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দাপট। গত ২৪ ঘন্টায় দৈনিক সংক্রমণ যেমন লাখের গণ্ডির নিচে নেমে এসেছে, তেমনই দৈনিক মৃত্যুও পাঁচশোর নিচে নেমেছে। একদিনে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৯২ হাজার ৩৪৫ জন। আর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন ৪৫২ জন। তার মধ্যে শুধু জাপানে আর তাইওয়ানে মারা গিয়েছেন ২৬৩ জন। একই সময়ে মারণ ভাইরাসকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১,২০,৯১৯ জন। দৈনিক সংক্রমণের তুলনায় দৈনিক সুস্থতার হার বেশি হওয়ায় অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় কমেছে।আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ওয়েবসাইট ' তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকাল নয়টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘন্টায় দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে শীর্ষে ছিল জাপান। পূর্ব এশিয়ার দেশটিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৭ হাজার ৩৭১ জন। আর প্রাণ হারিয়েছেন ১৮১ জন। জাপানের পরে দৈনিক মৃত্যু ও শনাক্তের নিরিখে রয়েছে তাইওয়ান। দ্বীপপুঞ্জে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৮ হাজার ৩০০ জন। করোনা ভাইরাসের ছোবলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন ৮২ জন। রাশিয়াতে নতুন করে আরও ১২ হাজার ৮৪৫ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। আর মারা গিয়েছেন ৩৬ জন। অন্যদিকে ভারতের নয়াদিল্লিতে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ভারতে অব্যাহত অব্যাহত টিকাকরণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা টিকা পেয়েছেন ১,৪৭৬ জন ।বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন করোনার আক্রমণে জেরবার, তখন ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার নাম মাত্র । তবে দেশে থেমে নেই টিকাকরণ অভিযান । গত রবিবার ছুটির দিনেও দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১ হাজার ৪৭৬জন প্রাপক। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬২,৯৮,১০১। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসি এমআর) জানিয়েছে, ১২ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৫৯,০৩৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ফলে ভারতে মোট করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে ৯১,৭১,৪১,৮৬৩টি

এশিয়ার বৃহত্তম অস্ত্র প্রদর্শনী 'অ্যারো ইন্ডিয়া' উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার বেঙ্গালুরুতে এশিয়ার বৃহত্তম অ্যারো শো 'অ্যারো ইন্ডিয়া'-এর ১৪তম সংস্করণের উদ্বোধন করলেন।এই এয়ার শোয়ে অংশ নিচ্ছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একাধিক ভারতীয় যুদ্ধ বিমান। উদ্বোধনের পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তেজস নিয়ে প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় যুদ্ধ বিমান দেশিয় প্রযুক্তিতে তৈরি তেজসের দুর্ঘর্ষ রূপ নিয়ে সরব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।সোমবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদী বলেন, অ্যারো ইন্ডিয়া আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ বিজ্ঞানে সীমাহীন সম্ভাবনা প্রদর্শনের একটি দুর্দান্ত মঞ্চ। এই মঞ্চ থেকে প্রধামন্ত্রী মেক ইন ইন্ডিয়া প্রসঙ্গ তুলে বলেন, এই অভিযান প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির পাশাপাশি ভারত এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে।অ্যারো স্পেসের অনুষ্ঠানে মোদী আরও বলেন, একটি দেশ যখন নতুন চিন্তা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যায় তখন তার কাজের পদ্ধতি নতুন চিন্তাধারা অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে থাকে। মোদী বলেন, একুশ শতকের নতুন ভারত এটি। যারা কোনও সুযোগকেই হাতছাড়া করে না। এমনকী কোনও লক্ষ্যকে সফল করতে চেষ্টায় খামতি রাখে না নতুন ভারত এবং তার কারিগররা। তিনি বলেন, অ্যারো ইন্ডিয়ার এই গর্জনে দেশে রিফর্ম, পারফর্ম এবং ট্রান্সফর্মের প্রতিধ্বনি।অ্যারো ইন্ডিয়ার প্রশংসায় মোদী বলেন, অ্যারো ইন্ডিয়া ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং সক্ষমতার প্রতিফলন। আজ আমাদের সাফল্য ভারতের সম্ভাবনা এবং তার সামর্থ্যের প্রমাণ দিচ্ছে। অ্যারো ইন্ডিয়া শুধুমাত্র একগটা এয়ার শো নায়, এটা ভারতের আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন। এর পাশাপাশি, আগামী দিনে ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম রফতানিকারী দেশ হয়ে উঠবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন মোদী।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'অ্যারো ইন্ডিয়া' দেশের উৎপাদন ক্ষমতা এবং প্রধানমন্ত্রীর কল্পনা অনুসারে 'আত্মনির্ভর ভারত' বাস্তবায়নের দিকে অগ্রগতি প্রদর্শন করবে। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠান মহাকাশ ও বিমান চলাচল খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তিনি আরও বলেন, এটি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি প্রদর্শন এবং বিদেশী সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্বের দিকে মনোনিবেশ করবে।সোমবার থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হয়েছে অ্যারো ইন্ডিয়া ২০২৩ এয়ার শো। সেখানে ভারতীয় যুদ্ধ বিমানের পাশাপাশি ৯৮টি দেশের যুদ্ধ বিমান মহড়া দেবে। ভারতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একাধিক যুদ্ধ বিমান প্রদর্শন করা হবে। এছাড়াও ৮০৯টি বিমান প্রস্তুত কারক সংস্থা এই এয়ারশোয়ে যোগ দিয়েছে। এরো ইন্ডিয়া ২০২৩-এ থিম হল দ্য রানওয়ে অব বিলিয়ন অপারচুনিটি। ভারতে তৈরি একাধিক কোম্পানির বিমান এই এয়ার শোয়ে অংশ নেবে।সূত্রের খবর এই এয়ার শোয়ের মাঝেই ভারতের সঙ্গে একাধিক বিদেশী প্রতিরক্ষা অস্ত্র এবং বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হবে। ৭৫০০০ কোটি টাকার চুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। একাধিক বিদেশি কোম্পানিকে বরাত দিতে পারে ভারত। সেই সঙ্গে ১০০টি জেট এবং এয়ারবাস, বোয়িং কেনার চুক্তিও করতে পারে ভারত। প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি করার সম্ভাবনা রয়েছে। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে জোর দিয়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিনিয়োগ বেড়েছে। একাধিক অত্যাধুনিক বিমান, যুদ্ধ বিমান, হেলিকপ্টার কার্গো বিমান যুক্ত হয়েছে ভারতীয় সেনায়। নৌসেনাকেও সাজিয়ে তোলা হয়েছে। অত্যাধুনিক সব যুদ্ধ জাহাজ কেনা হয়েছে। অস্ত্রভাণ্ডারেও সামিল হয়েছে অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র।ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ভিআর চৌধুরী মেগা এই এয়ার শো-এর অনুষ্ঠানে ফ্লাইপাস্টের সময় গুরুকুল ফরমেশনের নেতৃত্ব দেন।

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ৪৬তম আন্তজার্তিক বইমেলা শেষ হল

কলকাতা,১৩ফেব্রুয়ারিঃ এই বইমেলা শুরু হয়েছিল গত ৩১ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্ধোধনের মাধ্যমে। গত রবিবার(১২ফেব্রুয়ারি) কলকাতার বইমেলা শেষ হল বিগ বেন ঘন্টায় বাজিয়ে, হাততালি দিয়ে। গিল্ড হাউসের সামনে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়,এই গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে, রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সাংসদ দোলা সেন, গায়ক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা সাহিত্য উৎসবের ডিরেক্টর সুজাতা সেন, স্পেনের কর্মকর্তা এবং অন্য বিশিষ্ট সদস্যরাও, সৈকত মুখোপাধ্যায়,দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের মতো সাহিত্যিকরাও ছিলেন। গান নিয়ে কলকাতা বইমেলার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনিন্দ্য। সুজিত বসু বলেন যে, ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর দে দাদার মতো জুটি ভারতে আরও দরকার আছে। আমি চাই সামনের বছর আরও বড় করে বইমেলা হোক। ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, এবারের বইমেলা তিনটে কারণে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির জন্য প্রথমবার নিজের নামের জায়গায় বইমেলা করা হয়েছে। অনেক ছোট মাঝারি প্রকাশককে আমরা জায়গা দিয়েছি। প্রথমবার মেট্রোর কারণে পরিবহণ ব্যবস্থা অনেক সুবিধেজনক হয়েছে। এবারের বইমেলা শেষ হলেও আগামী বছরের প্রতীক্ষা শুরু বলেন, মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কিছুদিন পরে এখানে ড্রেনেজ সিস্টেম, আন্ডারপাসের কাজ শুরু হবে। দিল্লিতে আন্তজার্তিক কলকাতা বইমেলা হতে পারে বলেন ত্রিবিদবাবু। এবছরের রেকর্ড পরিমাণে বই বিক্রি হয়েছে তা হল সাড়ে ২৫ কোটি, আর পাঠকদের ভিড় হয়েছে এই মেলায় বিগত সব বইমেলার রেকর্ড ভেঙে এবারের বইমেলায় আসা লোকসংখ্যাও ২৬ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সব শেষে বিগ বেনের ঘন্টার আওয়াজ এবং অসংখ্য বইপ্রেমীর হাতহাতি মধ্য দিয়ে শেষ হল ৪৬ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা।

আই কমিউনিকেশনস, পঙ্কজ মল্লিক মিউজিক অ্যান্ড আর্ট ফাউন্ডেশন এবং সেভেন বোটস অ্যাকাডেমির উদ্যোগে,সোমবার বিশ্ব রেডিও (বেতার) দিবস পালিত হল কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভা মঞ্চে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার কর্ণধার- সৌম্যজিত মহাপাত্র (আই কমিউনিকেশন্স, চিফ স্ট্র্যাটেজিস্ট),দেবজ্যোতি ব্যানার্জি (সেভেন বোটস অ্যাকাদেমি, প্রতিষ্ঠাতা),সতীনাথ মুখোপাধ্যায় (প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী),দেবাশীষ বোস (প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী),ঝিনুক গুপ্ত (মুখ্য উপদেষ্টা)এবং অভিনেতা-লেখক ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় এছাড়াও আরো অনেক বিশিষ্টব্যক্তিবর্গ। নিজস্ব চিত্র

দুর্নীতির দায়ে চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে বিচারপতির পাশেই দিলীপ

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এস এস সি-তে বেআইনি নিয়োগের মামলার জেরে দোষীদের চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে বিচারপতির নির্দেশকে সমর্থন করলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ।এই নিয়োগ বিতর্ক নিয়ে দিলীপ ঘোষ সোমবার ক।কাতায় সাংবাদিকদের বলেন, 'সবে তো শুরু। সব বিভাগে প্রায় ২৫ হাজার লোক টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। অনেকে টাকা দিয়েও চাকরি পায়নি। এই যে বিরাট দুর্নীতি হয়েছে, এর একটা শেষ হওয়া উচিত। মাননীয় বিচারপতি ঠিক জায়গায় হাত দিয়েছেন। ওনার এভাবেই এগিয়ে চলা উচিত।' নাম না করলেও এভাবেই প্রশংসা করলেন দিলীপ ঘোষ।প্রসঙ্গত, গ্রুপ-ডি পদে চাকরি গেল ১ হাজার ৯১১ জনের। এই মামলায় দোষী চাকরি প্রাপকের সুপারিশপত্র প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মামলায় অবিলম্বে প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। আর এবার ১৯১১ জনের পর ২২৫০ জনের চাকরি যাচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৪ ফেব্রুয়ারি ঃরবিবার, ১ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৪ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ১ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত।কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৫৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.০৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৮.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৩শতকরা এবং ২৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার। জোয়ার- সকাল ১০টা ২০ মিনিট এবং রাত-১০টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১০টা ২০মিনিট। রাত-১০টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১১মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৩২মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। **বৃষ রাশিঃ** শ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন দিনের শুরুটা ভাল হতে পারে । **মিথুন রাশিঃ**আপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। অ **কর্কট রাশিঃ**এআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। **সিংহ রাশিঃ**বাচ্চারা আপনার পছ ঃদ মতো কাজ নাও করতে পারে- যা আপনাকে রাগান্বিত করতে পারে। শুভদিন হবেআজ **কন্যা রাশিঃ**বিবাহের যোগ হবে। সন্তান হতে পারে আজকে দিনে **তুলা রাশিঃ**আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলিতে আপনার শক্তি নিয়োগ করুন যা আপনাকে শ্রেষ্ঠতর করে তুলবে। শুভদিন। **বৃশ্চিক রাশিঃ**আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। শুভদিন। **ধনু রাশিঃ** সৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আপনি আজ ব্যবসায় প্রচুর লাভ অর্জন করতে পারেন। অর্থ ব্যয় **মকর রাশিঃ**এমন একটি দিন যেখানে হাসি আপনার মুখে সর্বদা লেগে থাকবে। বিদেশ যাত্রাশুভ **কুম্ভ রাশিঃ**শারীরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে। আপনার শিশুসুলভ এবং নিরীহ আচরণ পারিবারিক সমস্যা হবে **মীন রাশিঃ**আজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন। যারা বিবাহিত তাদের আজকের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে

ত্রিবেণীর কুম্ভ মেলায় শাহী ও কুম্ভ স্নান সারলেন পুণ্যার্থী ও সাধু-সন্ন্যাসীরা, আসলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আমাদের রাজ্য হুগলির ত্রিবেণীতে সোমবার ছিল শাহী স্নান ও কুম্ভ স্নান এবং সেইসঙ্গে কুম্ভ মেলা শনিবার- রবিবার -সোমবার তিন দিন ধরে চলেছে কুম্ভ মেলা বহু ভক্তঃ ও সাধু সন্ন্যাসীরা ত্রিবেণীতে এসেছেন এই কুম্ভ মেলায় যোগ দিতে এবং সেইসঙ্গে তারা সাহি স্নান ও কুম্ভ স্নান করলেন। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই গঙ্গার পারে ত্রিবেণী সঙ্গমে সাধু সন্ন্যাসীদের সমাবেশ আর সেই সঙ্গে বম বম ভোলা, জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে থাকে সাধু - সন্ন্যাসীরা চারিদিকে শুধু গেরুয়া পোশাক পরা সন্ন্যাসীরা বেশ কিছু জায়গায় চলছে সাধু সন্ন্যাসীদের হোমযজ্ঞ লাইন দিয়ে সারি সারি বসে পড়েছেন বাইরে থেকে আগত সন্ন্যাসীরা । সারা ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, উত্তরাখণ্ড শহর অন্যান্য রাজ্য থেকেও সাধু সন্ন্যাসীরা এই ত্রিবেণীতে এসে কুম্ভ মেলায় যোগ দিয়েছেন সবারই লক্ষ্য ছিল সোমবার কুম্ভ স্নান ও শাহি স্নান করা সেই আশা তাদের পূর্ণ হয়েছে। বলা যায় কয়েক লক্ষ মানুষ ত্রিবেণী সঙ্গমে এসে পুণ্য স্নান সারলেন ও তারা মেলা দেখলেন কয়েক মাইল জুড়ে মেলা বসেছে। সোমবার মেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তিনি ত্রিবেণীতে আসলেন সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বললেন তাদের সঙ্গে হোম যজ্ঞে অংশ নিলেন তিনি শুয়ে পড়ে সন্ন্যাসীদের প্রণাম করলেন গঙ্গার ঘাটে গেলেন ঘুরলেন তার সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতৃত্বরা। তিনি অনেকক্ষণ কাটালেন এই কুম্ভ মেলায়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বললেন প্রায় ৭০৩ বছর আগে এখানে কুম্ভ মেলা হত সেই সময় আমার জেলা থেকে মুসলমান বাহিনীরা এসে এই মেলা বন্ধ করে দেয় বলে শুনেছি মেলা আবারও শুরু হল আমরা চাই এই কুম্ভ মেল আরো ভালো করে হোক তার জন্য যা যা সহযোগিতা করতে হয় করবো। কিন্তু প্রথম দিকে তৃণমূল সরকার এখানে মেলা করতে দিতে চায়নি। এখানে প্রশাসন অনুমতি দিচ্ছিল না সব দিকেই বাধা দিচ্ছিল অবশেষে ত্রিবেণীতে কুম্ভ মেলা হল সবার মঙ্গল কামনা করি ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদ চাই। রবিবার এখানে এসেছিলেন বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী, তিনি মেলার মাঠে ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন সব রকম সহযোগিতা বাঁশবেড়িয়া পুরসভা করছে অনেক দূর- দূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষ এই মেলায় যোগ দিয়েছেন এই কুম্ভ মেলায় কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, গঙ্গা স্পিডবোট টহল দিচ্ছে মেলার এলাকা জুড়ে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। মেডিকেল ব্যবস্থার করা হয়েছে আছে বায়ো টয়লেট সকাল থেকে স্নান করে পুণ্যার্থীরা মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে যে যার ফিরে যাচ্ছেন। জানা যায় কথিত আছে ৭০৩ বছর আগে মুক্তবেণীতে যেখানে গঙ্গা- যমুনা ও সরস্বতী নদী এই ত্রিবেণী সঙ্গমে ভাগ হয়েছে পুণ্য স্নান করতেন সাধু সন্ন্যাসীরা কিন্তু বহির শত্রুর আক্রমণে তা বন্ধ হয়ে যায়। মেলায় আগত বেশ কিছু পুণ্যার্থীদের বক্তব্য খুব ভালো লাগলো ভিড়ে কষ্ট হল কিন্তু আমরা তাতে খুশি ত্রিবেণীর এই কুম্ভ মেলায় আসতে পেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কুম্ভ মেলায় সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে ও সাধু সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন।

মায়ের দেহ আগলে বসে মেয়ে বেলেঘাটায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও প্রিয়জনের মরদেহ আগলে বসে থাকার ঘটনা প্রকাশ্যে এল কলকাতায়। বেলেঘাটায় একটি বাড়ি থেকে বেশ কয়েকদিন ধরে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই বাড়িতে মা ও মেয়ে দু'জনের বাস ছিল। সোমবার প্রতিবেশীরা মেয়েকে দেখতে পেয়ে তাঁর মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করে। তখনই সে জানায় যে তাঁর মা মারা গেছে। এরপই স্থানীয় লোকেরা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখেন, দরজা বন্ধ ঘরের মধ্যে মায়ের পচা গলা দেহ আগলে বসে আছে মেয়ে। পুলিশসূত্রের খবর, বেলেঘাটার বদন রায় লেনের একটি বাড়িতে থাকতেন নমিতা ঘোষাল (৯০)। তাঁর সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন মেয়েও। নমিতার মেয়ে বিধবা, তাঁর বয়স ৬৪ বছর। মা যে মারা গিয়েছেন, তা মেয়ে বুঝতে পেরেছেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, ৯০ বছরের বৃদ্ধা দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। বার্ধক্যজনিত কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। দেহটি এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ব্যাপারে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা প্রকল্পে দু'লক্ষের বেশি নতুন উপভোক্তার নাম যুক্ত হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারের বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা প্রকল্পে দু'লক্ষের বেশি নতুন উপভোক্তার নাম যুক্ত করা হয়েছে। এই পর্যায় বার্ধক্যভাতায় নাম উঠেছে ১ লক্ষ ৮ হাজার ২০১ জনের। ১ লক্ষ ২ হাজার ৬৬৩ জন মহিলার নাম বিধবা ভাতায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। আধার সংযোগ সহ অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায়য় ৬৮ হাজারের বেশি নতুন আবেদনকারী চলতি মাস থেকেই বার্ধক্য ভাতা পাবেন। ৩৮ হাজারের বেশি নতুন উপভোক্তাকে চলতি মাস থেকে বিধবা ভাতা দেওয়া হবে। বাকিদের আধার সংযোগের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সেই কাজ সম্পন্ন হলে শীঘ্রই তাদের ভাতা দেওয়ার কাজ শুরু হবে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। নতুন নাম যুক্ত হওয়ার ফলে রাজ্যে বার্ধক্যভাতা উপভোক্তার সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়াল। অন্যদিকে বিধবাভাতা প্রকল্পে ৫ লক্ষ ৮৪ হাজারের বেশি মহিলার নাম অন্তর্ভুক্ত হলো।

আবার গোষ্ঠীকোন্দল বাসন্তীতে, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান শঙ্কর সর্দারের বিরুদ্ধেই একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। সোমবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার পানিখালি মোড়ে। কলতলা চুনাখালি রাস্তা অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। এলাকার মানুষের দাবি, দীর্ঘ প্রায় আড়াই বছর ধরে বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান নেই। সম্প্রতি জেলাশাসকের নির্দেশে প্রধানের অবর্তমানে উপপ্রধান শঙ্কর সর্দার দায়িত্ব সামলাবেন। কিন্তু সেই দায়িত্ব পেয়েই পঞ্চায়েতে দুর্নীতি শুরু করেছেন তিনি, এই অভিযোগ তুলে এদিন সকালে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে সব প্রান্তেই। কিন্তু নিজে প্রধানের চেয়ারে বসেই এলাকার পানীয় জলের সমস্যার সমাধান না করে সরকারি টাকায় নিজের বাড়িতে টিউবওয়েল বসিয়েছেন শঙ্কর। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর থেকে শুরু করে ১০০ দিনের কাজের টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছে শঙ্করের বিরুদ্ধে। আর সেই অভিযোগেই এদিন সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেছেন তৃণমূল কর্মীরা। এরফলে আরও একবার তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদ প্রকাশ্যে চলে এলো বাসন্তীতে।

রাজ্যে আদিবাসী কুরমিদের ওপর 'অত্যাচারের' দায় তৃণমূলের ওপরেই চাপালেন দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে আদিবাসী কুরমিদের ওপর অত্যাচারের দায় তৃণমূলের ওপরেই চাপালেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সোমবার কলকাতায় তিনি সাংবাদিকদের বলেন,

রাজ্যে আদিবাসী কুরমিদের ওপর অত্যাচার কেন? ওরা ১২ বছর আছে। আদিবাসীদের জন্য ওরা কি করেছে? জঙ্গলমহল ওদের উজা। করে ভোট দিয়েছে। এমনকি গত নির্বাচনেও উনি জঙ্গলমহলকে ভুলভাল বুঝিয়ে ভোট নিয়ে এসেছেন। আজ কেন আদিবাসীরা বলছে আমরা জল পাইনি, রাস্তা পাইনি ? বাড়িও পাইনি। বাড়ির টাকাও লুঠ করে নিয়েছে। ওখানে আর যাওয়ার হিম্মত নেই। তাই এসব বলছেন। প্রসঙ্গত, ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে প্রশাসনিক সভা করার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখান থেকে মালাবতী গ্রামে আদিবাসী পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁকে দেখে ঘিরে ধরেন সকলে। তাঁদের বলতে শোনা যায়, ঘর, কল, কিচ্ছু পাইনি। ১০০ দিনের কাজেও মেলেনি টাকা। কবে পাব এ সব? কেউ কেউ জানান, দুই কিলোমিটার দূর থেকে খাবার জল আনতে হয় তাঁদের। বাংলা আবাস যোজনার আওতায় বাড়িও পাননি। আর কত দিন এ ভাবে চলবে? উত্তরে মমতাকে বলতে শোনা যায়, দিল্লি বন্ধ করে রেখেছে। আমাদের টাকা নিয়ে নিয়েছে। যখন পাব, তখন দিয়ে দেব। রোজ ঝগড়া করছি, ২০২৪-র মধ্যে হয়ে যাবে।

প্রতিটা রোপা মেনে বকেয়া ডিএ মেটানোর দাবিতে হাওড়াতেও একদিনের কর্মবিরতি পালন আদালতের কর্মীদের

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার বকেয়া ডিএ'র দাবিতে কর্মবিরতি হলো হাওড়া আদালতেও। আদালত কর্মচারী সমিতির সব সদস্যরা এই কর্মবিরতিতে অংশ নেন। ২০০৯ থেকে শুরু করে ২০১৯, প্রতিটা রোপা মেনে বকেয়া ডিএ মেটানোর দাবিতে হাওড়াতেও সোমবার ১৩ ফেব্রুয়ারি একদিনের কর্মবিরতি পালন করেন আদালতের কর্মীরা। এদিন সকাল থেকেই তাঁরা কর্মবিরতি শুরু করেন। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফ থেকে কর্মসূচি নিয়ে যে আবেদন জানানো হয়েছে সেই আবেদনকে সমর্থন জানিয়ে হাওড়াতেও আদালত কর্মচারী সমিতির তরফ থেকে কয়েকশ কর্মী এদিন কর্মবিরতি পালন করেন। তবে ইমার্জেন্সি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেউ কেউ কাজ করলেও সার্বিকভাবে কর্মবিরতি চলছে বলে হাওড়া আদালত কর্মচারী সমিতির সদস্য সুদীপ্ত চন্দ্র চন্দ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের দাবি সব বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দিতে হবে। এআইসিপি অনুযায়ী হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছিল সেই ডিএ এখনও কার্যকর করা হয়নি। তার সঙ্গে রাজ্য সরকার টালবাহানা করছে। হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে কেস নিয়ে যাওয়ার জন্য ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। তাই আমরা বকেয়া ডিএ'র দাবিতে আজকে আন্দোলন শুরু করেছি। ২০০৯ থেকে ২০১৯, প্রতিটা রোপা মেনে আমরা বকেয়া ডিএ'র দাবি করছি। এর পাশাপাশি যে পদগুলো আমাদের খালি রয়েছে সেই শূন্য পদে যাতে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ করা হয় আমরা তারও দাবি জানাচ্ছি। আগামী দিন আমাদের সংগঠন যেভাবে আন্দোলনের নির্দেশ দেবে সেভাবেই আমরা ভবিষ্যতে আমাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাব।'

মালবোঝাই গাড়ির পিছনে ধাক্কা অ্যাম্বুলেন্সের, আহত ৪

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বিটি কলেজের সাহারা ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালবোঝাই গাড়ির পিছনে ধাক্কা অ্যাম্বুলেন্সের। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় আহত অ্যাম্বুলেন্সের চালক, রোগীর আত্মীয়-সহ ৪। আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বারাসত স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। লরি এবং চালককে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ আটক করেছে। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিমানবন্দরের দিক থেকে মধ্যমগ্রাম যাচ্ছিল ওই অ্যাম্বুলেন্সটি। রোগী ও তাঁর আত্মীয়-সহ মোট পাঁচ জন ছিলেন পিছনে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় রাস্তার ওপরে টায়ার ফেটে যাওয়ার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন অ্যাম্বুলেন্সের চালক। রাস্তার ধারেই দাঁড়িয়েছিল মালবোঝাই একটি লরি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটি ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটির পিছনে। দুমড়ে মুচড়ে যায় অ্যাম্বুলেন্সটি। পিছনে থাকা রোগী ও তাঁর আত্মীয়রা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। তাঁদের মুখে, মাথায় গুরুতর চোট লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে বারাসত স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। চাকা ফেটে যাওয়াতেই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বিমানবন্দর থানার পুলিশ।

জয়নগরে জলসার অনুষ্ঠানে গ্যাস বেলুন ফেটে মৃত চার, মুখ্যমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জয়নগরে জলসা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বসা গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার ফেটে মৃত চার, আহত কমপক্ষে ১০। এলাকায় শোকের ছায়া। বিধানসভায় শোক প্রকাশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জয়নগর থানার রাজাপুর করাবেগ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাটরা গ্রামে রবিবার রাতে বসেছিল একটি ঐতিহাসিক ইসলামিয়া জলসা অনুষ্ঠানের আসর। আর সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রাস্তার ধারে ধারে বসেছিল হরেক রকম দোকান। তেমনি একটি গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার নিয়ে বসেছিল গ্যাস বেলুন বিক্রেতা মুচিরাম হালদার। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ আচমকা সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটলে গুরুতর আহত হন জনা দশেকের বেশি যারা ওই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এসেছিল সেখানে। এই ঘটনায় কুতুব উদ্দিন মিস্ত্রি (৩৫), শাহিন মোল্লা (১৩), আবির গাজি (৮) ও গ্যাস বেলুন বিক্রেতা মুচিরাম হালদারের (৩৫) মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি বকুলতলা থানার গড়দেওয়ানি, বেলে দুর্গানগর ও মায়াহাউড়ি এলাকায় এবং মৃত আবির গাজির বাড়ি জয়নগর থানার বাটরা এলাকায়। আহত হয়েছেন আরও প্রায় দশজন। বেলুনের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় জয়নগর থানার আইসি রাকেশ চ্যাটার্জির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডলের নেতৃত্বে পুলিশ কর্মীরাও। কারণ অনুষ্ঠান মঞ্চ ও সারি সারি দোকান বসে ছিল এই দু'টি থানা এলাকার মধ্যেই। ঘটনাস্থলে পড়ে রয়েছে চাপ চাপ রক্ত। আর এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ গুলি সনাক্ত করে সোমবার বেলায় ময়নাতদন্তের জন্য পাঠালো বকুলতলা ও জয়নগর থানার পুলিশ। আহতদের চিকিৎসা চলছে বর্তমানে বারুইপুর ও কলকাতা হাসপাতালে। আর এই ঘটনায় সোমবার বিধানসভায় গভীর শোক প্রকাশ করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

চুরি যাওয়া সোনার হার উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার চুরি যাওয়া সোনার গহনা। জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়ার রাজিয়া মোল্লা নামে এক গৃহস্থের বাড়িতে চুরির অভিযোগের ভিত্তিতে চালতাবেড়িয়ার বাড়ি থেকে ধৃত এক জনকে সোমবার পুনরায় জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হল। গত ৫ ফেব্রুয়ারির রাতে চালতাবেড়িয়ার রাজিয়া মোল্লার বাড়িতে নগদ ৫০ হাজার টাকা ও একটি সোনার গহনা চুরি হওয়ার পরের দিন সোমবার রাজিয়া মোল্লার জয়নগর থানায় অভিযোগের পরে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে এস আই দিগন্ত মন্ডল ও এস আই তন্ময় দাস ৭ ফেব্রুয়ারি চালতাবেড়িয়ার বাড়ি থেকে মোকাদাস হালদার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে ৮ ফেব্রুয়ারি জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর সেই মতো সোমবার ধৃতকে পুনরায় বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হল। আর ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে রবিবার তার বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া প্রায় ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি সোনার হার উদ্ধার করেছে। পুলিশের এই কাজে খুশি এলাকার মানুষ।

মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের হাওড়া গ্রামীণ জেলা শাখার উদ্যোগে মিছিল, পথ অবরোধ, উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন। গত মাস থেকে রাজ্যের ২ লক্ষ ৩৫ হাজার মিড-ডে মিল কর্মীদের উপর কাজের বোঝা যে পরিমাণ বেড়েছে, তা একেবারেই পীড়নের পর্যায়ে। বিষেশত নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার এপ্রিল মাস পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী অতিরিক্ত খাবারের অর্থ বরাদ্দ করেছেন। আর অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ পৌষ্টিক মান যাচাইয়ের জন্য পর্যবেক্ষক টিম নিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরিদর্শন করছেন। এই দুই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যাঁতা কলে পিষ্ঠ হচ্ছেন রাজ্যের ২ লক্ষাধিক কর্মী। কর্মীদের আশা এবারের বাজেটে কেন্দ্র সরকার, নিশ্চয় সমগ্র দেশের সাথে রাজ্যের মিড-ডে মিল কর্মীদের কথা নিশ্চয় ভাববেন। কিন্তু কেন্দ্র সরকার মিড-ডে মিল কর্মীদের বা ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ে সম্পূর্ন উদাসীন। এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে যেখানে এই প্রকল্পে টাকা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন ছিল অথচ তা না করে বরাদ্দ থেকে আরও ১২০০ কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ন ছাত্র-ছাত্রী ও মিড-ডে মিল রান্নার কাজে যুক্ত কর্মীদের স্বার্থ বিরোধী, যার প্রতিবাদ কলকাতায় বিক্ষোভ ও রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশনের মাধ্যমে জানিয়েছেন মিড ডে মিলের কর্মীরা, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেট। এপ্রিল মাস পর্যন্ত রাজ্য সরকার মিড ডে মিলের অতিরিক্ত খাবার বরাদ্দ করেছেন। মিড ডে মিলের কর্মীরা মনে করেন রাজ্য সরকার চাইলে এই অতিরিক্ত বরাদ্দ সারা বছর চালাতে পারে ও মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করতে পারে । রাজ্য বাজেটে মিড-ডে মিল কর্মীদের জন্য অর্থ বরাদ্দ, এবং শুধু এপ্রিল নয়, সারা বছর এই প্রকল্পের অতিরিক্ত বরাদ্দ যুক্ত করার দাবিতে- সোমবার উলুবেড়িয়া স্টেশন দুপুর ১টায় জমায়েত হয়ে মিছিল করে গরুহাটা মোড়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ায়। এই প্রতিলিপিতে অগ্নি সংযোগ করেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার সভানেত্রী মমতা মণ্ডল। তারপর উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেয়। এই ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন মমতা মণ্ডল, রুনু সিং, সম্পা দেবনাথ, প্রতিমা মন্ডল ও নিখিল বেরা। মহকুমা আধিকারিক ছাঁটাই কর্মীদের পুনর্বহালের বিষয় এবং মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয় গুরুত্ব সহকারে যথাযথ জায়গায় ওয়াকিবহাল করবেন বলে আশ্বাস দেন।

বিদায়বেলায় আবার পারদ পতন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সপ্তাহের প্রথমদিন ফের একবার পারদ পতন। শীতের বিদায়বেলায় কিছুটা হলেও স্বস্তি দিল আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী দিন ও রাতের তাপমাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। কলকাতা শহরে সোমবার সকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে এক ধাক্কায় পাঁচ ডিগ্রি কমে দাঁড়িয়ে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত এই তাপমাত্রা নিম্নমুখীই থাকবে বলে জানাচ্ছে আলিপুর। বুধবার থেকে ফের একবার স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রার পারদ। আর নতুন করে কমার সম্ভাবনা নেই এই মরশুমে। পাশাপশি উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার দাপট অব্যাহত থাকবে আরও কয়েকদিন। পার্বত্য এলাকায় জেলাগুলিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুরে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার দাপট অব্যাহত থাকবে আরও কয়েকদিন। পার্বত্য এলাকায় জেলাগুলিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পঙে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ঘন কুয়াশা হতে পারে জলপাইগুড়ি কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে। কলকাতার আকাশ পরিষ্কারই থাকবে। আগামী কয়েকদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় শীতের আমেজ থাকবে। আপাতত শহরে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। পাঞ্জাব ও সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।

MIHIKA INDUSTRIES LIMITED
CIN: L70101WB1983PLC035638
Regd. Office: : 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001, , Ph No:(033) 2210 0875,
e-mail: mihikaindustries@gmail.com, Website: www.mihika.co.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2022 (Rs. in Lacs)

Sl no	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2022 Reviewed	30.09.2022 Audited	31.12.2021 Reviewed	31.12.2022 Reviewed	31.12.2021 Reviewed	31.03.2022 Audited
1	Total Income from Operations	48.16	40.98	90.28	123.17	283.52	316.92
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	0.92	(15.91)	5.66	(9.66)	13.59	(1.62)
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	5.29	(18.41)	4.78	(7.82)	11.47	(1.92)
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	5.29	(18.41)	4.78	(7.82)	11.47	(1.92)
5	Equity Share Capital	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
6	Other Equity	-	-	-	-	-	1406.77
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations)						
	a.Basic(Rs.)	0.05	(0.18)	0.05	(0.08)	0.11	(0.02)
	b.Diluted(Rs.)	0.05	(0.18)	0.05	(0.08)	0.11	(0.02)

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the Company's website at www.mihika.co.in

For **Mihika Industries Limited**
Kuldeep Kumar Sethia
Managing Director
(DIN: 00325632)

Place: Kolkata
Date: February 13, 2023

TRIBUTE TRADING AND FINANCE LIMITED
CIN: L35991WB1986PLC139129
Regd. Office: : 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001, Ph No:(033) 2210 0875
e-mail: ttfltd@gmail.com, Website: www.ttfltd.co.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2022 (Rs. in Lacs)

Sl no	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2022 Reviewed	30.09.2022 Reviewed	31.12.2021 Reviewed	31.12.2022 Reviewed	31.12.2021 Reviewed	31.03.2022 Audited
1	Total Income from Operations	37.77	41.09	44.51	113.10	115.74	136.66
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	11.17	11.31	(3.08)	33.46	(0.92)	0.19
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	8.04	8.49	(2.74)	24.65	(0.92)	(8.39)
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	8.04	8.49	(2.74)	24.65	(0.92)	(8.39)
5	Equity Share Capital	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
6	Other Equity	-	-	-	-	-	2234.37
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations)						
	a.Basic(Rs.)	0.13	0.14	(0.05)	0.41	(0.02)	(0.14)
	b.Diluted(Rs.)	0.13	0.14	(0.05)	0.41	(0.02)	(0.14)

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.cse-india.com and on the Company's website at www.ttfltd.co.in

For **Tribute Trading and Finance Limited**
Sangeeta Sethia
Managing Director
(DIN: 00585682)

Place: Kolkata
Date: February 13, 2023

KABIRDAS INVESTMENTS LIMITED
(CIN : L65993WB1974PLC157598)
REGD. OFFICE : UNIT NO 3B, 5TH FLOOR ,7, CAMAC STREET, AZIMGANJ HOUSE , KOLKATA - 700017
Phone No. : (033) 2282-5513,
E-MAIL: kilgroup2010@gmail.com ; Website: www.kabirdasinvestmentslimited.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 3RD QUARTER/ YEAR ENDED 31.12.2022 (Rs. in Lacs)

Sl. No	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter ending on 31.12.22 Unaudited	Year to date as on 31.12.22 Unaudited	Corresponding months ended in the previous year on 31.12.21 Unaudited	Quarter ending on 31.12.22 Unaudited	Year to date as on 31.12.22 Unaudited	Corresponding months ended in the previous year on 31.12.21 Unaudited
1	Total Income from Operations	(0.72)	18.48	7.81	(0.72)	18.48	7.81
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items #)	(18.81)	(26.04)	1.62	(18.88)	(26.04)	1.62
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and / or Extraordinary items #)	(18.81)	(26.04)	1.62	(18.88)	(26.04)	1.62
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(18.81)	(26.41)	1.62	(18.88)	(26.50)	1.24
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(131.74)	89.54	83.41	(131.81)	89.45	83.03
6	Equity Share Capital	39.57	39.57	39.57	39.57	39.57	39.57
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)** -						
	Basic :	(0.48)	(0.67)	0.04	(0.48)	(0.67)	0.03
	Diluted :	(0.48)	(0.67)	0.04	(0.48)	(0.67)	0.03

Note:
1 The above is an extract of the detailed format of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results are available on the website of MSEI (www.msei.in).
2 Beginning from April 01, 2019, the Company has for the first time adopted Ind AS with a transistion date of April 01, 2018 and accordingly the above Unaudited Standalone Financial Results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder.
3 # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

By Order of the Board of Directors
For **Kabirdas Invesments Ltd.**
Sd/-
Zubin Dipak Mehta
Director
DIN : 06558255

Place: Kolkata
Date : 13th February, 2023,

SARVOTTAM FINVEST LIMITED
CIN: L65993WB1978PLC031793
Regd. Office: : 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001, Ph No:(033) 2210 0875
e-mail: sarvottamfinvest@gmail.com,Website: www.sarvottamfinvest.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2022 (Rs. in Lacs)

Sl no	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2022 Reviewed	30.09.2022 Audited	31.12.2021 Reviewed	31.12.2022 Reviewed	31.12.2021 Reviewed	31.03.2022 Audited
1	Total Income from Operations	50.08	45.41	42.54	135.53	131.12	158.61
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	(174.26)	(2.52)	(7.16)	(169.52)	13.11	(16.81)
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	(174.05)	(1.87)	(9.90)	(170.55)	3.80	(24.16)
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	(174.05)	(1.87)	(9.90)	(170.55)	3.80	(24.16)
5	Equity Share Capital	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6	Other Equity	-	-	-	-	-	1850.90
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations)						
	a.Basic(Rs.)	(2.32)	(0.02)	(0.13)	(2.27)	0.05	(0.32)
	b.Diluted(Rs.)	(2.32)	(0.02)	(0.13)	(2.27)	0.05	(0.32)

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing and other Disclosure Requirements), 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bse-india.com and on the Company's website at www.sarvottamfinvest.in

For **Sarvottam Finvest Limited**
Dilip Kumar Gupta
Managing Director
(DIN:01168576)

Place: Kolkata
Date : 13th February, 2023

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৭৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩০ মাঘ, ১৪২৯

দুর্নীতি, কেলেঙ্কারী

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি কেলেঙ্কারী আজকে সমাজকে গ্রাস করছে। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া একেবারে সম্ভব হচ্ছে না। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় কেবল দুর্নীতির খবর। আর্থিক কেলেঙ্কারীর খবর। তার ওপরে রয়েছে গোরু পাচার। এছাড়া পাশাপাশি স্থান পেয়েছ ধর্ষনের। বাংলার অধিকাংশ প্রথম শ্রেনির কাগজগুলিতে আজকে এই সংবাদ গুরুত্ব পেতে শুরু করে দিয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে চলছে। তার ফলে সমাজের ওপরে এর একটা কুপ্রভাব পড়তে শুরু করে দিয়েছে সবার অলক্ষ্যে। আজকে যারা স্কুলে পড়ছে তারা কি শিখবে তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। বহু শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে অনিয়মে। তার ফলে সেটা কিন্তু ছাত্রদের মনে রেখ াপাত করছে। একটা ক্ষত তৈরি করছে কিশোরদের মনে। সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেন, এর ফলে বর্তমান প্রজন্ম দুর্নীতি পরিবেশের মধ্যে বড় হতে থাকলে তাদের সৃজনশীলতা কমতে থাকবে। তারা সৃষ্টিশীল পথ খুঁজে বের করতে পারবে না। দেখ তে পাওয়া গিয়েছে অধিকাংশ পরিবার আজকে হতাশ। তারা বলতে শুরু করেছে ছেলেমেয়েদের লক্ষ ট্যকা খরচ করে পড়িয়ে কী হবে? তারা পথ বসে আন্দোলন করবে? টেট পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেও চাকরি পাবে না। পড়াশুনা করার ওপরে যে একটি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল আজকে তা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যেতে শুরু করেছে। বহু গ্রমীন স্কুলে অধিকাংশ নবম, দশম, একাদশ এ দ্বাদশ শ্রেণি ছাত্রীদের বিবাহ দিয়ে দিয়েছে পরিবার থেকে। সেই সব পরিবার বলতে শুরু করে দিয়েছে এত টাকা খরচ করে পড়িয়ে কোনও লাভ তো হবে না? উপরন্তু আর্থিক ক্ষতি। তার চেয়ে বিবাহ দিয়ে দেওয়া হল মেয়েদের। তাদের শ্বশুর বাড়ি যদি ভাবে এবং বোঝে তাদের বৌমাকে পড়াবে তাহলে পড়াবে। নাহলে সংসার করবে। এই পরম পরিবেশ তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে সমাজ জগতে। এই রকম অন্ধকার নেমে আসার জন্য কারা দায়ী সেটাই বড় কথা। তাকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলে হবে। না হলে কিন্তু চরম বিপদ এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। সারদা কাণ্ড থেকে শুরু হয়েছিল কেলেঙ্কারী। প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় বড় বড় করে লেখা ছিল আর্থিক কেলেঙ্কারীরা খবর। তখন সংবাদপত্রে আর কোনও কি ভূমিকা ছিল না? শুধু মাত্র কেলেঙ্কারীর খবর ফলাও করে প্রকাশ করা ছাড়া। সংবাদপত্রের মুখ্য কাজ হচ্ছে সমাজ গঠন করা। জনগণকে সচেতন করা। শুধু মাত্র কেলেঙ্কারী খবর প্রকাশ করাই সংবাদপত্রের আসল কাজ নয়। সেই কারণে বহু প্রাচীন সংবাদপত্র আছে যারা কেলেঙ্কারী সংবাদ প্রকাশকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে সৃষ্টিশীল খবরকে প্রাধান্য দিয়েছে। জাতীয় স্তরে যে সব সংবাদপত্র জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তারা কিন্তু কেলেঙ্কারী খবরকে বেশি করে ফলাও করেনি। তারা মনে করে সংবাদপত্রের কাজ শুধু মাত্র কেলেঙ্কারী বা দুর্নীতি খবর প্রকাশ করা নয়। সমাজ এবং দেশকে সুস্থভাবে যাতে পরিচালিত হতে পারে তার দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। তাতে কী ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তা নিয়ে উচ্চ শিক্ষা দফতর রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। উচ্চ শিক্ষা দফতর থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্যের নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যলায় আলিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কাজ ব্যাহত হতে শুরু করে দিয়েছে। উপাচার্য না থাকার ফলে কর্ম সমিতির বৈঠক ডাকা সম্ভব হচ্ছে না। ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। রিসার্চ বোর্ড তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে না। টেণ্ডার পারচেজ কমিটি তৈরি হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে অবসর প্রাপ্ত সুবিধা পাওয়া একেবারে অসম্ভব হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপার্য হচ্ছেন সেখানকার পথ প্রদর্শক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। সেই উপাচার্য পদে যদি কেউকে না দেখতে পাওয়া যায় হালে কিন্তু বিপদ বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে। ছাত্রদের ডিগ্রি দিতে অসুবিধা হবে। কনভেকেশন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোকে শক্ত করা একেবারে অসম্ভব হবে। একটি স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি করে দেয় সেখানকার প্রধান শিক্ষক। কলেজের অধ্যক্ষ কলেজ পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছাত্রদের সঙ্গে কলেজর সমন্বয় গড়ে তোলার চেষ্টা করেন কলেজের অধ্যক্ষই। তিনি না থাকলে কলেজ বিকশিত হতে পারে না। স্কুলে প্রধান শিক্ষক না থাকলে স্কুল বিকশিত হতে পারে না ঠিক তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকলে সেই বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যেতে পারে না। উপাচার্য না থাকলে তাঁর দায়িত্ব কে পালন করবে তা বোঝা একেবারে অবস্তব হয়ে পড়ে। বহু সময়ে সহ উপাচার্যের ওপরে উপাচার্য এর দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু তার নিজস্ব দফতরের কাজ সামলে তিনি আবার উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করতে যাবেন তা সে সময় হয়ে ওঠে না। সব কাজ প্রায় বলতে গেলে পড়ে থাকে। বহু কাজ অসম্পূর্ণ হতে শুরু করে। ক্রমশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কনভোকেশন করা সম্ভব হয় না।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না।

আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে প্রেমের উদযাপন

কৌশিক দাস

ভ্যালেন্টাইন ডে'র কুসংস্কার ভ্যালেন্টাইন ডে তে যুবতী মেয়ে যে পাখি প্রথম দেখবে তার স্বামী হবে সেই অনুসারে যেমন চড়ুই দেখলে তার স্বামী হবে গরীব, পেচা দেখলে তার কোনদিন বিয়ে হবে না। নীল পাখী দেখলে স্বামী হবে সুখী মানুষ, কালো পাখি দেখলে স্বামী হবে পাদ্রী, দোয়েল দেখলে স্বামী হবে নাবিক, গোল্ডফিঞ্চ পাখি দেখলে স্বামী হবে ধনী কোটিপতি, আর ক্রসবিল পাখী দেখলে স্বামী হবে ঝগড়াটে। একটা আপেল অর্ধেক করে কাটলে সে অর্ধেকে যতগুলো দানা পাওয়া যাবে সেই মেয়ের ততগুলো ছেলেমেয়ে হবে। সেহন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে ম্যাসাকার ১৯২৯ সালের এই দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরে ৭ ব্যক্তি কে গ্যারাজের মধ্যে নৃশংস ভাবে গুলি করে হত্যা করা হয় যা ভ্যালেন্টাইন ডে ম্যাসাকার হিসেবে খ্যাত।এন্টিভ্যালেন্টাইনিজম পৃথিবীর অনেক দেশে আবার ভ্যালেন্টাইন ডের বিরুদ্ধে মতবাদ গড়ে উঠছে। মুস্লিম দেশগুলোতে এই দিনকে ইসলাম বিরোধী আখ্যা দিয়ে তা পালন করা থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানানো হচ্ছে' গত বছর মালয়েশিয়াতে এই দিন পালন করার অপরাধে ১০০ জন তরুন তরুনীকে গ্রেফতার করা হয়। ভারতেও উগ্র হিন্দুবাদী সঙ্গঠন শিবসেনা ভ্যালেন্টাইন ডে পালনের ব্যাপারে হুশিয়ারী দিয়ে থাকে। সব কিছুর পর ও কিন্ত ভ্যালেন্টাইন ডে 'র জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এমন কি পাকিস্তানেও এই দিন আরো বেশী করে জনপ্রিয় হচ্ছে। আমার ধারনা, সারা পৃথিবীতে এই দিন আরো বেশী জনপ্রিয় হবে । মানুষের মন থেকে ভালবাসা মুছে ফেলা যাবে না। অনেকটা সেই প্রবাদের মত you can bring your horse to the water but you can not make it drink-ঘোড়াকে পানির কাছে টেনে নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু তাকে দিয়ে জল খাওয়ানোর নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। এসব কিছুই ভ্যআলএন্টআইন নিয়ে সংস্কারের অংশ। ভ্যালেন্টাইন ডের উপহার হিসেবে প্রখ্যাত চকোলেট নির্মাতা ক্যাডবেরী, প্রথম হৃদয় আকৃতি'র বাক্সে চকোলেট উপহারের প্রচলন করে। কোন কোন দেশে যুবকরা কাঙ্খিত নারীর জন্য প্রার্থনা করে যুবতীদের কাপড় চোপড়ের উপহার বাক্স পাঠিয়ে থাকেন। যুবতী বাক্স গ্রহন করলে ধরে নেওয়া হয় যে তিনি প্রেরনকারী যুবকের সাথে বিয়েতে রাজী আছেন। কোরিয়াতে যুবতীরা এ দিনে কোন উপহার না পেলে শোকের চিহ্ন হিসেবে রেস্তোরাতে গিয়ে কালো স্যুপ খেয়ে থাকে। ভ্যালেন্টাইন ডে'র প্রতীক এ দিনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল

ভালোবাসা। বেশ কিছু প্রতীক ব্যবহার করা হয় ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে কিউপিড বা বামুন রোমান পৌরানিক উপাখ্যানমতে কিউপিড ছিলেন প্রেমের দেবতা ভেনাসের পুত্র। কিউপিড হলেন খর্বাকৃতির বালক, হাতে তার তীর ধনুক, পিঠে তুন এবং এক জোড়া পাখা লাগানো। তিনি তার তীর ছুঁড়ে যুবক যুবতীর মনে প্রেমের সঞ্চার করেন। হার্ট-জোড়া গোলাপী হার্ট হল আবেগ এবং ভালবাসার প্রতীক। লাল গোলাপ ভালবাসা এবং গভীর অনুভূতির প্রতীক হল লাল গোলাপ। ভ্যালেন্টাইন ডে'র প্রতীক হিসেবে লাল গোলাপ ফুল সবচে বেশী জনপ্রিয়। প্রতিবছর এই দিনে পৃথিবীতে ১৫ কোটি ভ্যালেন্টাইন কার্ড দেওয়া নেওয়া হয়। বড়দিনের পর এটাই দ্বিতীয় বৃহত্তম কার্ড দেওয়া নেওয়ার দিন। ৮৫ উপহার কেনেন মহিলারা। ক্রমানুসারে শিক্ষক, ছেলেমেয়ে, মা, স্ত্রী, প্রেমিকা এবং পোষা জীবজন্তু ভ্যালেন্টাইনের গিফট পান। ৩ লোক তাদের পোষা প্রানীদেরকে ভ্যালন্টাইন ডে'র উপহার দিয়ে থাকেন। তাদের বক্তব্য হল পশু পাখির ভালবাসা মানুষের ভালবাসার চেয়ে অনেক খাটি। মা দিবস এবং ভ্যালেন্টাইন দিবস হল সবচেয়ে বেশী ফুল উপহারের দিন । এ দিন সারা পৃথিবীতে ৫ কোটিরও বেশী লাল গোলাপ উপহার দেওয়া হয়ে থাকে। ভ্যালেন্টাইন ডে'র ফুল ক্রেতাদের মধ্যে ৭৩ পুরুষ এবং ২৭ মহিলা। শেক্সপেয়ারের নাটক রোমিও জুলিয়েট এর রোমিও এবং জুলিয়েট ইতালীর ভেরোনা শহরের বাস করতেন। সেই নাটকের সূত্র ধরেই আজও জুলিয়েট এই দিনে প্রায় এক হাজার ভ্যালেন্টাইন ডে'র কার্ড পেয়ে থাকেন। ১৮৭৬ সালের ভ্যালেন্টাইন ডে তে আলেক্সান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিস্কারের পেটেন্টের জন্য আবেদন জানান। কিংবদন্তী আছে যে সেইন্ট ভ্যালেন্টাইনের নাম অনুসারে এ দিনের নামকরন। খৃস্টান এবং রোমান ঐতিহ্যও লুকিয়ে আছে এই দিনের পেছনে। ক্যাথলিক চার্চ অনুযায়ী কমপক্ষে তিনজন সেইন্ট ভ্যালেন্টাইনের নাম পাওয়া যায়। এই তিনজনের প্রত্যেকেই শহীদ হন। প্রচলিত একটি ধারনা হল সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন তৃতীয় শতাব্দীতে রোমে বাস করতেন। তখনকার রোমান সম্রাট ক্লডিয়াস ২ বিশ্বাস করতেন যে বিবাহিত পুরুষেরা ভাল যোদ্ধা হয় না। তিনি ফরমান জারী করেন যে যুবকেরা বিয়ে করতে পারবে না। সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন এই অন্যায় মেনে নিতে পারেন নি। তিনি সম্রাটের ফরমান অগ্রাহ্য করে গোপনে যুবক যুবতীর বিয়ে দিতে থাকেন। সম্রাট তা যানতে পেরে সেইন্ট ভ্যালেন্টাইনকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন। অন্য আরেকটি তথ্য হল, সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন রোমান সম্রাটের অত্যাচার, নিগ্রহের থেকে খৃস্টানদের পালাতে সাহায্য করতেন এবং সেই কারনেই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন।কথিত আছে যে জেলে থাকতে সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন তার জেলরক্ষকের কন্যার প্রেমে পড়েন এবং তিনি নিজে তার প্রেমিকাকে ভালবাসার শুভেচ্ছা ভ্যালেন্টাইন এর উপহার পাঠান। মারা যাওয়ার আগে তিনি তার প্রেমিকাকে চিঠি লিখে যান যার শেষ বাক্য ছিল তোমার ভ্যালেন্টাইনের কাছ থেকে বা From your Valentine, সেহন্ট ভ্যালেন্টাইনের গল্প কোনটা সত্যি তা নিয়ে হয়ত দ্বিমত আছে তবে মধ্যযুগ থেকেই সেহন্ট ভ্যালেন্টাইন ইংল্যান্ডে এবং ফ্রান্সে প্রবাদ পুরুষ। তিনি ভালবাসা, প্রেম, বীরত্ব এবং সহমর্মিতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন সেই সময় থেকেই। অন্য একদলের বিশ্বাস যে সেইন্ট ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের জন্য খৃস্টানেরা মধ্য ফেব্রুয়ারীতে ভ্যালেন্টাইন ভোজ এর আয়োজন করতেন। সেখান থেকেই এই দিনটি স্মরণ করা হয়।

বিজ্ঞান মেধা তৈরি নয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনস্ক ছাত্র সমাজ তৈরী করা দরকার

রবীন্দ্রকুমার শীল

সবার অলক্ষ্যে মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয় অব টেকনোলজি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে সেটা হচ্ছে স্কুল স্তরে বিজ্ঞান মেধা তৈরি করা। শুধু বিজ্ঞান মেধা তৈরি করাই নয়, পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনস্ক ছাত্র সমাজ তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু এত বড় ধরনের কর্মযজ্ঞ আয়োজন করতে নেই কোনও আত্মপ্রচার। সবার অলক্ষ্যে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। এর প্রধান উৎসাহীদাতা হলেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈকত মিত্র। তিনি না থাকলে এত বড় কর্মযজ্ঞের আয়োজন করা সম্ভব হতো না। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন অঞ্চলে যেখানে আজও ইন্টারনেট সম্পর্কের কথা ভালো করে ছাত্ররা জানে না সেখানেও পৌঁছে গিয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালযের প্রযুক্তি কর্মীরা। তারা হাতে কমলে শিক্ষা দিয়ে সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান ডিজিটাল ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি বিদ্যা গ্রহণ করতে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করে তুলতে চেষ্টা করছে। মৌলনা আব্দুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয় অব টেকনোলজি তার চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেদের শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে সবার মধ্যে বিস্তার করিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। অবাক করার বিষয় যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল স্তরে এসে সেখান ছাত্রদের বিজ্ঞানের বিষয়ে আগ্রীহ করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ যেমন করেছে পাশাপাশি প্রযুক্তি শিক্ষার্থীর্দের আবার সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করে চলেছে। তার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষ মহাশয়দের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে বক্তৃতা (অনলাইন বা অফলাইন) দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং ছাত্র সমাজকে পাঠ্য পুস্তকের বাইরে যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা জগত রয়েছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানোর চেষ্টা। আসলে শিক্ষাকে শুধু চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে না রেখে মুক্ত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা। স্কুল স্তরে ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার অভিলাষকে আরও জাগরিত তোলার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে 'ম্যাকাউট'। সেই কারণে আমরা দেখতে পেলাম যে একটি 'স্পর্শ' শারদীয়া পত্রিকা সংখ্যা প্রকাশ করেছে সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা। সেই পত্রিকাকে দেখা গেল বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিষয়ের আলোচনা চেয়ে সেখ ানে সাহিত্য এবং সংস্কৃতিমূলক রচনায় পরিপূর্ণতা। বলা হচ্ছে যে একটি ছাত্রছাত্রী কেন শুধু মাত্র প্রযুক্তি শিক্ষাকে গ্রহণ করবে কেন, তার চারপাশে যে শিক্ষা জগতের বিভিন্ন প্রান্তর খোলা রয়েছে তার সম্পর্কে জানুক এবং শিখুক তাতে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। কোনও শিক্ষাই ফেলে দেওয়ার নয়। সব ধরনের সৎ শিক্ষা থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা যেতেই পারে। দেখতে পাওয়া গিয়েছে বেশির ভাগ বিজ্ঞানের ছাত্ররা সাহিত্য চর্চা করে থাকে। আবার সাহিত্য জগতের ছাত্ররা বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দিয়ে থাকে। যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। তিনি সারা জীবন ধরে সাহিত্য চর্চা করে গিয়েছেন। তিনি আবার বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার দ্বারকে সবার উন্মুক্ত জন্য করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞান চর্চা করার প্রয়োজন রয়েছে। সাহিত্য চর্চার মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞান চর্চার শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতনে কলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি যখন সেখ ান থেকে বের হয়ে এসে সাহিত্য রচনা করতে শুরু করলেন তখন তিনি বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস ও গল্প লিখতে শুরু করলেন। সৃষ্টি করলেন প্রফেসর শঙ্কুকে। আবার তাঁর পিতা সুকুমার রায় তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তিনি আবার বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করতে থাকলেন। ফলে সাহিত্য এবং বিজ্ঞান চর্চা এক সঙ্গে চলতে পারে। তাতে আরও মেধা শক্তি বৃদ্ধি লাভ করবে এবং উন্নত মানের ছাত্র মেধা তৈরি হবে বলে বিশ্বাস করেন উপাচার্য ডক্টর সৈকত মিত্র। স্কুলের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগসূত্র তৈরি করার যে প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করে চলেছেন সুপ্রিয় তরফদার। মাতৃভাষার ওপরে বিজ্ঞান চর্চাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর এবং অক্ষর কুমার দত্ত। এদের উৎসাহদাতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। তারপরে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। তিনি মাতৃভাষা নির্ভর বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এবারে সেই পথ ধরে এগোতে শুরু করে দিয়েছেন মৌলনা আব্দুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয় অব টেকনলজির উপাচার্য সৈকত মিত্র। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর সহকর্মীরা। 'গ্রেট আইকন' নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। করোনা সংক্রমণ কালে যে সব ওয়েবনার বক্তৃতা হয়েছিল তার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হয়েছে। বক্তা ছিলেন ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ। তাঁর বক্তৃতাগুলিকে সংগ্রহ করে একটি বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছাত্র সমাজের কাছে তা পৌছে দেওয়া। সেখানে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে ক্যান্সারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় মতো সব গুরুত্বপূর্ণ যুগপোযোগী বিষয়গুলি স্থান লাভ করেছে। এই বইটি ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পক্ষ থেকে। পাশাপাশি স্কুল স্তরে বিজ্ঞান মেলা করার আগ্রহ তৈরি করা, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনা করা প্রভৃতি বিশয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। স্বয়ং উপাচার্য মহাশয় তা করতে আগ্রহী। তিনি তাঁর কাজের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র সমাজের কাছে ম্যাউকাউটকে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে তা দেখতে পাওয়া গেল। সেভাবে স্কুলের ছাত্র সমাজে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয় নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে বিজ্ঞান ভীতি ছাত্র সমাজ থেকে ক্রমশ দূরে চলে যেতে থাকছে। সেটা করতে পেরেছেন একমাত্র মৌলনা আব্দুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয় অব টেকনোলজি উপাচার্য সৈকত মিত্র মহাশয়। সর্বস্তরে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়ে আগামি দিনে ডিজিটাল ভারত গড়ার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনও বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখতে পাওয়া যায়নি যে তারা স্কুল স্তরে এসে ছাত্র সমাজের মধ্যে কাজ করছে। উপাচার্য সৈকত মিত্র মনে করেন এটা হচ্ছে একটি সেবা। মানব সেবা করা। আগামি দিনে ছাত্র সমাজ গড়ার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের ওপরে তাকে সার্থক করে তোলাই হল তাদের মূল লক্ষ্য। সেখান থেকে সরে আসার কোনও কথা থাকতে পারে না। আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি করবে হবে। ভবিষ্যত ভারতবাসী গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। তার জন্য প্রযুক্তি বিদ্যার শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি স্বদেশি শিক্ষা সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাচি চর্চার খুবই প্রয়োজন।

সত্যের ইতিহাসের সন্ধানে

ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারকে নিয়ে চলছে বিতর্ক

ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারকে নিয়ে চলছে বিতর্ক। তবুও তিনি কিন্তু দেশপ্রেম থেকে একেবারের জন্যও সরে আসেনি। চিরকালই তিনি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যায় অধ্যাপনা করে এসেছেন। আজও তিনি সময় হলে সেখানে বক্তব্য রাখতে যান। আধুনিক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে দেখাতে গিয়ে তিনি যা উপলব্ধি করতে পেরেছেন তা ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি এখ ন বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ইতিহাস চর্চার তাঁর পথপ্রদর্শক হচ্ছেন রমেশ চন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার। এই দুই বাঙালি ইতিহসাবিদ তাঁকে ইতিহাসের পথ দেখান। যাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মূল্যায়ন করতে পেরেছেন। তিনি বলেছেন, ইতিহাস কোনও সময়ে অসত্যকে উপস্থাপিত করতে পারে না। প্রাচীন ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদদের মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রথমে তা তুলে ধরেছিলেন কাশীপ্রসাদ জয়শোয়াল, নীলকান্ত শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী। তাঁরা দেখি য়েছিলেন যে ভারতের যে ইতিহাস রয়েছে তা কিন্তু বিশ্বের প্রাচীন সভ্যাতার দেশগুলির চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। ভারতের দুটি মহাকাব্য রচিত হয়েছে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'। গ্রীক বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান করতে। তিনি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে জয় করতে এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল গ্রীস দেশের মতো প্রাচীন সভ্যদেশগুলিকে গ্রীসে অধীনে নিয়ে আসা। কিন্তু তার সেই আশা পূরণ হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি গ্রীস দেশে যাওয়ার পথে মারা গেলে তার যোকন যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন না যিনি তাঁর পথকে অনুসরণ করে চলবে। ফলে ভারত জয় করে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সেটা ব্যর্থ হয়েছিল। তবুও ভারতের বহু নিদর্শন গ্রীস দেশে. গিয়েছিল। পরবতীকালে আমরা দেখতে গেলাম গ্রীস দেশের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার মিলন। সংস্কৃতির মিলন। একটা যোগ সূত্র রচিত হয়েছিল ভারত এবং গ্রীস দেশের সঙ্গে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা গ্রহণ করেও তার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার সন্ধান করে তাকে প্রতিষ্ঠা করার অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার। সেই কারণে তিনি সম্রাট অশোককে কেন্দ্র করে একটি বিশাল গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করলেন। তিনি দেখালেন সম্রাট অশোক তাঁর নিজস্ব ধর্ম মত থাকতেও তিনি পরের ধর্মকে সমান মর্যাদা দিয়ে গিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন সবার নিজস্ব ধর্ম আচরণ করার অধিকার রয়েছে। এটাকে বলা যেতে পারে গণতান্ত্রিক ধর্মাধিকার। ধর্ম পালন করতে গেলে গণতান্ত্রিক চেতনার খুবই প্রয়োজন। পর ধর্মের ওপরে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করাটাও ধর্মের স্বাধীন চিন্তার উদয়। অশোক সেটা করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকেরা ভারতবর্ষে এসে ঔপনিবেশিক স্থাপন করলে তার রূপ দেখা দেখ তে পাওয়া গেলে তখন কিন্তু উগ্র ধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। তার সেটাকে অস্ত্র করে ইংরেজ শাসকেরা ভারবর্তকে শাসন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ধর্ম যেখ ানে অমানবিক আচরণ করতে শুরু করে দিয়েছে তার বিরদ্ধে যতদিন না প্রতিবাদ হয়েছে ততদিন ইংরেজ সরকার চুপ করে বসেছিল। সতীহাদ প্রথা বন্ধ করতে রাজা রামমোহন রায়কে ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত ছুটে যেতে হয়েছিল। বিধবা বিবাহ রোধ করতে বিদ্যাসাগরকে অক্লান্ত সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বিদেশি শাসক ইংরেজ কিন্তু ভারতীয় ধর্মের কোন্দলের মধ্যে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলতে চায় না। উপরন্তু তাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে ভারত শাসন করতে চেয়েছিল। তার ফলেই কি পাকিস্তান সৃষ্ট হল? বাংলাকে ভাগ করে দেওয়া হল? এই প্রশ্ন এখন ধামা চাপা পড়ে গিয়েছে। পূর্ব বঙ্গ আজকে স্বাধীন বাংলাদেশ। পশ্চিম পাকিস্তানের মানসিকতার সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের যে কোনও মিল হবে না সেটা কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা উপলব্ধি করতে পারেনি। পারলেও তাঁদের কিন্তু হাত পা একেবারে বাঁধা ছিল। ভারত ভাগ করে স্বাধীনতাকে মেনে নেওয়া ছাড়ার আর কোনও বিকল্প পথ ছিল না। য়ে ইংরেজরা নিজেদেরকেই সভ্য জাতি বলে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল পরবর্তীকালে দেখ তে পাওয়া গেল যে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশ স্থাপন করতে এসে তাদের সেই গর্ব একেবারে মাটিতে মিশে যায়। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতবর্ষ হচ্ছে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা যাকে বিশ্বের কেউই অস্বীকার করতে পারে না। কোনও দিনই পারবে না। ইউরোপের পথ প্রদর্শক দেশ হচ্ছে গ্রীস। আর এশিয়ার পথ প্রদর্শক দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ। এটাই সত্যের ইতিহাস।

আনাজপাতির দাম আগুন, ফের উর্ধ্বমুখী খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ আয় কোনও মতে বাড়ছে না। কিন্তু ব্যয় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তার কারণ খুঁজতে গিয়ে বাড়ির কর্তা রেগে আগুন। তিনি তাই বলছেন, বৃদ্ধির দিশা নেই অথচ লাফিয়ে বাড়ছে ব্যয়। কি করে যে সংসার চালাবো ভেবে পাচ্ছি না। বস্তুত বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম। সামাল দিতে নাভিশ্বাস মানুষের। এমন পরিস্থিতিতে উদ্বেগ বাড়াল সরকারি তথ্য। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ফের ঊর্ধ্বমুখী মাসিক খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তরফে মুদ্রাস্ফীতির হার ৬ শতাংশের নিচে রাখার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে সরকারি তথ্য বলছে, জানুয়ারি মাসের খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬.৫২ শতাংশ। যা নিসন্দেহে চিন্তা বাড়াবে সরকারের। ডিসেম্বরে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল অনেকটাই কম ৫.৭২ শতাংশ। তথ্য বলছে, জানুয়ারির মুদ্রাস্ফীতির হার গত তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে এই হার ছিল ৬.৭৭ শতাংশ। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার শহরাঞ্চলের চেয়ে বেশি। শহর এলাকায় মুদ্রাস্ফীতি যেখানে ৬ শতাংশ সেখানে গ্রামে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে ৬.৮৫ শতাংশ। কর্তার প্রশ্ন, সরকার কি করছে। তারা কি না

খেয়ে থাকেন। বাজার দোকান তারা যান না। বাজারের মূল্য তারা কি জানেন না। কিছুদিন আগে দেশের অর্থমন্ত্রী নাকি বাজারে গিয়েছিলেন। তিনি তো বাজা দর ভালো করেই জানেন বলে তিনি মনে করেন। তবে কেন এই হাল। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, খাদ্যশস্য, ডিম, মশলার দামবৃদ্ধির জেরে জানুয়ারি মাসে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে অনেকটাই। সারা বিশ্বেই আর্থিক অস্থিরতা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করতে রেপো রেট বাড়াচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর আগে মে মাসে রেপো রেট বেড়েছিল ৪০ বেসিস পয়েন্ট। পরে জুনে ফের তা ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়ে। তারপর গত কয়েকবার লাগাতার রেপো রেট বাড়িয়েছে আরবিআই। এর ফলে সামগ্রিক ভাবে ব্যবসায়ী থেকে ঋণগ্রহীতা সাধারণ মানুষ, সকলকেই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম টানতে গিয়ে সেই সাধারণ মানুষের উপরেই আর্থিক চাপ বাড়ছে। এর মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি যে চিন্তা আরও বাড়াবে তা বলাই যায়। সাদারণ বাড়ির কর্তা এই সমস্ত অর্থনৈতিক হিসাব বুঝবেন বলে মনে হয় না।তবে এটা তিনি বোঝেন, বাজার দর সরকারই বাড়িয়েছে। তবে কি ভাবে তা চায়ের দোকানে আড্ডা দিলেই বোঝা যায়। সেখানে নিত্য এই সমস্ত চর্চা করা হয়। কেউ বলেন মোদির দোষ, কেউ বা বলছেন, না না মমতার দোষ। আসলে কার যে দোষ তা খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল।

প্রহৃত বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শুভেন্দু অধিকারীর সভায় যোগদান করায় বিজেপি নেতা ও তাঁর দাদাকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে বীরভূমের ময়ূরেশ্বরের ঝিকড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। পালটা বিজেপি উসকানি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে তৃণমূল। ঝিকড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের ওড়লা গ্রামের বিজেপি সহ সভাপতি কিরণ বিত্তারের অভিযোগ, রবিবার শুভেন্দু অধিকারীর সভায় গিয়েছিলেন তিনি ও তাঁর দাদা। সভা থেকে ফেরার পর সন্ধ্যায় তাঁদের রাস্তায় ফেলে মারধর করেন তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপ বিত্তার ও তাঁর সঙ্গীরা। ব্যাপক কিল ও ঘুসি মারা হয় বলে অভিযোগ। হামলায় আহত কিরণবাবু ও তাঁর দাদাকে মল্লারপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা শ্যামল মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, আমাদের কর্মীরা শুভেন্দু অধিকারীর সভায় গিয়েছিলেন। সভা থেকে ফেরার পর তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছে তৃণমূল। মত্ত অবস্থায় তাঁদের মারধর করা হয়েছে। আমরা প্রশাসনিক পদক্ষেপ দাবি করছি। পালটা তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, এরকম ঘটনা ঘটে থাকলে পুলিশকে পদক্ষেপ করতে বলব। মারধর তৃণমূল সমর্থন করে না। তবে বিজেপি নেতারা যে প্ররোচনা দিচ্ছেন তাতে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে।

মোবাইল ফেরত

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ চুরি যাওয়া মোবাইল কম সময়ের মধ্যে উদ্ধার করলো বর্ধমান থানার পুলিশ। সোমবার ১৬টি মোবাইল, বেশ কিছু টাকা, মহিলাদের ব্যাগ সহ একটি টোটো তুলে দেওয়া হলো প্রাপকদের হাতে। জেলা পুলিশের ডিএসপি রাকেশ চৌধুরী ও আইসি বর্ধমান সুখময় চক্রবর্তী এগুলি তুলে দেন প্রাপকদের হাতে। ডিএসপি রাকেশ চৌধুরী জানান, কয়েকদিন ধরে মোবাইল, ব্যাগ ও টোটো চুরির অভিযোগ জমা পড়ছিল বর্ধমান থানায়। বিশ্বস্ত সূত্র ও সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা জেরায় স্বীকার করে নেয় তারা এই চুরিগুলি করেছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করে বর্ধমান আদালতে পাঠানো হয়েছে। ধৃতরা বর্ধমান শহরের লক্ষ্মীপুর মাঠ এলাকার বাসিন্দা। রাকেশ বাবু আরও জানান, কয়েকদিন আগেই অভিযোগ গুলি জমা পড়েছিল। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই পুলিশ সক্রিয় হয় এবং বিভিন্ন সূত্র ও এলাকায় এলাকায় থাকা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তৎপরতার সাথে দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সেগুলি উদ্ধার করে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মহিলারাই ওই দুস্কৃতিদের 'সফট টার্গেট' ছিল।

অনুব্রত আমাকে ফোন করেনি। শতাব্দী

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ অনুব্রত মণ্ডল আমাকে ফোন করেনি। আমি বিকাশবাবু নয়। বিকাশদা আমাকে বলেনি। কাজল শেখ বলেছে। এই তিনটে চরিত্রের মধ্যে আমি নেই। ফলে আমি বলতে পারব না কে কাকে ফোন করেছিল। আদৌ ফোন করেছিল কিনা। তবে আমি কাজলের সঙ্গে কথা বলব। কেন মান অভিমান হচ্ছে জানার চেষ্টা করব। সোমবার বীরভূমের মাড়গ্রামে এসে তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখের মন্তব্যের এভাবেই জবাব দিলেন বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়। প্রসঙ্গত চলতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি মাড়গ্রামের হাসপাতাল পাড়ায় বোমায় মৃত্যু হয় নিউটন শেখ ও লাল্টু শেখ নামে দুই তৃণমূল কর্মীর। তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এদিন মাড়গ্রামে যান শতাব্দী রায়, দলের রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লক সভাপতি সুকুমার মুখোপাধ্যায়। সোমবার বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। আর সেখানে দাঁড়িয়েই কথা বললেন কাজল শেখ ইস্যুতে। একইসঙ্গে মাড়গ্রামে বোমার আঘাতে মৃত দুই তৃণমুল কংগ্রেসের কর্মীর পরিবারকে একটি করে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিলেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। সম্প্রতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বীরভূমের রামপুরহাটের মাড়গ্রামের ধুলফেলা গ্রাম। আর এখানের এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান ভুট্টো শেখের ভাই লাল্টু শেখ, তাঁর বন্ধু নিউটন শেখ-সহ মোট তিন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে লক্ষ্য করে বোমা মারার অভিযোগ ওঠে। তার জেরে মৃত্যু হয় দু'জনের। এই ঘটনায় স্থানীয় কংগ্রেস নেতা সুজাউদ্দিন, তার ছেলে শেখ লাকি, শেখ বাপির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। তাদের কড়া শাস্তির দাবিতে গ্রামে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। পরে তাদের গ্রেফতার করা হয়। মূল অভিযুক্তের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বোমা। এদিকে আজ সাংসদ শতাব্দী রায় মাড়গ্রামে নিহত দুই তৃণমুল কর্মী নিউটন শেখ এবং লাল্টু শেখের বাড়িতে যান। সেখানে দুই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন তিনি। সাংসদকে কাছে পেয়ে নিজেদের দাবি তোলেন মৃতদের পরিবারের সদস্যরা। তিনি আশ্বাস দেন সমস্যা সমাধানের। এই পরিবার দুটির সঙ্গে দেখা করে সাংসদ শতাব্দী রায় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, দুটি পরিবারই তাদের অভিভাবক হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন। তাদের পরিবারের একজন করে যাতে চাকরি পান সেই বিষয়টি আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাব। তারা যাতে চাকরি পান সেই বিষয়টি আমি তদারকি করব। তারপর সাংসদ শতাব্দী রায় এদিন মাড়গ্রাম থানায় যান। এই খুনের ঘটনায় সাতজন অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছে।

মাতব্বরদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অপরাধে গ্রামছাড়া শিক্ষক পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ গ্রাম্য বিবাদের জেরে এক প্রাক্তন শিক্ষক ও তার পরিবারের সদস্যদের মারধর করে গ্রাম ছাড়া করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এলাকার দুই মাতব্বরের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত দু'জনই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ আর এই কারণেই পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে নির্যাতিত পরিবারের দাবি। আতঙ্কে তারা গ্রামে ঢুকতে পারছেন না। একটি গোপন জায়গায় কোন রকমে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন ওই শিক্ষক ও তার পরিবারের সদস্যরা। ঐ শিক্ষক তার স্ত্রী এবং তার মেয়েদের অভিযুক্তরা মারধর করে বলে অভিযোগ। মালদার ইংরেজবাজার থানার শোভানগর এলাকার ঘটনা। ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের। এখনও গ্রামছাড়া ঐ শিক্ষকের পরিবার। শোভানগর এলাকারই বিশিষ্ট শিক্ষক গোলাম রব্বানী বেশ কয়েক বছর অবসর নিয়েছেন। তার অভিযোগ, ওই গ্রামেরই বাসিন্দা হাবিয়ে কিবরিয়া তাদের বাড়ির সামনে এর আগে অবৈধ নির্মাণ কার্য চালাচ্ছিল। এই নিয়ে তারা থানায় অভিযোগ করেন। কেন এই অভিযোগ করেছে থানায় প্রশ্ন তুলে ওই শিক্ষক ও তার পরিবারকে বেধড়ক মারধর করা হয়। আতঙ্কে তারা গ্রামছাড়া হয়ে রয়েছেন। আবারও ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ করেছেন। ঐ শিক্ষকের দাবী, অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ আর সেই কারণেই পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। পুলিশ তার মেরুদন্ড সোজা করুক দাবি বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ির। দল অভিযুক্তদের পাশে থাকবে না, আইন আইনের পথে চলবে দাবি জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র শুভময় বসুর।

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
"Notice Inviting e-Tender No.-"
WBMAD/UM/595/HFA/e-Tender/2022-23,
Dated: 09.02.2023
WBMAD/UM/596/HFA/e-Tender/2022-23,
Dated: 13.02.2023,
(Construction of cover slab Drain & Concrete Road at different Ward of Uluberia Municipality under HFA). Details are available in the **www.wbtender.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ইএল/এইচডব্লুএইচ/১৫/২১ (নোটিশ)/৪৯৮, তারিখ: ৯.২.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রমিক নং. ১; টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩১৮৮: [illegible] টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় [illegible] www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। [illegible] (HWH-407/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway EasternRailway Headquarter

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২১/আরটি/টিআরডি/২০.২০২২-২৩/জে তারিখ ০৭.০২.২০২৩। নিচে উল্লিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে [illegible] টেন্ডার রাশি: [illegible] টাকা। বায়না রাশি: ১,২০,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৪-০২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা এবং খোলা যাবে: ২৪-০২-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্যর জন্য অনুগ্রহ করি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডেপুটি চিফ (টিআরডি ও এস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. সিএম-জিআর-জিসিটি-এসডিএল-টিএলজিআর-২২-৩, তারিখ: ১৩.২.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত ঠিকা প্রদান করার জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম/স্থান: [illegible] টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: [illegible] প্রস্তাবের বৈধতা: ৯০ দিন। বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। প্রস্তাব শুধুমাত্র অনলাইনে জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না। (HWH-409/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway EasternRailway Headquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার সংশোধনী

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার নোটিস ই-টেন্ডার/২০২৩/০৩, তারিখ ঃ ৩১.০১.২০২৩-এর ক্রম নং. ১ যেটির খোলার তারিখ ছিল ২৩.০২.২০২৩ সেটির পরিপ্রেক্ষিতে, সম্পূর্ণ করার মেয়াদ অংশটি ১২ (বারো) মাসের পরিবর্তে ০৯ (ছয়) মাসে পুনর্নির্ধারিত করা হয়েছে। অন্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে। সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট ঃ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে। (PR-1108C)

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড

রেজিস্টার অফিস ঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, থানা- শেক্সপীয়র সরণী, কলকাতা- ৭০০০১৭
Corporate Identification Number: L50500WB1964PLC026053
website: www.foundryfuel.co.in, email: foundryfuel@gmail.com
ফোন নং.ঃ ০৩৩-৪০৬৬ ৮০৭২

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ ত্রৈমাসিক মাস ও নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে			নয় মাস সমাপ্তে		বর্ষ সমাপ্তে
	৩১.১২.২০২২	৩০.০৯.২০২২	৩১.১২.২০২১	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২১	৩১.০৩.২০২২
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কারবার থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	(৬.২৫)	(৬.৫১)	(৪.৭৫)	(১৬.৪৭)	(১৫.২৭)	(২০.৭১)
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (অসাধারন আইটেম পর)	(৬.২৫)	(৬.৫১)	(৪.৭৫)	(১৬.৪৭)	(১৫.২৭)	(২০.৭১)
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (অসাধারন আইটেম পর)	(৬.২৫)	(৬.৫১)	(৪.৭৫)	(১৬.৪৭)	(১৫.২৭)	(২০.৭১)
মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(৬.২৫)	(৬.৫১)	(৪.৭৫)	(১৬.৪৭)	(১৫.২৭)	(২০.৭১)
প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্তশেয়ার সহকারে)	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪
সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া)						(৮৫৪.৫৯)
শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি ও অচলতি আয় থেকে) ১. মূল	(০.০৮)	(০.০৮)	(০.০৬)	(০.২১)	(০.২১)	(০.২৬)
২. মিশ্র	(০.০৮)	(০.০৮)	(০.০৬)	(০.২১)	(০.২১)	(০.২৬)

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ ত্রৈমাসিক ও নয় মাস সমাপ্তে ৩১ডিসেম্বর, ২০২২ যা জমা করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং ও অন্যান্য ডিসক্লোজার অনুসারে) ধারা, ২০১৫ অধীন। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.foundryfuel.co.in
২. ফলাফল নিরীক্ষণ করা হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদন করা হয়েছে কোম্পানির পরিচালন বর্গ ও প্রতিনিধি সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।
৩.উপরোক্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে গাইডলাইন অনুসারে যা জারি করা হয়েছে সিকিউরিটি এবং এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা এবং ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএনডি এএস) প্রস্তাব অনুসারে অধীন ধারা ১৩৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩।

বোর্ডের পরিচালনবর্গের তরফে
ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড
স্বা /- সুনীল বিশ্বম্ভরণ
পরিচালক
DIN : 02831247

স্থান ঃ মুম্বই
তারিখ ঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

গোপাল বিশ্বাস, নবদ্বীপ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বকেয়া ডিএ-র দাবিতে সোমবার রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতির ডাকে প্রায় অচলাবস্থায় দিন কাটলো আদালত সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর। এদিন নবদ্বীপ আদালত চত্বরেও দিনভর কর্মবিরতি পালন করলেন সরকারি কর্মীরা। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনে অনড় সরকারি কর্মচারীরা। এ বিষয়ে নবদ্বীপ আদালতের এক সরকারি কর্মচারী বলেন, মূলত কেন্দ্রীয় হারে আমরা ডিএ পাচ্ছি না। অনেক কম পাচ্ছি। এটাই আমাদের মূল দাবি।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন নোটিশ নং. সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২২, তারিখ: ৯.২.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে: [illegible] অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়: ২২.২.২০২৩ তারিখ বেলা ১১টায় (উপরোক্ত প্রতিটির জন্য)। অকশন ক্যাটালগ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in তে আপলোড করা হয়েছে। (HWH-408/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway EasternRailway Headquarter

রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান, নিউ জলপাইগুড়ি

নং. কেজিআরই / এনজেপি / পিআরও / ২৫৩ / এডিভিটি তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৩

প্রোফর্মা ১০-০২
ভারতীয় রেলওয়ে
এসি ২৫ কেভি ট্রাকশানের সূচনা
''রাস্তা ব্যবহারকারীদের সতর্কবার্তা''

এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে সূচিত করা যায় যে ২৫ কেভি এসি ইলেকট্রিক ট্রাকশান সংযোগ হেতু ''পুরনিয়া থেকে জোগবানী'' সেকশানের মধ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধীন, সমস্ত লেবেল ক্রসিংয়ে উচ্চতার মাপদন্ড বসানো হয়েছে যার উচ্চতা থাকছে **সর্বাপেক্ষা ৪.৭৮ মিটার** উপরোক্ত রাস্তার সমান থেকে এদিকে নজর রেখে পণ্য পরিবহণ উচ্চতা প্রতিরোধ করতে হবে না হলে বিদ্যুৎবাহী তারের সংস্পর্শে আসতে পারে বা বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকবে (তার সংযুক্তিতে), যার উচ্চতা থাকছে কমপক্ষে ৫.৫ মিটার বা বেশি রেলপথের সমান সমস্ত লেবেল ক্রসিংয়ে।

জনসাধারণকে সূচিত করা যায় নির্দিষ্ট উচ্চতার ওপরে না যেতে পণ্যবাহী যানবাহনের ক্ষেত্রে এবং নজরে রাখতে হবে যে কোন পরিস্থিতিতে উচ্চতা মানের সঙ্গে সংপৃক্ত হয় রাস্তার পণ্যবাহী গাড়িগুলি।

অধিক উচ্চতায় পণ্য পরিবহণে বিপদের আশঙ্কাগুলি ঃ-
(১) রাস্তায় উচ্চতার মান এবং অনুসারী প্রতিরোধী সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে লাইনে বিপদ।
(২) সামগ্রী বা যন্ত্রাংশ বহন বা গাড়ির ক্ষেত্রেও বিপদ।
(৩) আগুন বা জীবনের ঝুঁকি আসতে পারে বা কোনভাবে সংযুক্ত হলে বিপদ হতে পারে।

স্থান ঃ নিউ জলপাইগুড়ি
তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৩

চিফ প্রোজেক্ট ডিরেক্টর
রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান, নিউ জলপাইগুড়ি

PR-40/2023 (V) ''প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়'' **www.ireps.gov.in**

রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান, নিউ জলপাইগুড়ি

নং. কেজিআরই / এনজেপি / পিআরও / ২৫৩ / এডিভিটি তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৩

প্রোফর্মা ১০-০১
ভারতীয় রেলওয়ে
''জনস্বার্থে বিজ্ঞপ্তি''

এতদ্বারা সমস্ত রেলপথ ব্যবহারকারী এবং পার্শ্ববর্তী সাধারণকে সূচিত করা যায় যে সম্পূর্ন সেকশানে নিম্ন-বর্নিত সেকশান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধীন যে ২৫০০০ ভোল্ট, ৫০ হার্ৎজ. এসি ওভারহেড ট্রাকশান তার বিদ্যুৎবাহী করা হবে সেকশানের নির্দিষ্ট তারিখ ভিত্তিতে। ওই একই তারিখ থেকে **ওভারহেড ট্রাকশান লাইন সর্বক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ পরিবাহী থাকবে** এবং কোন অস্বীকৃত ব্যক্তি উল্লেখিত ওভারহেড লাইনের ওই এলাকায় যেতে বা কাজ করতে পারবেন না।

সেকশান	চার্জ করার তারিখ
পুরনিয়া-যোগবানী	১৪.০২.২০২৩

স্থান ঃ নিউ জলপাইগুড়ি
তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৩

চিফ প্রোজেক্ট ডিরেক্টর
রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান, নিউ জলপাইগুড়ি

PR-39/2023 (V) ''প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়'' **www.ireps.gov.in**

ইয়াশমান দীপক লিমিটেড

রেজি অফিস ঃ ২য় ফ্লোর, ৬৭ / ৪৯, স্ট্র্যান্ড রোড, পোস্তা, কলকাতা-৭০০০০৭ (পশ্চিমবঙ্গ)
CIN : L67120WB1975PLC029901 । ফোন নং. ৯৮৩৯০৩৪৪৪২
Website : www.yashmandeepak.com
E-mail : yashmandeepakltd@gmail.com

সংক্ষিপ্ত বিবরণী স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২২	নয় মাস থেকে তারিখে রাশি ৩১.১২.২০২২	চলতি ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২১
	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত
মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	২০.৯০	৬২.১০	২১.২৮
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে / বছরে (করের পূর্বে)	-৭.৬৮	১২.০৫	১১.৫৬
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে / বছরে (করের পর)	-৬.৩৯	৮.২১	৮.৪৭
মোট ব্যাপক আয়	-৬.৩৯	৮.২১	৮.৪৭
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮
শেয়ার প্রতি আয় (চলতি ও অচলতি আয় থেকে) (১০ /- টাকা প্রতি) মূল ঃ	(০.৯১)	১.১৬	১.২০
মিশ্র ঃ	(০.৯১)	১.১৬	১.২০

দ্রষ্টব্য ঃ
১) উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক / আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ও কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.yashmandeepak.com)।
২) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আইএনডি এএস আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা ১৩.০২.২০২৩ এবং একইভাবে অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের ১৩.০২.২০২৩ তারিখের সভায়।
৩. রাশি পুণসজ্জিত এবং পুণসংগ্রহ করা হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে।

বোর্ডের তরফে
ইয়াশমান দীপক লিমিটেড
স্বা /-
(দীপক সেহেগাল)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00421767

স্থান ঃ কানপুর
তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৩

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

এল. নং. জেএইচএস-ডে. সিইই-ডব্লুএস-টি-০৫-২০২২-২৩-আরটি তারিখ ঃ ১০.০২.২০২৩

টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে **ডে. সিইই / ওয়ার্কশপ, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি** আহ্বান করছেন টেন্ডার অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য।

টেন্ডার নং.	কাজের বিবরণ	টেন্ডারের মূল্য	বায়না মূল্য	সম্পাদনের মেয়াদ
জেএইচএস-ডে. সিইই-ডব্লুএস-টি-০৫-২২-২৩ আরটি	**ঝাঁসি ওয়ার্কশপ** ঃ এলটি পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশান কেবিলের বন্দোবস্ত সাইজ ৪০০, ৩০০ ও ১৮৫ স্কোয়ার মিমি ফিড পাওয়ার সাপ্লাই কেবিল বিছানো হবে অতরসিসি কেবিল ট্রেঞ্চে।	টাকা ৬৪,৩৫,৮১৬/- মাত্র	টাকা ১,২৮,৭০০/- মাত্র	০৪ মাস

টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ঃ ১০.০৩.২০২৩ (বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)।

দ্রষ্টব্য ঃ **(১)** টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে **১০.০৩.২০২৩ (১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**। **(২)** সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** । **226/23 (P)**

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

MINOLTA FINANCE LIMITED

CIN: L65921WB1993PLC057502
Registered Office: Unique Pearl, BL-A, Hatiara, Roy Para, Kolkata 700157, West Bengal ; **Phone No.:** 033- 22485794"
Email Id : minoltafinance@gmail.com; **Website :** www.minolta.co.in

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2022

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended December 2022	Quarter ended December 2021	Nine Months ended December 2022	Nine Months ended December 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from Operations (Net)	17.17	9.37	45.98	26.88
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	1.01	1.93	5.92	5.06
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.01	1.93	5.92	5.06
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax"(after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.01	1.93	5.92	5.06
5	Total Comprehensive Income for the period"[Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1.01	1.93	5.92	5.06
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	10	10	10	10
7	Earning Per Share (of Rs. 10/-) (for continuing and discontinued operations) a) Basic b) Diluted	0.01	0.02	0.06	0.05

Note:
1 Segmental Report for the Quarter as per AS-17 of ICAI is not applicable for the Quarter.
2. Above resultes were reviewed by Audit Committee taken on record in Board Meeting held on 13th February, 2023.
3 Provision for Taxation will be made at the end of the Financial Year.
4 Figures of Previous Year/Quarter/Period has been recasted/regrouped wherever necessary.
5 Statutory Auditors of the Company have carried "Limited Review" for above Results.

For **Minolta Finance Ltd**
Sd/-
Dinesh Kr. Patnia
DIN: 01709741

Place : Kolkata
Date : 13th February, 2023

জেমস কর্মাশিয়াল কো. লিমিটেড

CIN : L51109WB1983PLC035777
রেজি. অফিস ঃ ২০ / ১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় ফ্লোর, কলকাতা (প.ব.)-৭০০০০৭
প্রশাসনিক অফিস ঃ বি-৩৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ইনস্টিটিউশনাল এলাকা, সেক্টর-১, নয়ডা (ইউপি)-২০১৩০১
Website : www.gemscommercial.co.in, Email : gemscom@yahoo.com, ফোন নং. ৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫

সংক্ষিপ্ত আর্থিক ফলাফল তিন মাস এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	-	৪৪২.০৭	-	১৬১.৭১
২	মোট ব্যয়	১৬.০৮	২৪.৮১	৩.৫৫	৪০.৬৮
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে ও ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেমে	(১৬.০৮)	৪১৭.২৫	(৩.৫৫)	১২১.০৩
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ আইটেম পর)	(১৬.৮১)	৪১৫.২৪	(৪.১৭)	১২৩.৯৬
৫	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর	(১৬.৮১)	৩০৫.২৫	(৪.১৭)	৯৬.৪৪
৬	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে করের পর	(১৬.৮১)	৩০৫.২৫	(৪.১৭)	৯৬.৪৪
৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬২৩.৫০	৬২৩.৫০	৬২৩.৫০	৬২৩.৫০
৮	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-	১৩,৩১৩.০৩
৯	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেম পর) (ফেস ভ্যালু১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	(০.২৭)	৪.৯০	(০.০৭)	১.৫৫

দ্রষ্টব্য ঃ
ক) উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের অনিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.gemscommercial.co.in এবং সিএসই ওয়েবসাইটে-www.cse-india.com।
খ) উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে পরিচালনবর্গের সভায় ১৩ ফেব্রুয়ারি,২০২৩।
গ) ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম সংযুক্ত হয়েছে লাভ এবং ক্ষতির বিবরণীতে আইএনডি-এএস ধারা অনুসারে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
জেমস কর্মাশিয়াল কো. লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /- উমা জৈন
ডিরেক্টর

স্থান ঃ নয়ডা
তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৩

হারভাটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রোসেসিং কো. লি.

CIN : L28939WB1982PLC035023
রজি. অফিস ঃ ২০ / ১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় ফ্লোর, কলকাতা (প.ব.)-৭০০০০৭
প্রশাসনিক অফিস ঃ বি-৩৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ইনস্টিটিউশনাল এলাকা, সেক্টর-১, নয়ডা (ইউপি)-২০১৩০১
Website : www.hepcl.co.in, Email : harvatex@yahoo.com, investcos@yahoo.com, ফোন ৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫

সংক্ষিপ্ত আর্থিক ফলাফল তিন মাস এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	২.৫৬	৬৪.৯২	-	২২.৮৬
২	মোট ব্যয়	৩.২২	৯.৮৬	৩.৩৪	৯.৩৫
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে ও ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেমে	(০.৬৬)	৫৫.০৫	(৩.৩৪)	১৩.৫১
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ আইটেম পর)	(০.৬৬)	৫৫.০৫	(৩.৩৪)	১৩.৪৯
৫	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর	(০.৬৬)	৪২.০৪	(৩.৩৪)	১৬.৮৯
৬	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে করের পর	(০.৬৬)	৪২.০৪	(৩.৩৪)	১৬.৮৯
৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭২.০০	৭২.০০	৭২.০০	৭২.০০
৮	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-	১,৮৪৯.১৮
৯	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেম পর) (ফেস ভ্যালু১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	(০.০৯)	৫.৮৪	(০.৪৬)	২.২৫

দ্রষ্টব্য ঃ
ক) উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.hepcl.co.in এবং সিএসই ওয়েবসাইটে-www.cse-india.com।
খ) উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে পরিচালনবর্গের সভায় ১৩ ফেব্রুয়ারি,২০২৩।
গ) ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম সংযুক্ত হয়েছে লাভ এবং ক্ষতির বিবরণীতে আইএনডি-এএস ধারা অনুসারে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
হারভাটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রোসেসিং কো. লি.-এর পক্ষে
স্বা /- মোহন থ্রায়িল
ডিরেক্টর

স্থান ঃ নয়ডা
তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৩

লিটল রক ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লি.

CIN : L52100WB1981PLC033628,
রেজি. অফিস ঃ ২০ / ১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় ফ্লোর, কলকাতা (প.ব.)-৭০০০০৭
প্রশাসনিক অফিস ঃ বি-৩৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ইনস্টিটিউশনাল এলাকা, সেক্টর-১, নয়ডা (ইউপি)-২০১৩০১
Website : www.lrtil.co.in, Email : lrtil1981@yahoo.com/ investcos@yahoo.com, ফোন ৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫

সংক্ষিপ্ত আর্থিক ফলাফল তিন মাস এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	-	৫.১৩	-	১.৮৮
২	মোট ব্যয়	৩.৪৮	১১.২৮	৪.০২	১২.৯৫
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে ও ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেমে	(৩.৪৮)	(৬.১৬)	(৪.০২)	(১১.০৭)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ আইটেম পর)	(৩.৪৯)	(৬.১৬)	(৪.০২)	(১৬.৯৪)
৫	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর	(৩.৪৯)	(৬.১৬)	(৪.০২)	(১৬.৯৪)
৬	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে করের পর	(৩.৪৯)	(৬.১৬)	(৪.০২)	(১৬.৯৪)
৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২৪.৯০	১২৪.৯০	১২৪.৯০	১২৪.৯০
৮	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-	৫১৮.৬১
৯	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেম পর) (ফেস ভ্যালু১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	(০.২৯)	(০.৪৯)	(০.৩২)	(১.৩৬)

দ্রষ্টব্য ঃ
ক) উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.lrtil.co.in এবং সিএসই ওয়েবসাইটে-www.cse-india.com।
খ) উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে পরিচালনবর্গের সভায় ১৩ ফেব্রুয়ারি,২০২৩।
গ) ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম সংযুক্ত হয়েছে লাভ এবং ক্ষতির বিবরণীতে আইএনডি-এএস ধারা অনুসারে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
লিটিল রক ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লি.-এর পক্ষে
স্বা /- মোহন থ্রায়িল
ডিরেক্টর

স্থান ঃ নয়ডা
তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৩

INTERNATIONAL CONVEYORS LIMITED

CIN : L21300WB1973PLC028854
REGD. OFF: FALTA SEZ, VILL & MOUZA : AKALMEGH, SOUTH 24 PARGANAS - 743 504, WEST BENGAL
EMAIL : icltd@iclbelting.com & WEB SITE : www.iclbelting.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(₹ in Lakhs)

Sl No	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Three Months Ended			Nine Months Ended		Year ended	Three Months ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	TOTAL INCOME FROM OPERATIONS	4354	6319	6192	15998	14611	20508	4431	6600	6386	16619	14740	20518
2	NET PROFIT FOR THE PERIOD (BEFORE TAX, EXCEPTIONAL ITEMS)	866	1083	1009	2645	1596	2599	845	1011	1023	2577	1660	2675
3	NET PROFIT FOR THE PERIOD BEFORE TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	866	1083	1009	2645	1596	2599	845	1011	1023	2577	1660	2675
4	NET PROFIT FOR THE PERIOD AFTER TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	688	801	788	2167	1290	1560	665	722	796	2085	1342	1618
5	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD [COMPRISING PROFIT FOR THE PERIOD (AFTER TAX) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (AFTER TAX)]	1209	1668	898	2630	5928	6379	1186	1589	906	2548	5960	6691
6	EQUITY SHARE CAPITAL (OF ₹1/- EACH)	671	675	675	671	675	675	671	675	675	671	675	675
7	OTHER EQUITY	NA	NA	NA	NA	NA	22144	NA	NA	NA	NA	NA	20953
8	EARNINGS PER SHARE OF ₹1/- EACH (FOR CONTINUING AND DISCONTINUED OPERATIONS) BASIC	1.03	1.19	1.17	3.23	1.91	2.31	0.99	1.07	1.18	3.11	1.99	2.40
	DILUTED	1.03	1.19	1.17	3.23	1.91	2.31	0.99	1.07	1.18	3.11	1.99	2.40

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2 The full format of the Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website (www.iclbelting.com).

Place : Kolkata
Dated : 13.02.2023

R. K. Dabriwala
(Managing Director)

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

ভেঙে পড়ল সূর্যের একাংশ! বিজ্ঞানীদের কৌতুহলের শেষ নেই

সৌরজগতের সূর্যই হল মূল। তাকে ঘিরেই সমস্ত কিছু। তাই সেই সূর্যকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতুহলের শেষ ঠিক কোথায় তা তাঁরাও জানেন না। নানা ভাবে পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রকে নিয়ে চলছে গবেষণা। এবার সূর্যে বড়সড় চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলেন বিজ্ঞানীরা। সূর্যের একটা বড়অংশ ভেঙে পড়তে দেখলেন তাঁরা। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, গত ২ ফেব্রুয়ারি সূর্যের প্লাজমার একটা বড় অংশকে দেখা যায় সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হযে পড়তে। সেই বিচ্ছিন্ন অংশটিকে সূর্যকেই প্রদক্ষিণ করতে দেখেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা দেখেছেন, এর ফলে সূর্যের উত্তর মেরুতে একটি ঘূর্ণি সৃষ্টি হচ্ছে। পরে অবশ্য আর ভেঙে পড়া টুকরোটিকে দেখা যায়নি। নাসার জেমস ওয়ে টেলিস্কোপ থেকেই দেখা গেল মহাজাগতিক এই দৃশ্য। নাসার বিজ্ঞানী ড. তামিথা স্কভ সেই ভিডিওটি শেয়ার করেছেন। ভিডিওটি কয়েক সেকেন্ডের হলেও আসলে তা ৮ ঘণ্টা সময়কালের। কিন্তু সূর্য থেকে প্লাজমা ভেঙে পড়ার কারণ কি। আসলে সূর্যের অধিকাংশ অংশই নানা ধরনের গ্যাস দিয়ে তৈরি। কেবল সূর্যই নয়, সব ধরনের নক্ষত্রের ভিতরটাই এরকম। এই গ্যাসীয় আবরণকেই প্লাজমা বলে। সব সময়ই সূর্য থেকে প্লাজমার বিচ্ছুরণ হতে দেখা যায়। এবং তা বিচ্ছুরিত হতে হতে দূর মহাকাশের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু তখনও সেই প্লাজমা সূর্যের সঙ্গে জুড়ে থাকে। কিন্তু এবার দেখা গেল প্লাজমার অংশ ভেঙে যেতে। এর প্রভাব কী হয তা জানতে চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।

একসঙ্গে তিনটি উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন, সফল ইসরো

ইসরোর সাফল্যের মুকুটে নতুন পালক জুড়লো। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে SSLR-D২ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে একসঙ্গে তিনটি উপগ্রহ লঞ্চ করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। ইওএস ০৭, জানাস ১ এবং আজাদি এসএটি২, এই তিন উপগ্রহকে মহাশূন্যে সাড়ে চারশো কিমির কক্ষপথে স্থাপন করেই এই উৎক্ষেপণ। এদিন সকাল ৯ টা ১৮ মিনিটে এই নতুন রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়। এই রকেটের বিশেষত্বই হল, নির্মাণের খরচ কম। অথচ সহজেই একাধিক উপগ্রহকে তার কক্ষপথে স্থাপন করতে এর জুড়ি নেই। উল্লেখ্য, এর আগে গত নভেম্বরে আর্থ অবজার্ভেশন স্যাটেলাইট ও আটটি ন্যানো স্যাটেলাইটের সফল উৎক্ষেপণ করেছিল ইসরো। সম্প্রতি বাণিজ্যিক ভাবে মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ শুরু করছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। তারই অঙ্গ হিসেবে এই ধরনের পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানতে পারা গেছে। এদিকে নতুন চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনার পাশাপাশি সৌর অভিযানেও নামছে ইসরো। সম্প্রতি এমনই ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। তিনি জানিয়েছেন, আসলে পৃথিবীর আশপাশে এই ব্রহ্মাণ্ডে কী ঘটে চলেছে, তা বোঝা খুবই প্রয়োজন। আদিত্যএল১ এই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। ১৫ বছর আগে RELC একটি ধারণা দিয়েছিল মাত্র। এবার তার জটিল, যৌগিক স্তরগুলি আমাদের বুঝতে হবে। ইসরো ও আইআইএর মধ্যে সমন্বয় করে কাজ করার জন্য এটাই সবচেয়ে ভাল বিষয়। আগামী জুন বা জুলাই মাসে অভিযান শুরু হওয়ার কথা। এই কাজে ইসরোকে সাহায্য করতে পারে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। প্রস্তুতি চলছে বলে জানতে পারা গিয়েছে মঙ্গলাভিযানের কথা।

মস্তিষ্কে কি বাসা বেঁধেছে টিউমার, বিজ্ঞান বলে দেবে

মস্তিষ্কে কি বাসা বেঁধেছে টিউমার? অথচ আপনি টেরও পাচ্ছেন না। এবার জটিলতা দূর হবে শুধুমাত্র মূত্রের নমুনা পরীক্ষা করে তা বলে দেওয়া যাবে। বিজ্ঞানে দৌলতে এমনই একটি অত্যাধুনিক ডিভাইস তৈরি করা হয়েছে। জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানীরা এই নয়া ডিভাইসটির জন্ম দিয়েছেন। যা মূত্রে উপস্থিত প্রোটিনের মাধ্যমে ব্রেন টিউমার চিহ্নিত করতে পারবে। অর্থাত্‌ একটিমাত্র সহজ পরীক্ষা থেকেই আগেভাগে জেনে নেওয়া যাবে মস্তিষ্কে ক্যানসার থাবা বসিয়েছে কি না। একগুচ্ছ পরীক্ষার কোনও প্রয়োজন হবে না। আর শুরুর স্টেজেই ক্যানসার চিহ্নিত করা সম্ভব হলে দ্রুত অস্ত্রোপচারও করা সম্ভব হবে। নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপোর্ট অনুযায়ী জানতে পারা গিয়ে, ব্রেন টিউমার আক্রান্তদের প্রাণে বাঁচার হার গত ৩০ বছরে একেবারেই বদলায়নি। এর প্রধান কারণ বেশিরভাগ মানুষই অনেক পরে জানতে পারেন তাঁরা মস্তিস্কের ক্যানসারে হয়েছে। পরবর্তীতে যখন নানা লক্ষণ দেখে বোঝা যায় কোনও রোগীর ব্রেন টিউমার হয়েছে কি না, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, যাঁদের মস্তিষ্কে ক্যানসার থাবা বসায়, তাঁদের মূত্রে টিউমারের সঙ্গে যুক্ত এক্সট্রাসেলুলার ভেসিক্যালস থাকে। তরলের মধ্যে মিশে থাকা এই সূক্ষাতিসূক্ষ ER থেকেই ক্যানসার চিহ্নিত করা সম্ভব হয। এমনকী মূত্রের সঙ্গে মিশে থাকা প্রোটিন থেকে অন্যান্য ক্যানসারও চিহ্নিত করা যায় বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। জানা গেছে, এই বিষযটিকে আগামী দিনে আরও কার্যকর করে তুলতে একটি অ্যানালিসিস প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছেন। এর মাধ্যমে নতুন ডিভাইসটি ব্যবহার করে বিশেষজ্ঞরা জেনে নিতে পারবেন, ব্রেন টিউমারে আক্রান্তদের মূত্রে উপস্থিত দুটি ভিন্ন ER মেমব্রেনসকে। নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী ইয়াসুই জানাচ্ছেন, ব্রেন টিউমার শনাক্ত করার ক্ষেত্রে মূত্রের নমুনা পরীক্ষা অত্যন্ত সহজ ও কার্যকরী পরীক্ষা। এতে ভবিষ্যতে ব্রেন ক্যানসারে আক্রান্তদের বাঁচানোর পথ প্রশস্ত হবে বলেই আশা করছেন তিনি।

ভয়াবহ ভূমিকম্প হতে পারে আফগানিস্তান, ভারত ও পাকিস্তানে!

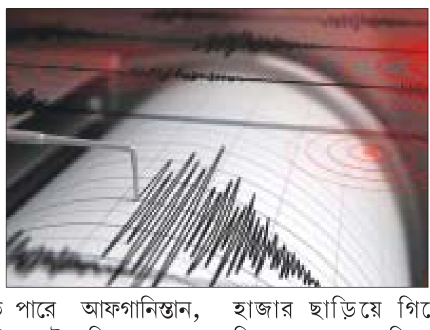

কয়েকদিন আগেই তুরস্ক -সিরিয়ায় ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে। এখনও মৃত দেহ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে। মৃতের সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে প্রায় ২৫ হাজারে। আহতও প্রায় ৪০ হাজার। চোখের নিমেষে কার্যতই সৃষ্টি হয়েছে মৃত্যু উপত্যকা। ভূমিকম্পের তিন দিন আগেই এই বিপর্যয়ে আঁচ পেয়েছিলেন ডাচ বিশেষজ্ঞ ফ্র্যাঙ্ক হুগারবিটস। তাঁর আশঙ্কা ছিল, শিগগিরি তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্প হতে পারে। এবার সেই বিশেষজ্ঞেরই দাবি, শিগগিরি এমন কম্পন অনুভূত হতে পারে আফগানিস্তান, ভারত ও পাকিস্তানে! ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়েছে একটি ভিডিও। সেখানে ওই গবেষককে বলতে শোনা গিয়েছে, তিন দিন আগেই তিনি অনুমান করেছিলেন তুরস্ক ও সিরিয়ায় কী হতে চলেছে। সেই সঙ্গেই তাঁর আশঙ্কা এবার ভয়াবহ ভূমিকম্প হতে পারে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারতে। যে কম্পন অনুভূত হবে ভারত মহাসাগরের তলদেশেও। তবে ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আফগানিস্তান। তবে সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, একথা মাথায রাখতে হবে এটা একেবারেই নিখাদ অনুমান। অনেক সময়ই বড় বড় ভূমিকম্প আগাম আভাস দিয়ে আসে না। ফলে আগে থেকে বোঝা সম্ভব হয় না। গত সোমবার ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তুরস্ক ও সিরিয়া। মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা ১৯ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তিনহাজারেরও বেশি বাড়ি। বিশ্বের একাধিক দেশের তরফে সাহায্য পাঠানো হয়েছে তুরস্কে। সিরিয়ার জন্য ওষুধ পাঠিয়েছে ভারত। ভূমিকম্পের পরেই তুরস্কের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই কথা মাথায় রেখেই শুরু হয়েছে অপারেশন দোস্ত।

উত্তর পূর্ব রেলের ননইন্টারলক কাজের কারণে, বাতিল ট্রেনগুলি

গোরখপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য উত্তর রেলওয়ে লখনউ ডিভিশনে অবস্থিত লখনউ-বিরলবলি জং-প্রতাপগড়- বারাণসী রেল সেকশনের অন্তুজগেশ্বরগঞ্জ- চিলবিলা- প্রতাপগড় সেকশনের দ্বিগুণ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে রেলওয়ে প্রশাসনের স্বাচ্ছন্দ্য। ননইন্টারলক কাজের কারণে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল, ডাইভার্ট এবং নিযন্ত্রণ করা হবে। বাতিলকরণ-১৫১০৭ বেনারস- লখনউ এক্সপ্রেস ২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত বেনারস থেকে ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে। ১৫১০৮ লখনউ থেকে ২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত লখনউ - বেনারস এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। রুট পরিবর্তন ১৮২০৫ দুর্গ- নৌতানওয়া এক্সপ্রেস ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে দুর্গ থেকে ছেড়ে যাওয়া প্রয়াগরাজ- ফাফামাউ- জাংহাই জং-জাফরাবাদ- জৌনপুর-আউন্ডিহার হয়ে চলাচলের জন্য ডাইভার্ট করা হবে। নিয়ন্ত্রণ ১৫১২৭ বেনারস- নিউদিল্লি এক্সপ্রেস ২৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত বেনারস থেকে ৬০ মিনিটের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং ১৩.৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৪.৩০ ঘণ্টায় চলবে।

পূর্ব রেল বিশেষ ইমু লোকাল চালাবে

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ রেলওয়ে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ ১২৭তম কলকাতা প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে যাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় সাফ করতে ১৯.০২.২০২৩ (রবিবার) এ বাজেট থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত একটি ইএমইউ বিশেষ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বজ বাজেট- শিয়ালদহ ইএমইউ স্পেশাল ০৯.৫৫ টায় বজবজ ছাড়বে। ১০.৫২ টায় শিয়ালদহ পৌঁছাতে। স্পেশাল ট্রেনটি ফ্ল্যাগ স্টেশন সহ সমস্ত স্টেশনে থামবে।

ভারতীয় রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এখন থেকে আরপিএফ-এর দ্বারা উদ্ধারকৃত শিশুর তথ্য উপলব্ধ

মালিগাঁও, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রেলওয়ে চত্বরে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)-এর দ্বারা উদ্ধারকৃত শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ভারতীয় রেলওয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আরপিএফ-এর দ্বারা উদ্ধারকৃত শিশুর তথ্যের উপলব্ধতা সম্পর্কে ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট (https://indianrailways.gov.in)-এ একটি লিংক প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে নিখোঁজ হওয়া অথবা পরিবার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া উদ্ধারকৃত শিশুর সম্পর্কে তথ্য প্রচার করে এই লিংক। এছাড়াও, এই লিংকে শিশুর নিখোঁজ সম্পর্কে অভিযোগের অবস্থান পরীক্ষা করা যাবে এবং শিশু পরিচর্যা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনলাইন রেজিস্টারও করা যাবে। ব্যবহারকারী ও নিখোঁজ শিশুর পরিবারের সদস্যরা নিখোঁজ শিশুর স্থান নির্ধারণ করতে ও শিশুকে উদ্ধার করতে পোর্টালে উপলব্ধ ডেটা ব্যবহার করতে পারবেন। আরপিএফ-এর ফিল্ড ইউনিটগুলি উদ্ধারকৃত শিশুর বিশদ বিবরণ 'ট্র্যাক চাইল্ড পোর্টাল-৩.০'-তে আপলোড করবে, যা ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে। নিখোঁজ শিশুদের শনাক্তকরণ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে পুনঃর্মিলন করিয়ে দেওয়ার জন্য আরপিএফ-এর এটি একটি মহ প্রয়াস। রেলওয়ে সম্পত্তি ও রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রেলওয়ে চত্বরে মানব পাচার প্রতিরোধ করতে আরপিএফ কড়া নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে এবং দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে। ২০২২-এর এপ্রিল থেকে ২০২৩-এর জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমায় উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে চত্বরগুলি থেকে আরপিএফ ৭২৮ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও ৪৫ জন মহিলাকে উদ্ধার করেছে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন দুই নতুন বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতে দুই নতুন বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল এবং বিচারপতি অরবিন্দ কুমারের নিয়োগের ওয়ারেন্টে স্বাক্ষর করেছেন। সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টায় সুপ্রিম কোর্টে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর নতুন বিচারপতিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, শুক্রবার আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু টুইটারে গিয়ে শীর্ষ আদালতে নতুন নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন। বিচারপতি বিন্দাল এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং বিচারপতি কুমার সুপ্রিম কোর্টে উন্নীত হওয়ার আগে গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে সরে যান। শপথ অনুষ্ঠানের পরে, নয় মাসের ব্যবধানে ভারতের প্রধান বিচারপতি সহ ৩৪ জন বিচারকের পূর্ণ শক্তি শীর্ষ আদালতের শক্তি অর্জন করেছে। সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম ৩১ জানুয়ারি উচ্চতার জন্য কেন্দ্রের কাছে তাদের নাম সুপারিশ করেছিল।

আবার কেঁপে উঠল তুরস্ক

আঙ্কারা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার কম্পন তুরস্কে। রবিবার রাতে ফের কেঁপে ওঠে বিপর্যস্ত তুরস্কের কাহরামানমারা এলাকা। ৪.৭ রিখটার স্কেলে কম্পনের পরে এক লাফে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪ হাজার। এক সপ্তাহ আগের ভূমিকম্পের পরে আটকে পড়া মানুষকে এখনও উদ্ধার করা যায়নি। তারপরেই ফের কম্পনে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা আরও বেড়েছে। আগের কম্পনেই প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল কাহরামানমারা এলাকা। সেখানেই ছিল রবিবারের কম্পনের উৎসস্থল। স্থানীয় সময় রাত বারোটা নাগাদ কেঁপে ওঠে তুরস্কের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। তবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই জোরকদমে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন নানা দেশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। ইতিমধ্যেই বহু মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জেরে আঙুল উঠছে বাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির দিকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়ম ভেঙে প্রচুর সংখ্যক বাড়ি তৈরি হয়েছে তুরস্কে। তাই কম্পনের মাত্রা খুব ভয়াবহ না হলেও অসংখ্য বাড়ি ভেঙে পড়েছে। আপাতত ১১৩ টি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে তুর্কি পুলিশ। প্রত্যেকটিই জারি হয়েছে বাড়ি প্রস্তুতকারীদের বিরুদ্ধে।

বেঙ্গালুরুর আকাশ নতুন ভারতের সামরিক শক্তির সাক্ষী ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

বেঙ্গালুরু, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বেঙ্গালুরুর আকাশ নতুন ভারতের সামরিক শক্তির সাক্ষী হচ্ছে। বেঙ্গালুরুর আকাশ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে নতুন উচ্চতাই নতুন ভারতের বাস্তবতা। আজ দেশ নতুন উচ্চতায় ছুঁয়ে যাচ্ছে এবং সেগুলোকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সোমবার বেঙ্গালুরুতে অ্যারো ইন্ডিয়ার উদ্বোধনী দিনে এমনই কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এটি শুধু একটি প্রদর্শনী নয়, ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রদর্শনও। 'ইন্ডিয়া প্যাভিলিয়ন'-রও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারতের লক্ষ্য ২০২৪- ২৫ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা রফতানি ৫ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়া এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদনকারী দেশগুলির তালিকায় যোগদানের জন্য দ্রুত এগিয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, গত ৮-৯ বছরে ভারত তার প্রতিরক্ষা খাতে পরিবর্তন এনেছে। আমরা এটাকে শুধুমাত্র শুরু মনে করি। আমরা ২০২৪ -২৫ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা রফতানি ৫ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েছি। ভারত এখন প্রতিরক্ষা উৎপাদনকারী দেশগুলিতে যোগ দিতে দ্রুত এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, আজ ভারত বিশ্ব প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির জন্য একটি বাজার নয়, একটি অংশীদার এবং সেই সাথে একটি উপযুক্ত অংশীদার হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে যে দেশগুলি তাদের নিরাপত্তার চাহিদা মেটাতে চায়। আমাদের প্রযুক্তি সাশ্রয়ী এবং সৎ উদ্দেশ্যের সাথে নির্ভরযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তেজস যুদ্ধবিমান, দেশীয়ভাবে তৈরি আইএনএস বিক্রান্ত এবং তুমাকুরুর হেলিকপ্টার কারখানা মেক ইন ইন্ডিয়ার শক্তির উদাহরণ। ২১ শতকের ভারত কোনও সুযোগ হাতছাড়া করবে না বা তার স্বপ্নগুলি অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে পিছপা হবে না বলেও তিনি জোর দিয়ে বলেন। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ টি দেশের উপস্থিতি দেখায় যে ভারতের প্রতি বিশ্বের আস্থা বহুগুণ বেড়েছে। ভারত এবং বিশ্বের ৭০০ টিরও বেশি প্রদর্শক এই প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন। অ্যারো ইন্ডিয়া একটি নতুন ভারতের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। দেশ কয়েক দশক ধরে সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা আমদানিকারক ছিল, সেই দেশটি এখন বিশ্বের ৭৫টি দেশে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি করছে।

কাশ্মীরের আসন পুনর্বিন্যাসকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট, স্বস্তিতে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্বস্তি পেল কেন্দ্র সরকার। জম্মু কাশ্মীরের নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাসকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। সোমবার সেই মামলা খারিজ করে দিল দুই বিচারপতির বেঞ্চ। সাফ জানিয়ে দেওয়া হল, কেন্দ্র যেভাবে নির্বাচনী কেন্দ্রের বন্টন করেছে সেই পদ্ধতিকেই বহাল রাখা হবে। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর লাদাখ ও জম্মু কাশ্মীর- দু'টি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি হয়। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাস থেকেই কাশ্মীরে নির্বাচনী কেন্দ্রের পুনর্বিন্যাস শুরু করে মোদী সরকার। তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে আসন পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০২২ সালের মে মাসে কাজ শেষ করে রিপোর্ট জমা দেয় এই কমিটি। জম্মু কাশ্মীরের বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা ৮৩ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৯০। এই রিপোর্ট পেশের পরেই বিরোধীরা অভিযোগ করে, নিজেদের স্বার্থমতো কেন্দ্রের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়েছে মোদী সরকার। হিন্দু ও মুসলিম জনবসতির উপর ভিত্তি করেই নতুন নির্বাচনী কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। তবে কেন্দ্রের তরফে পালটা যুক্তি দিয়ে বলা হয়, কাশ্মীরে গণতন্ত্র ফেরাতেই এই রদবদল করার দরকার ছিল। সাধারণ মানুষকে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে ২০২৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার মানেই হয় না। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তেও এই কথাই বহাল থাকল। সোমবার পিটিশন খারিজ করে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তেই শিলমোহর দিল শীর্ষ আদালত।

দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার রাজধানী দিল্লিতে সকাল ছিল ঠান্ডা। মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। আবহাওয়াবিদদের মতে, দিনভর শক্তিশালী পৃষ্ঠের বাতাসের পূর্বাভাস রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। সকাল সাড়ে ৮টায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা রেকর্ড করা হয়েছে ৫৭ শতাংশ। দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স দাঁড়িয়েছে ১১৯ (সন্তোষজনক)। ০ থেকে ৫০ এর এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ভাল, ৫১ থেকে ১০০ সন্তোষজনক, ১০১ থেকে ২০০ মাঝারি, ২০১ থেকে ৩০০ খারাপ, ৩০১ থেকে ৪০০ খুব খারাপ বলে মনে করা হয়। আবহাওয়া দফতরের আধিকারিকদের মতে, উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউতেও একটি ঠান্ডা সকাল ছিল। প্রবল বাতাসে বদলে গেছে বিহারের আবহাওয়া। রাজধানী পাটনা, গয়াসহ অনেক শহরেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমেছে। এছাড়া উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে তুষারপাত ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী পাঁচ দিন অরুণাচল প্রদেশের কিছু জায়গায় তুষারপাত হতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় অসম ও নাগাল্যান্ডে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের বাকি রাজ্যগুলিতে আগামী পাঁচ দিন আবহাওয়া পরিষ্কার থাকবে।

বইমেলা চলাকালীন মেট্রো ৬.৫ লক্ষেরও বেশি যাত্রী বহন করে

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ইস্টওয়েস্ট মেট্রো বইপ্রেমীদের মন জয় করেছে। সদ্য সমাপ্ত ৪৬ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বই মেলার সময়, কলকাতা মেট্রোর গ্রীন লাইন ছিল কলকাতার পরিবহনের সবচেয়ে চাওয়া মোড। এই বইমেলা চলাকালীন এই করিডোরে যাত্রী সংখ্যা প্রথমবারের মতো ৫০,০০০ মার্ক অতিক্রম করেছে এবং ১১.০২.২০২৩ (শনিবার) এ সর্বকালের সর্বোচ্চ ৬৬,০০০ হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। ৩১.০১.২০২৩ থেকে ১২.০২.২০২৩ পর্যন্ত পূর্বপশ্চিম মেট্রো মোট ৬৫৬২০৮ জন যাত্রী বহন করেছিল। পূর্বপশ্চিম মেট্রোর শিয়ালদহ স্টেশনে মোট ২৪১৮৩৯ জন ফুটফল নথিভুক্ত করা হয়েছে। করুণাময়ী ১৫৮৭৯৮ ফুটফল রেকর্ড করেছেন। সল্টলেক সেক্টরভি স্টেশনের মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল ৯৫৭৭৯। অতিরিক্ত কর্মী এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে বইপ্রেমীদের প্রত্যাশিত ভিড় মেটাতে এই স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত টিকিট কাউন্টার খোলা হয়েছিল। মেট্রো অফিসার এবং কর্মীরা মসৃণ, দ্রুত এবং ঝামেলামুক্ত পরিষেবা প্রদানের জন্য একযোগে কাজ করেছেন। শ্রী অরুণ অরোরা, মেট্রো রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার, বই মেলা চলাকালীন অক্লান্ত পরিশ্রম করার জন্য মোটরম্যান, RPF কর্মী, স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট, বুকিং ক্লার্ক এবং অন্যান্য কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, শ্রী অরোরা বলেছেন যে মেট্রো অফিসার এবং কর্মীদের সমন্বিত প্রচেষ্টা কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে একটি নতুন ইতিহাস তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

মুম্বইয়ের বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

মুম্বই, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার মুম্বইয়ের মালাড এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মুম্বইয়ের মালাড এলাকার বস্তিতে আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলেই আগুনের সঙ্গে লড়াই করেন। অগ্নিকাণ্ডের কারণ বা হতাহতের সংখ্যা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলে দমকল ও পুলিশ জানিয়েছে।

Name Change

I, MOHAMMAD ANOYAR ALI SHAIKH (Old Name) S/o ABUBAKKAR SK residing at Beledanga, PO-Hatbele, PS-Kalna, Purba Bardhaman, Pin- 713409 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) MD ANOYAR ALI SK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. MOHAMMAD ANOYAR ALI SHAIKH and MD ANOYAR ALI SK both are same and one identical person.

Name Change

I, SIRAJUL ISLAM MONDAL (Old Name) S/o MOHAMMAD ALI MANDAL residing at CHANDIGARI PO PAIKPARA PS-MATIA, BASIRHAT- 743422 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) SIRAJUL MANDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. SIRAJUL ISLAM MONDAL and SIRAJUL MANDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, DEBASISH ROY residing at MAJHER PARA BERELA HOOGHLY-712134 WB India, do hereby solemnly affirm & declaring my daughter's actual name CHANDNI ROY instead of CHADNI ROY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. CHANDNI ROY and CHADNI ROY both are same and one identical person.

Name Change

I, LOKENATH SAHA (Old Name) S/o BROJOGOPAL SAHA residing at 48, Jugipara Road, Flat No.2/C, 2 nd Floor, PO- Dumdum, PS-Nager Bazar, Dist-24 Pgs(N)-700028 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) LOKNATH SAHA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/02/2023. LOKENATH SAHA and LOKNATH SAHA both are same and one identical person.

Name Change

I, MD KALIMUDDIN MALLICK (Old Name) S/o KUTUBUDDIN MALLICK residing at Vill-Tajpur, PO-Morah, PS-Haripal, Hooghly, Pin-712403 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) KALIMUDDIN MALLICK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/02/2023. MD KALIMUDDIN MALLICK and KALIMUDDIN MALLICK both are same and one identical person.

Name Change

I, PUJA KARMAKAR DAS (Old Name) W/o AMITABH DAS presently residing at Bijay Laxmi Apartment, Block-B, 4 th Floor, Flat-D-2, 208/B, Dum Dum Road, North 24 Parganas, Pin-700074 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) PUJA KARMAKAR (new name), vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 10/02/2023. PUJA KARMAKAR DAS and PUJA KARMAKAR all are same and one identical person.

Name Change

I, MALEKA BEGAM alias MALEKA (Old Name) W/o SK HASIPHUL residing Vill-Solageria, PO- Chaklachipur, PS-Ghatal, Dist- West Medinipur, Pin-721232 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) MST MALEKA BIBI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. MALEKA BEGAM, MALEKA and MST MALEKA BIBI both are same and one identical person.

Name Change

I, PROMIT MOANDAL (Old Name) S/o PRATAP CHANDRA MONDAL residing at KONA PURBA PARA PO KONA HOWRAH PIN 711114 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) PRAMIT MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. PROMIT MOANDAL and PRAMIT MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, SK HHSI FUL alias HASIBUL BHUNIA alias HASIBUL SEKH (Old Name) S/o SK LASKAR residing Vill-Solageria, PO-Chaklachipur, PS-Ghatal, Dist-West Medinipur, Pin-721232 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) SK HASIPHUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. SK HHSI FUL, HASIBUL BHUNIA, HASIBUL SEKH and SK HASIPHUL both are same and one identical person.

Name Change

I, IMTEKHAB ALAM (Old Name) S/o MOHAMMAD SAMSUD residing at 45/ H/16, KARL MARX SARANI, KOLKATA-700023 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) IMTEKHAB ALAM, vide an affidavit swornbefore the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. IMTEKHAB ALAM and IMTEKHAB ALAM both are same and one identical person.

Name Change

I, Md. Gaffar, S/o Qutubuddin R/o Jahangiri Mohalla, Railpar, PO-Asansol, PS-Asansol(N), Dist-Paschim Bardhaman, Pin- 713302, WB. Declare that my original actual name is Md. Gaffar which is recorded in my Aadhar Card being no. 805266890000 but it has been unfortunately recorded as Abdul Ghaffar in my son Md. Zeeshan's all Educational Certificate being WBBSE Regn. No. 5171-039119. As per affidavit before the Ld. Executive Magistrate at Asansol Court on 23.12.2022. both Abdul Ghaffar and Md. Gaffar is the same and one identical person.

Name Change

I, AFSANA ALTAB SEKH residing at Vill & PO- Dosatina, PS-Bishnupur, Dist-South 24 Pgs, Pin-743503 WEST BENGAL, INDIA, do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name ALTAB ALI SEKH instead of ALTAB SEKH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. ALTAB ALI SEKH and ALTAB SEKH both are same and one identical person.

Name Change

I, DIPANWITA BANERJEE (Old Name) W/o SOUMEN NASKAR residing at Tantipara (East), Jagadishpur, Howrah-711114, WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) DIPANWITA NASKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/02/2023. DIPANWITA BANERJEE and DIPANWITA NASKAR both are same and one identical person.

Name Change

I, FIROJ ALI SEIKH (Old Name) S/o SEIKH JAHED ALI residing at Biramput, PO-Junput, Contai, East Medinipur-721450 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) FIROZ ALI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. FIROJ ALI SEIKH and FIROZ ALI both are same and one identical person.

Name Change

I, JABED AKTAR (Old Name) S/o SK HASIPHUL residing Vill-Solageria, PO-Chaklachipur, PS-Ghatal, Dist-West Medinipur, Pin-721232 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) JABED AKTAR BHUNIA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. JABED AKTAR and JABED AKTAR BHUNIA both are same and one identical person.

Name Change

I, ANUPAMA KAMAL KHETAN (Old Name) W/o DEEP AGARWAL residing The Icon Duilding 15 th Floor, 5A/1C Lord Sinha Road, Kolkata-700071 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) ANUPAMA KHETAN AGARWAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. ANUPAMA KAMAL KHETAN and ANUPAMA KHETAN AGARWAL both are same and one identical person.

Name Change

I, RAGINI MUNDLE ROY (Old Name) W/o DEVRAJ DUTT residing at 29/B, Ballygunge Circular Road, PO+PS-Ballygunge, Kolkata-700019 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) RAGINI ROY DUTT, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. RAGINI MUNDLE ROY and RAGINI ROY DUTT both are same and one identical person.

Name Change

I, SWASTIKA BHATTACHARYA (Old Name) W/o PRASUN DUTTA residing 228A, Kazi Charah Ghosh Road, PO-Sinthee, Kolkata-700050 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) SWASTIKA BHATTACHARYA DUTTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. SWASTIKA BHATTACHARYA and SWASTIKA BHATTACHARYA DUTTA both are same and one identical person.

Name Change

I, KAKALI DUTTA (Old Name) W/o TATHAGATA DUTTA residing at EE-174A, Flat No-6, Sector-II, Salt Lake City, Sech Bhawan, Bidhannagar East, Kolkata-700091 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) KAKALI CHANDA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. KAKALI DUTTA and KAKALI CHANDA both are same and one identical person.

বধূর রক্তাক্ত দেহ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ গৃহবধূর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে। মৃত গৃহবধূর নাম মঙ্গলী মাড্ডি(৩৩)। সোমবার সকালে ভাতার থানার রাজিপুর গ্রামের মঙ্গলী মাড্ডির ঘর থেকেই মৃতদেহ উদ্ধার করে ভাতার থানার পুলিশ। এলাকাবাসীর দাবি স্বামী সুরেশ মাড্ডি ও স্ত্রী মঙ্গলী মাড্ডির মধ্যে প্রায়দিনই অশান্তি হতো মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ রবিবার রাতেও সেই নিয়ে ঝামেলা হয়। এরপরই স্বামী সুরেশ মাড্ডি বাঁশ ও ধারালো অস্ত্রের আঘাত করে, তাতেই মঙ্গলীর মৃত্যু হয়। গ্রামবাসীরা তার স্বামী সুরেশ মাড্ডিকে ধরে রেখে ভাতার থানায় পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ গিয়ে সুরেশ মাড্ডিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ঝাড়খণ্ডের দুমকা থেকে তিন দিন আগে স্বামীস্ত্রী এসেছিল এই গ্রামে ধান জমিতে কাজ করতে। গ্রামেরই বাসিন্দা মহম্মদ ইউসুফ শেখের বাড়িতে। তার বাড়ির পাশেই কুঁড়ে ঘরে থাকতো স্বামীস্ত্রী এক সন্তানকে নিয়ে। মহম্মদ ইউসুফ শেখ জানিয়েছেন যে প্রত্যেক বারই তারা এসেছিল কাজে, তারপর ফিরে যায় এ বছর আমি আসতে না বলাতেও তারা নিজে থেকেই চলে আসে। প্রায় দিনই তারা মদ্যপ অবস্থায় নিজেদের মধ্যে অশান্তি করে। আজ সকালে আমি মাঠে গেলে এলাকাবাসীরা আমাকে খবর দেয় যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। আমি মাঠ থেকে এসে দেখি সুরেশ মাড্ডির স্ত্রী মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভাতার থানার পুলিশ।

গ্রেফতার ৪ ডাকাত

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বড়সড় ডাকাতি ঘটনা বানচাল করল গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে একটি গাড়ি করে প্রায় ৬ থেকে ৭ জন দুষ্কৃতী পাঞ্জিপাড়ার কুঠিবস্তি এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পাঞ্জিপাড়ার কুঠিবস্তি এলাকায় পুলিশ একটি নাম্বারবিহীন টাটা সুমো গাড়িটিকে থামাতে গেলে পুলিশকে দেখে ২ জন দুস্কৃতী পালিয়ে গেলেও চারজন দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করে। বাজেয়াপ্ত করা হয় একটি নাম্বার বিহীন টাটা সুমো গাড়ি। পুলিশ সোমবার ধৃতদের ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলে। পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইসলামপুর মহকুমা আদালতের কাছে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের জন্য আর্জি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

আইন আলোচনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আইন ব্যবস্থা নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পরেশনের হলঘরে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র ছাড়াও শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এই আলোচনা সভাতে মেয়র জানান শিলিগুড়িতে অপরাধ বাড়ছে। আর এখন জনসংখ্যা বেড়েছে তাই আমাদের আরও সতর্ক এবং সজাগ হওয়া দরকার। যদি সাধারন মানুষ সজাগ থাকে তবেই আমরা এই শিলিগুড়িকে নিরাপদ রাখতে পারব। যে শহর যতটা আধুনিক হবে সেই শহরে বাড়বে অপরাধ। তাই কড়া হাতে এই অপরাধীদের দমন করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য শিলিগুড়িকে একেবারেই অপরাধ জগৎ থেকে দূরে রাখা। আর একজন মহানাগরিক হিসেবে এটাই আমাদের লক্ষ্য।

ভিডিও ফাঁসের হুমকি দেখিয়ে গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ টিউশন পড়তে গিয়ে ২০১৮ সালে পরিচয় শিলিগুড়ির বাবু পাড়ার বাসিন্দা অভিজিৎ বর্মনের সাথে শিলিগুড়ির বাসিন্দা এক নাবালিকার। ধীরে ধীরে পরিচয় পরিণত হয় বন্ধুত্বে। বন্ধুত্ব থেকে প্রেমের সম্পর্ক। বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া ও সাক্ষাতে প্রেমের সম্পর্ক এগিয়ে যায় দু'জনে। ভিডিও কলের মাধ্যমে নানা রকম ভাবে চলে গল্প। সেই সময় ভিডিও কলের কিছু ঘনিষ্ঠ মুহুর্তের ছবি স্ক্রিনশট করে। সেই ছবি নাবালিকাকে দেখিয়ে কয়েক বছর ধরে সহবাস করে আসছিল যুবক। বর্তমানে সেই যুবতী কলকাতাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য রয়েছে। আর এই কারনে বাধে সমস্যা। যুবতীকে সেই ঘনিষ্ঠ মুহুর্তের ছবি দেখিয়ে বিয়ে করার জন্য হুমকি দিতে শুরু করে অভিজিৎ। আর সেই হুমকি মেনে নিতে পারেনি যুবতী। গতকাল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মহিলা থানায় অভিযোগ করে যুবতী।

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং-০৮/২০২৩ তারিখ ঃ ১০.০২.২০২৩

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিভিশনাল মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ আহ্বান করছেন নিম্নলিখিত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার ঃ-

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	বিবরণ	পরিমান	ইএমডি (টাকায়)	টেন্ডার খোলার তারিখ
১	১৯২৩৫১৭৭	বন্দেবস্ত অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশান কাম সুপারেসশান সিস্টেম (অটোমেটিক) এলএইচবি পাওয়ার কার কামরার জন্য।	০৩ সেট	টাকা ৪৪,৫৪০/-	১৪.০৩.২০২৩

দ্রষ্টব্য ঃ ১. সম্পূর্ণ বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের পাওয়া যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট যা হল -https://www.ireps.gov.in ঃ (২) ই-নথিপত্র ছাড়া অন্য কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য নহে উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে, ঠিকাদারদের অনুরোধ নিজেদের রেজিস্টার করাতে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ডিজিটাল সিগনেচার শংসাপত্র সহকারে যা জারি করবে সিসিএ অধীন আইটি আইন ২০০০। (৩) দর দাখিলের পাতায় উল্লেখ থাকবে হবে এবং তা জারি করবে শর্তাদির হবে তাহাই কেবল বিবেচিত হবে এবং অন্য কোন ধরণের আর্থিক সংযুক্তি অন্য যে কোন ফর্ম / চিঠিতে যদি সংযুক্ত থাকে তাহলে তা সরাসরি বাতিল হবে এবং বিবেচিত হবে না। (৪) সংযুক্ত করা নথিপত্রের উপর স্বাক্ষর থাকতে হবে। (৫) বরাদ্দ "কস্ট অফ ড্রয়িং" হল জেড-৬৫০ এবং "বায়না মূল্য জমা (ইএমডি)" জমা করতে হবে বিবিধ স্টেশ-০০৮৪৪৫১৭ অনুযায়ী। উপরোক্ত টেন্ডার নোটিস আপলোড করা হয়েছে-https://www.ncr.indianrailways.gov.in। যদি কোনরূপ সমস্যা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে হেল্পডেস্ক পাওয়া যাবে।

227/23(K)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway CPRONCR

রিচফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ২বি, গ্রান্ট লেন, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২

CIN:L65999WB1992PLC055224, E-mail: rfsl.nbfc@gmail.com

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ বিবরণী ত্রৈমাসিক ও নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি(এলওডিআর) ধারা, ২০১৫) রাশি '০০০'

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে চলতি ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২২	পূর্বেকার ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৯.২২	অনুরূপ ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২১	বর্ষ সমাপ্তে মেয়াদ শেষে ৩১.০৩.২২
১.	কারবার থেকে মোট আয়	১.০৬	০.১২	৪৫১.০১	১,৪১০.৪৭
২.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের)	০.৭২	-০.৬২	১২.৬৪	১,৬৮৪.২৭
৩.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের)	০.৭২	-০.৬২	১২.৬৪	১,৬৮৪.২৭
৪.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের)	০.৭২	-০.৬২	১২.৬৪	১,৬৭০.১৬
৫.	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	০.৭২	-০.৬২	১২.৬৪	১,৬৭০.১৬
৬	প্রদেয় ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৩৭,৫০১.০০	৩৭,৫০১.০০	৩৭,৫০১.০০	৩৭,৫০১.০০
৭	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া) যা দেখানো হয়েছে পূর্ব বছরের ব্যালেন্স শিটে	৪২.০৭	৪০.৯০	৪১,৮৮৪.০৬	৪১,৮৬২.৭৭
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) চলতি ও অচলতি আয় থেকে				
	১. মূল	০.০০	-০.১৭	০.০২	০.৩৭
	২. মিশ্র	০.০০	-০.১৭	০.০২	০.৩৭

দ্রষ্টব্য ঃ

ক. উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের যা জমা করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং ও অন্যান্য ডিসক্লোজার অনুসারে) ধারা, ২০১৫ অধীন। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং তালিকাভুক্ত স্থান থেকে (ইউআরএল ফিলিংস দেখুন)।

খ. মোট লাভ/ক্ষতি, মোট ব্যাপক আয় বা অন্য যে কোন অনুসারী আর্থিক বিষয় গননার পদ্ধতি মোতাবেক যাকিছু বদল ঘটানো হয়েছে তা প্রকাশ করা হবে ফুটনোট আকারে।

গ. #-ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম সংযুক্ত করা হয়েছে বিবরণীতে লাভ এবং ক্ষতিতে অনুসারী হিসাবে আইএনডি-এএস ধারা/ এএস ধারা, যাহা প্রযোজ্য।

বোর্ডের পরিচালনবর্গের তরফে
রিচফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
স্বা /-
ভাদাসসেরিল চাকো জর্জকুট্টি
DIN : 09194854

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৩

USHITA TRADING AND AGENCIES LIMITED

Regd. Off: 52,Weston Street,kolkata-700012, Ph. No: (033)4062 0304, Fax: (033) 2211 9688,E-mail: ushitatrading1983@gmail.com
CIN: L51109WB1983PLC035659

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 31.12.2022 Unaudited	Quarter Ended 31.12.2021 Unaudited	Quarter Ended 31.12.2022 Unaudited	Year Ended 31.03.2022 Audited
Total Income from Operations(Net)	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (before & after Extraordinary Items)	(0.51)	(0.49)	(15.62)	(140.67)
Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	1828.93	1828.93	1828.93	1828.93
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	1215.40	1215.40	1215.40	1215.40
Earnings per Share (EPS) (before & after Extraordinary Items) (of Rs.10/-each)				
Basic(Rs.)	(0.00)	(0.00)	(0.01)	(0.08)
Diluted(Rs.)	(0.00)	(0.00)	(0.01)	(0.08)

Notes:
1 The above Unaudited Financial Results as reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 13th February, 2023
2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
3 Figures for the previous year/ period have been regrouped and/ or reclassified wherever considered necessary.

By Order of the Board
For Ushita Trading And Agencies Limited
Swarup Kumar Dey
Managing Director
(DIN:01664286)

Place : Kolkata
Date : 13.02.2023

J R D FINANCE LIMITED

Reg. Off : 1/1A, Biplabi Anukul Chandra Street, 5th Floor, Room No. 5G, Kolkata - 700 072, Tel: + 91 33 4006 6062; Email Id: fin.jrd@gmail.com
Website : www.jrdfinance.com CIN: L65999WB1993PLC058107

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(₹. in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2021 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2021 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from operations	98.25	60.58	57.56	225.97	158.76	209.02
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extraordinary items)	2.84	2.61	2.04	8.11	3.04	18.03
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extraordinary items)	2.84	2.61	2.04	8.11	3.04	18.03
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary items)	2.13	2.61	1.54	6.80	2.07	17.62
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	2.13	2.61	1.54	6.80	2.07	17.62
6	Equity Share Capital	272.03	272.03	272.03	272.03	272.03	272.03
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	-	161.33
8.	Earning Per Share (of Rs.10/-each) (for continuning and discontinuing operations)						
	Basic	0.08	0.10	0.06	0.25	0.08	0.65
	Diluted	0.08	0.10	0.06	0.25	0.08	0.65

Notes:
1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February, 13, 2023. It has been subjected to limited review by the statutory auditors of the company.
2. The Company is primarily engaged in NBFC activities.In terms of Ind AS 108 - 'Operating Segments', the company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3.The full format of these financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and the Company's website at www.jrdfinance.com.
4. Previous periods' figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

For J R D Finance Limited
Sd/-
Himangshu Mondal
Director
(DIN: 06984911)

Place : Kolkata
Date : 13.02.2023

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

টেলি ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, দেখুন-www.myhmc.in

ডব্লুবি-এইচএমসি/ এনআইটি/ ইডি / ২৭/ ইই-২ / ২২-২৩ তারিখ ০৯.০২.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিস

প্রস্তাবিত ফর্মে ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করছেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সড়ক), এইচএমসি বিভিন্ন রাস্তার উন্নয়ন কাজ সিমেন্ট কংক্রীটের মাধ্যমে (আরসিএম) অধীন হাওড়া পৌরনিগম এলাকা প্রতিষ্ঠিত, সম্পদশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। অনুসারী বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও ইই-২ বিভাগে/ https://wbtenders.gov.in। **দরপত্র জমা (অনলাইন) বন্ধের তারিখ ঃ ২৭.০২.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।** কোনরূপ কারণ উল্লেখ না করে কোন আবেদন গ্রহণ ও বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে এইচএমসি কর্তৃপক্ষের।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

৩৩৫(৩) /২২-২৩ ১৩.০২.২০২৩

DHAVAL EXPORTS LIMITED

CIN :L51909WB2005PLC101305
Regd. Office : P-9, Shibtolla Street, 4th Floor, Kolkata-700 007

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE NINE MONTH ENDED 31st DECEMBER, 2022 [See regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(₹ in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter ending 31.12.2022	Year to date figures/ previous year ending 31.12.21	Corresponding 3 months ended in the previous year 31.12.2021
1	Total Income from Operations	-	-	-
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items*#)	(2.03)	(6.47)	(2.04)
3	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax after Exceptional and / or Extraordinary items*#)	(2.03)	(6.47)	(2.04)
4	Net Profit /(Loss) for the period (after Tax after Exceptional and / or Extraordinary items*#)	(2.03)	(6.47)	(2.04)
5	The Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2.03)	(6.47)	(2.04)
6	Equity Share Capital	99.60	99.60	99.60
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	185.00		
8	Earning Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	1, Basic :	(0.20)	(0.65)	(0.20)
	2. Diluted:	(0.20)	(0.65)	(0.20)

Notes :
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.
b) The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
c) #- Exceptional an/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

FOR DHAVAL EXPORTS LIMITED
Sd/-
Nitesh Jain
Director

Place : Kolkata
Dated : 13.02.2023

SHUBH LABH INVESTMENTS LIMITED

Regd. Off: Sincere, 12, B.B.D. Bagh (East), 1st Floor, Kolkata-700001
Ph. No:(033)4062 0304, Fax: (033) 2211 9688, E-mail: subhlabhinvestments@gmail.com
CIN: L65993WB1980PLC033083

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 31.12.2022 Unaudited	Quarter Ended 30.09.2021 Unaudited	Quarter Ended 31.12.2022 Unaudited	Year Ended 31.03.2022 Audited
Total Income from Operations (Net)	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (before & after Extraordinary Items)	(1.11)	(0.40)	(3.41)	(2.65)
Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	114.80	114.80	114.80	114.80
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	121.45	121.45	121.45	121.45
Earnings per Share (EPS) (before & after Extraordinary Items) (of Rs.10/-each)				
Basic (Rs.)	(0.01)	(0.00)	(0.03)	(0.02)
Diluted (Rs.)	(0.01)	(0.00)	(0.03)	(0.02)

Notes:
1 The above Unaudited Financial Results as reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 13th February, 2023.
2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format are available on the website of the Calcutta Stock Exchange and also on the Company's website.
3 Figures for the previous year/ period have been regrouped and/ or reclassified wherever considered necessary.

By Order of the Board
FFor Shubh Labh Investments Limited
Bhagwan Das Agarwal
Managing Director
(DIN:00532041)

Place : Kolkata
Date : 13.02.2023

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441
Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal;
Corporate Office.: 301, 3rd Floor, A Wing, Hetal Arch, S. V. Road, Malad (West), Mumbai- 400064;
Phone No.: 022-6894-8500/08/09, Fax: 022-2889-2527;
Email: info@comfortfincap.com; Website: www.comfortfincap.com.

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that pursuant to section 110 read with section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and all other applicable provisions of the Act and the Rules, General Circular Nos. 14/2020 dated April, 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by The Institute of Company Secretaries of India and all other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the approval of members of **Comfort Fincap Limited** ("**the Company**") is sought by means of Postal Ballot, only by way of remote e-voting ("e-voting") process for resolutions mentioned in Postal Ballot Notice dated February 03, 2023.

The members are hereby informed that:

The Company has sent the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on Tuesday, February 14, 2023 through electronic mode only to those members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on **February 10, 2023**, being the **cut-off date** for the purpose of e-voting and whose email address is registered with Bigshare Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company or Depository Participant(s) in accordance with provisions of the Act read with Rules made thereunder and MCA Circulars.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website at www.comfortfincap.com, websites of the Stock Exchange(s) where equity shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited and The Calcutta Stock Exchange Limited at www.bseindia.com and www.cse-india.com respectively, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Members who have not updated their E-mail address are requested to register/ update their E-mail address with RTA, in case the shares are held in physical form and with the Depository Participant(s) where shares are held in demat mode.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") as the agency to provide e-Voting facility.

The e-voting shall commence on Thursday, February, 16, 2023 at 09:00 A.M. (IST) and ends on Friday, March, 17, 2023 at 05:00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Any person who is not a member of the Company as on the Cut-Off Date shall treat the Postal Ballot notice for information purpose only. Once the vote on the resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

In compliance with Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Act read with the Rules, the MCA Circulars and SS-2, the Company is providing only e-voting facility to its Members, to enable them to cast their votes electronically for communication of assent or dissent instead of submitting the Postal Ballot Form physically. Accordingly, physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members for this Postal Ballot.

The Company has appointed Mrs. Ramadevi Venigalla, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 7345 and CP No. 17889), as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

The results of e-voting will be announced on or before Tuesday, March 21, 2023 and will be displayed on the Company's website and on the website of NSDL and will also be communicated to the Stock Exchange(s), i.e. BSE Limited and the Calcutta Stock Exchange Limited.

The details instructions for casting the vote through e-voting is provided in the Postal Ballot Notice. Members are requested to carefully go through the same. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com . Members, who need assistance and/ or having any grievances regarding e-voting facility can send a request to Mr. Anubhav Saxena, Assistant Manager, NSDL, Trade World, A wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013 at evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

By Order of the Board of Directors
For Comfort Fincap Limited
Sd/-
Ankur Agrawal
Chairman & Director
DIN: 06408167

Date: February 13, 2023
Place: Mumbai

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/201/22-23
Name of Work: **Restoration of C.C. road at Ramkantapur near Premises No.-17/160 in Ward No.-142.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,47,399.11**. Earnest Money: ₹ **9,000.00**.

(2) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/150/22-23
Name of Work: **Construction of road by laying hot-mix at Netaji Nagar near Premises No.-648 in Ward No.-125.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,98,161.90**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(3) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/204/22-23
Name of Work: **Construction of cement concrete road at 22 Bigha School Road near Premises No.-51/14/1 in Ward No.-143.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,97,990.57**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(4) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/089/BUSTEE
Name of Work: **Maintenance of cement concrete road at Satyanarayan Pally (slum area) near house of Mrs. Sandhya Arati in Ward No.-125.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,08,819.64**. Earnest Money: ₹ **6,200.00**.

(5) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/193/22-23
Name of Work: **Construction of covered drain at Gayen Para near Premises No.-194/5/72 in Ward No.-142.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,84,715.78**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(6) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/203/22-23
Name of Work: **Construction of cement concrete road at Kalyan Nagar near Premises No.-69/3/1 in Ward No.-143.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,98,183.86**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(7) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/223/22-23
Name of Work: **Maintenance of C.C. road at Middirchak near Premises No.-21/21 in Ward No.-142.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,54,677.72**. Earnest Money: ₹ **7,200.00**. Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 to 7). Last date and time of submission of Bid: **23.02.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 1 to 7). The Tender will be opened on: **25.02.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from **15.02.2023 (5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 7) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 7).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites E-tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/Br-VIII/085/023/2022-2023/D
Name of Work: **Restoration of Footpath at 139/A, 132, 75A, 59/A Motilal Nehru Road, 86 Monohar Pukur Road, 2/E Panditiya Road, 156A, 138 Sarat Bose Road etc. in Ward No.-85.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,60,475.39**. Earnest Money: ₹ **9,300.00**. Period of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of Bid: **27.02.2023 – 12.00 Noon.** Date of opening of tender: **01.03.2023 – 12.00 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **17.02.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/XIV/127/107/BUS/22-23 (2nd Call)
Name of Work: **Construction of Sanitary Latrines at the slum areas of Sarsuna & Sonamukhi Road etc. in Ward No.-127.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,99,375.78**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **25 days.** Last date of submission of Bid: **25.02.2023 (Upto 11.00 a.m.).** Tender will be opened on: **27.02.2023 (11.00 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **16.02.2023 (from 5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No.: KMC/XIV/128/116/22-23/Revise (1st Call)
Name of Work: **Development of road providing by hot mix & kerb channel laying at Parui Dharmorajtala Road in Ward No.-128.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,78,711.79**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date of submission of Bid: **27.02.2023 upto 12.00 Noon.** The Tender will be opened on: **01.03.2023 (1.00 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **16.02.2023 (from 4.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/0048/25/2022-2023/BUSTEE
Name of Work: **Repairing of Bustee drainage system with allied civil works at different bustee area in Ward No.-48.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,97,747.81**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **22.02.2023 – 11.00 a.m.** Date and time of opening of tender: **24.02.2023 – 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.02.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1088/22-23

YARN SYNDICATE LIMITED

Registered Office: 86/2/4, S Banerjee Road, 1st Floor, Flat No. 2, Kolkata, West Bengal, 700014
Tel. No. +91- 033-22652163; **E-mail:** ysl@yarnsyndicate.in; **Website:** www.yarnsyndicate.in
CIN: L51109WB1946PLC013842

PRE-OFFER ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011.

This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement is issued by Kunvarji Finstock Private Limited ('**Manager to the Offer**'), for and on behalf Mr. Ravi Niranjan Pandya ('**Acquirer**') pursuant to regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ['**SEBI (SAST) Regulations, 2011**'], in respect of the Open Offer to acquire 9,75,000 (Nine Lakh Sixty-Five Thousand) Equity Shares of ₹14.00/- each of Yarn Syndicate Limited ('**Target Company' or 'TC**') representing 26.00% of the Voting Capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ('**DPS**') with respect to the aforementioned Open Offer was made on November 24, 2022, in Financial Express (English), Mumbai Lakshdeep (Marathi), Duronto Barta (Bengali) and Jansatta (Hindi).

Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

1. **Offer Price:** The Offer is being made at a Price of ₹14.00/- (Rupees Fourteen only) per Equity Share, payable in cash and there has been no revision in the Offer Price.
2. **Recommendations of the Committee of Independent Directors:** A Committee of Independent Directors of the TC ("IDC") published its recommendation on the offer on 13/02/2023 in all editions of Financial Express (English), Mumbai Lakshdeep (Marathi) Duronto Barta (Bengali) and all edition of Jansatta (Hindi). The IDC is of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations, 2011. Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.
3. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI Takeover Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.
4. The Letter of Offer ('**LoF**') was mailed on 06/02/2023 to all the Public Shareholders of the Target Company who's E-Mails ID are registered and physical copies were dispatched on 08/02/2023 to all the Public Shareholders of the Target Company who are holding Physical Equity Shares as appeared in its Register of Members on 01/02/2023 ('**Identified Date**').
5. Please note that a copy of the LOF (which includes the Form of Acceptance) is also available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the Target Company (www.yarnsyndicate.in), the Registrar to the Offer (www.cameoindia.com), the Manager (www.kunvarji.com), BSE (www.bseindia.com), from which the Public Shareholders can download/print the same.
6. There are currently no outstanding convertible instruments to be converted into Equity Shares of the Target Company at a future date. There has been no merger/ de-merger or spin-off in the Target Company during the past three years.
7. Instructions for Public Shareholders:
   A. **In case of Equity Shares are held in Physical Form:**
   The Public Shareholders who are holding Physical Equity Shares and intend to participate in the Open Offer shall approach the seller broker. The seller broker should place bids on the Designated Stock Exchange platform with relevant details as mentioned on physical shares certificate(s). The selling broker shall print TRS generated by the exchange bidding system. TRS will contain the details of the order submitted folio no., certificate no., Dist.no. the number of Equity Shares etc. and such Equity Shareholders should note Physical Equity Shares will not be excepted unless the complete set of documents as mentioned on page 23 is submitted. Acceptance of the Physical Equity Shares for the Open Offer shall be subject to verification by the Registrar & Transfer Agent (RTA). On receipt of the confirmation from the RTA, the bid will be accepted otherwise it would be rejected and accordingly the same will be depicted on the Exchange platform.
   B. **In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form:** eligible person(s) may participate in the offer by approaching their respective selling broker and tender shares in the Open Offer as per the procedure mentioned on page 22 of the letter of offer.
   C. **Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer**
   In case of non-receipt of the LoF, the Public Shareholders holding the Equity Shares may download the same from the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, Manager to the Offer at www.kunvarji.com, the Registrar to the Offer at www.cameoindia.com and BSE at www.bseindia.com. Alternatively, they may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all Shareholder(s), stating name, address, the number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, Folio No. certificate no., Dist.no., no (In case of physical shares) the number of equity shares tendered and other relevant documents and other relevant documents as mentioned on page 24 of the LoF.
8. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on December 01, 2022. All observations, received from SEBI by way of their letter no. SEBI/HO/CFD/DCR-2/P/OW/2023/3892/1 dated 30/01/2023 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 have been duly incorporated in the LOF.
9. There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement on November 17, 2022, saves as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer.
10. As of date, to the best of the knowledge of the Acquirer, no statutory approvals are required for the Offer except as mentioned in the Letter of Offer.
11. The Open Offer will be implemented through Stock Exchange Mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of a Separate Window ('Acquisition Window') as provided under the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and SEBI circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015, as amended via SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016. The detailed procedure for tendering of shares are given in para 9 "Procedure for Acceptance and Settlement" of the Letter of Offer.
12. Revised Schedule of Activities:

ACTIVITY	DATE AND DAY (AS MENTIONED IN DLOF)	DATE AND DAY (AS MENTIONED IN LOF)
Public Announcement (PA) Date	17-11-2022 Thursday	17-11-2022 Thursday
Publication of Detailed Public Statements (DPS) in the newspapers	24-11-2022 Thursday	24-11-2022 Thursday
Filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	01-12-2022 Thursday	01-12-2022 Thursday
Last date for Public Announcement of a competing offer	15-12-2022 Thursday	15-12-2022 Thursday
Last date for SEBI observations on Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	22-12-2022 Thursday	30-01-2023 Monday
Identified Date*	26-12-2022 Monday	01-02-2023 Wednesday
Letter of Offer to be dispatched to Shareholders	02-01-2023 Monday	08-02-2023 Wednesday
Last Date by which the committee of the Independent Directors of the Target Company shall give its recommendation	05-01-2023 Thursday	13-02-2023 Monday
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	06-01-2023 Friday	14-02-2023 Tuesday
Date of publication of offer opening Public Announcement for opening	06-01-2023 Friday	14-02-2023 Tuesday
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	09-01-2023 Monday	15-02-2023 Wednesday
Date of expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	20-01-2023 Friday	28-02-2023 Tuesday
Last Date for completion of all requirements including payment of consideration	06-02-2023 Monday	15-03-2023 Wednesday

**Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all the Shareholders holding Equity Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except all the Acquirer, Seller and Promoter and Promoter group of the Target Company) are eligible to participate in this Offer at any time before the closure of this Offer.*

The Acquirer accept full responsibility for the information contained in this advertisement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations 2011. This Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

KUNVARJI
SINCE 1940
Driven By Knowledge

KUNVARJI FINSTOCK PRIVATE LIMITED
Block B, First Floor, Siddhi Vinayak Towers, Off S. G. Highway Road, Mouje Makarba, Ahmedabad, Gujarat - 380051
SEBI Reg. No. : MB/INM000012564
Email Id : niraj.thakkar@kunvarji.com;
Website: www.kunvarji.com
Contact Person: Mr. Niraj Thakkar / Mr. Ronak Dhruve
Tel. No. : 079- 66669000

For and on behalf of the Acquirer
Sd/-
Mr. Ravi Pandya

Date: 14/02/2023
Place: Gandhinagar

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন শ্রীনাথ, কুম্বলে, বেঙ্কটেশ প্রসাদরা

বেঙ্গালুরু, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ কর্ণাটক সফরে গিয়ে ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরো ইন্ডিয়ার উদ্বোধনে কর্ণাটক সফরে গিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। সোমবারই বেঙ্গালুরুর ইয়েলাহাঙ্কা এয়ারবেসে এরো ইন্ডিয়ার উদ্বোধন করেন। রবিবার কর্ণাটকের ক্রীড়াবিদ, কন্নড় অভিনেতাদের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী। খেলাধূলা থেকে সিনেমা- বিভিন্ন বিষয়েই তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। ভারত সরকার কি ভাবে খেলাধূলা আর সিনেজগতকে প্রাধান্য দিচ্ছেন সে বিষয়ে তিনি কথা বলেন। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার জাভাগল শ্রীনাথ, অনিল কুম্বলে, ভেঙ্কটেশ প্রসাদরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে ছিলেন ময়াঙ্ক আগারওয়াল, মণীশ পান্ডেরা। কন্নড়ের জনপ্রিয় অভিনেতারাও ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে। খেলাধূলা নিয়ে শ্রীনাথ, কুম্বলেদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন নরেন্দ্র মোদি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই,

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাঠ্যসূচিতে কী ভাবে খেলাধূলাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় তা নিয়ে শ্রীনাথ, কুম্বলেদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। এমনকি খেলাধূলার অগ্রগতির জন্য ভারত সরকারের কী পরিকল্পনা রয়েছে তাও সেই বৈঠকে আলোচনা করেন মোদি। টোকিও অলিম্পিকের আগে অ্যাথলিটদের উজ্জীবিত করতে দেখা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীকে। বরাবরই খেলাধূলাকে বেশ প্রাধান্য দেন মোদি। অলিম্পিকের মাঝেও অ্যাথলিটদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের মনোবল বাড়ান প্রধানমন্ত্রী। দেশের খেলাধূলাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে উন্নত পরিকাঠামোর ব্যবস্থাও করেছেন মোদি। তৃণমূলস্তর থেকে খেলোয়াড় তুলে আনতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। বৈঠকের পর প্রাক্তন ক্রিকেটার জাভাগল শ্রীনাথ বলেন, ''প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বেশ ভালো সময় কাটালাম। বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। পাঠ্যসূচিতে কি ভাবে খেলাধূলার সংযোজন করা যায় এবং কি ভাবে তার গুরুত্ব বাড়ানো যায় সে বিষয়ে আমরা কথা বলি। আমরা ওনার মতাদর্শও শুনেছি। খুব ভালো উদ্যোগ নিচ্ছেন উনি। স্কুলস্তরে প্রত্যেকেই খেলাধূলাকে গুরুত্ব সহকারে দেখুক। প্রত্যেকের উচিত এতে অংশ নেওয়া। এই ধরণের বিষয় শিশুদের মনের বিকাশে সাহায্য করবে। দেশের ক্রীড়াব্যবস্থাও এর ফলে অনেক উন্নত হবে। খেলাধূলার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর গভীর জ্ঞান রয়েছে। উনি যে প্রকল্প নিতে চলেছেন তাকে সাধুবাদ জানাই।'' ভারতের অপর প্রাক্তন পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদ বলেন, ''প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমি গর্বিত এবং সম্মানিত। উনি এই প্রজন্মের অনুপ্রেরণা। তাঁর চিন্তা ভাবনা অনেক উঁচু পর্যায়ের। সমস্ত বয়সের মানুষের কাছেই প্রধানমন্ত্রী এক আদর্শ মানুষ। মহান ভারত তৈরির জন্য ওনার যে ভিশন রয়েছে তা সত্যিই দেখার মতো। ওনার সঙ্গে দেখা করার পর আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। মহান ভারত তৈরির জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।'' অপর প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার অনিল কুম্বলে বলেন, ''৫ বছর বাদে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগল। ছত্তিশগড়ে শেষ বার ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমার সঙ্গে আলাদা কথা বলেন। আমাকে চিতাবাঘের ছবি তোলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কর্ণাটকের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়ে ওনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন উনি আমদাবাদের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। মাইসোর চিড়িয়াখানার জন্য সিংহ চেয়েছিলাম। সেই সিংহগুলো এখন বেশ ভালো আছে।''

নিলামের টাকা কী ভাবে খরচ করবেন, জানালেন রিচা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ মহিলাদের আইপিএলের নিলামে রিচা ঘোষকে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছে বেঙ্গালুরু। আইপিএল থেকে পাওয়া টাকা দিয়ে কলকাতায় বাবা, মার জন্য ফ্ল্যাট কিনতে চান ভারতীয় মহিলা দলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। খুশি তাঁর বাবা, মাও। বিরাট কোহলির ফ্র্যাঞ্চাইজি রিচাকে দলে নিয়েছে দিল্লি এবং মুম্বইয়ের সঙ্গে লড়াই করে। নিলামের শুরুতে বেঙ্গালুরুকে লড়াই করতে হয়েছে দিল্লির সঙ্গে। তারা হাল ছেড়ে দেওয়ার পর আসরে নামে মুম্বই। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা দিয়ে রিচাকে নিয়েছে বেঙ্গালুরু। শিলিগুড়ির ১৯ বছরের তরুণী বাবা, মাকে আর কঠোর পরিশ্রম করতে দিতে চান না। রিচা বলেছেন, ''বাবা, মা চাইতেন আমি দেশের হয়ে খেলি। আমি ভারতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার স্বপ্ন দেখি। অধিনায়ক হিসাবে দেশকে ট্রফি জেতাতে। কলকাতায় বাবা, মার জন্য একটা ফ্ল্যাট কিনব। চাইব ওরা এ বার জীবন উপভোগ করুক। আমাকে বড় করার জন্য বাবা, মা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। এখন বিশ্রাম নিতে পারবেন।'' মহিলাদের প্রথম আইপিএলে মেয়ে দল পাওয়ায় খুশি রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। যদিও মেয়ে কতটা টাকা পাবে, তা নিয়ে তাঁর কোনও মাথা ব্যথা নেই। মহিলাদের প্রথম আইপিএলে মেয়ে খেলার সুযোগ পাওয়াতেই খুশি তিনি।

রাতারাতি কোটিপতি স্মৃতি-হরমনরা, টিভির সামনে নাচানাচি-উচ্ছ্বাস

মুম্বই, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ মুম্বইয়ে চলছে উইমেন্স প্রিমিয়র লিগের অকশন। একের পর এক ক্রিকেটারের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে হাতুড়ির তলায়। ঠিক এমন সময় টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। মন পড়ে রয়েছে দেশে। তাতে কী? নিলাম শুরু হতেই ড্রেসিংরুমে টিভির সামনে বসে পড়েন স্মৃতি, রিচা, দীপ্তিরা। নিলামের শুরুতেই প্রথম নাম ওঠে স্মৃতির। ভারতীয় দলের এই বিধ্বংসী ওপেনারকে দলে টানার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি ঝাঁপাল প্রত্যাশিতভাবেই। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি খুব ভালোমতোই জানে স্মৃতির মতো ব্যাটার দলে থাকার অর্থ। প্রত্যাশা মতোই দেশের তারকা ব্যাটারের জন্য চলল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। ৫০ লাখ

টাকার বেস প্রাইস দিয়ে শুরু হয়েছিল। স্মৃতির দর গিয়ে থামল ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকায়! শেষ হাসি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের। শুধু ভারতীয়দের মধ্যেই নয়, এখনও পর্যন্ত উইমেন্স প্রিমিয়র লিগের অকশনে সর্বোচ্চ দাম দিয়ে স্মৃতিকে দলে নিয়েছে । প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকায় বিরাট কোহলির দল কিনে নিয়েছে স্মৃতি। একইসঙ্গে আরসিবি পেয়ে গেল তাঁদের অধিনায়ককে। এদিকে স্মৃতির জন্য লড়াই যত এগিয়েছে টিভির সামনে বসা ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের উচ্ছ্বাস আকাশ ছুঁয়েছে। ড্রেসিংরুমে রীতিমতো নাচানাচি শুরু করে দিয়েছিলেন মেয়েরা। ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকায় শেষ হাতুড়ি পড়তেই মান্ধানাকে ঘিরে সেলিব্রেশন শুরু হয়ে যায়। এদিন ভারতীয় দলের জার্সি পরেই নিলাম দেখতে টিভির সামনে বসে পড়েছিলেন স্মৃতি। তাঁর মুখের হাসিই বলে দিচ্ছিল কতটা খুশি তিনি। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউরকে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকায় দলে নিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এর চেয়ে বেশি দর না ওঠায় সঞ্চালকরাও চমকে গিয়েছেন। হরমনপ্রীতকে দলে নেওয়ায় মুম্বইও পেয়ে গিয়েছে তাদের অধিনায়ককে। সাদা টি শার্ট পরে টিভির সামনে বসেছিলেন হরমন। মুম্বই তাঁকে দলে নিতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন দলের বাকি সদস্যরা। হরমনকেও মুখে হাত রেখে হাসতে দেখা যায়।

ক্রিকেটকে পুরোপুরি বিদায় জানালেন বিশ্বজয়ী ইংল্যান্ড অধিনায়ক

লন্ডন, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আগেই বিদায় জানিয়েছিলেন। এ বার সব ধরনের ক্রিকেট থেকেই সরে দাঁড়ালেন বিশ্বজয়ী ইংল্যান্ড অধিনায়ক ইয়ন মর্গ্যান। জন্মসূত্রে আইরিশ। আয়ারল্যান্ডের হয়ে কয়েক বছর খেলেওছেন। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেন। তাঁর নেতৃত্বেই ওয়ান ডে ফরম্যাটে ২০১৯ সালে একমাত্র বিশ্বকাপটি জেতে ইংল্যান্ড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পর ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলছিলেন কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলা চালিয়ে যান। এ বার হয়তো পুরোপুরি ধারাভাষ্যেই দেখা যেতে পারে মর্গ্যানকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মর্গ্যান লিখেছেন, 'আমার মনে হয়, এটাই সঠিক সময়। খেলা থেকে সরে দাঁড়ালাম। সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি লিগে পার্ল রয়্যালসে খেলা উপভোগ করেছি। ক্রিকেটকে ধন্যবাদ। এর থেকে অনেক কিছু পেয়েছি, অনেকে দেশে যেতে পেরেছি, প্রচুর মানুষের সঙ্গে সংযোগের সুযোগ হয়েছে।' ইংল্যান্ড জাতীয় দলের পাশাপাশি দ্য হান্ড্রেড

ইয়ন। এ বার সব ধরনের ক্রিকেট থেকেই বিদায় নিলেন মাত্র ৩৬ বছর বয়সেই। মর্গ্যানের নেতৃত্বে শুধু বিশ্বকাপ জেতাই নয়, আইসিসির ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েন্টি ক্রমতালিকাতেও শীর্ষস্থানে উঠে এসেছিল ইংল্যান্ড। গত বছর জুন মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় জানিয়েছিলেন মর্গ্যান। বেশ টুর্নামেন্ট, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে কলকাতা নাইট রাইডার্সকেও নেতৃত্ব দিয়েছেন ইয়ন মর্গ্যান। ২০১০ সালে ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দলেও ছিলেন মর্গ্যান। ২০১২ সালে এই ফরম্যাটে দেশের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়। বছর দুয়েক পর ওয়ান ডে ফরম্যাটে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হন।

এখানে ভারত অপ্রতিরোধ্য

তৃতীয় টেস্টের নয়া ভেনু দেখে চাপে কামিন্সরা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পাহাড়ের কোলে, কনকনে ঠান্ডায় খেলতে হবে না পাঁচদিনের টেস্ট ম্যাচ। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ সরে গিয়েছে অন্যত্র। বিসিসিআইয়ের তরফে নয়া ভেনুর নাম ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। যে স্টেডিয়ামের নাম শুনে প্রবল চাপে সফরকারী দল। অন্যদিকে হাসি ভারতীয় দলের অন্দরে। এমনিতে নাগপুর টেস্টে ইনিংসে হেরে মুখ চুন হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার। লড়ে হারলে বাহবা প্রাপ্য ছিল। কিন্তু পিচ নিয়ে প্রবল হইচই তোলা অজিরা ভারতের স্পিন অস্ত্রের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে। সেদেশের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা প্যাট কামিন্স, স্টিভ স্মিথদের ধুয়ে দিচ্ছেন। তারই মাঝে সময়ের মধ্যে মাঠ তৈরি না হওয়ায় ধর্মশালা স্টেডিয়াম থেকে তৃতীয় টেস্ট সরে যাওয়ায় প্রমাদ গুণছে প্যাট কামিন্স অ্যান্ড কোম্পানি। ধর্মশালা স্টেডিয়ামে শেষবার আন্তর্জাতিক

ম্যাচ খেলা হয়েছিল ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। প্রচণ্ড ঠান্ডার পাশাপাশি ও আউটফিল্ডে পর্যাপ্ত ঘাসের ঘনত্ব না থাকায় ম্যাচ সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। এ বার তৃতীয় টেস্ট খেলা হবে ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে। ১ থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত চলবে ম্যাচ। হোলকার স্টেডিয়ামে ভারতীয় দলের স্বর্গরাজ্য বলে ধরা হয়। টেস্ট, হোক বা সীমিত ওভারের ম্যাচ, হোলকার স্টেডিয়ামে এখনও ম্যাচ হারেনি ভারত। এখনও পর্যন্ত ইন্দোরে দুটি টেস্ট খেলেছে টিম ইন্ডিয়া। দুটোই ভারতের পক্ষে। ২০১৬ সালে এখানেই নিউজিল্যান্ডকে ৩২১ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছিল ভারত। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে খেলেন বিরাট কোহলিরা। সে বার ভারত জিতেছিল ইনিংস ও ১৩০ রানে। এছাড়া মোট ৭টি আন্তর্জাতিক ওডিআই ম্যাচ খেলা হয়েছে। সবকটি ম্যাচেই বিজয়ী ভারত। এমন পরিসংখ্যান বিপক্ষ দলের ক্যাপ্টেনের কপালে যে ভাঁজ ফেলবে তাতে আশ্চর্যের কী? সিরিজে এইমুহূর্তে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে ভারত। হারের ক্ষত নিয়ে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টেস্টে নামবে অজিরা। নাগপুরে নাস্তানাবুদ করার পর কোটলার মাঠেও অজিদের ফাঁদে ফেলার সবরকম পরিকল্পনা সেরে ফেলেছে টিম ইন্ডিয়া। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট।

'আমি থাকলে ওয়ার্নারকে দল থেকে বাদ দিতাম'

মেলবোর্ন, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ আড়াই দিনেই শেষ হয়ে গিয়েছে বর্ডার-গাভাসকর সিরিজের প্রথম টেস্ট। প্রথম ইনিংসে ১৭৭ আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৯১ অলআউট অস্ট্রেলিয়া। ভারতে আসার আগে এবং বেঙ্গালুরুর কাছে আলুরে স্পিনের জন্য বিশেষ অনুশীলন শিবির সারলেও, সেই ফাঁদেই পা দিয়েছেন স্মিথ, ওয়ার্নাররা। জাডেজা, অশ্বিনের জালে আটকে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। নাগপুরের পর দিল্লিতেও থাকছে টার্নিং ট্র্যাক। আবারও স্পিনের ফাঁদে অজিদের বেসামাল করার ছক সাজিয়ে রেখেছে টিম ইন্ডিয়া। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাউন্স আর গতির পিচেও সিরিজ জিতে ফিরেছে ভারত। অথচ এখানে খেলতে এসে স্পিন ধাঁধা এখনও উদ্ধার করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ব্যাটিং ব্যর্থতাকেই পুরোপুরি ভাবে দুষছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার মিচেল জনসন। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার এক কাগজে রীতিমতো তোপ দেগেছেন ওয়ার্নারদের। কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি প্রাক্তন অজি স্পিডস্টার। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারকে দল থেকে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মিচেল জনসন। প্রথম ইনিংসে ১ আর দ্বিতীয় ইনিংসে ১০ রানে আউট হন ওয়ার্নার। আর তা দেখার পরই বিস্ফোরক উক্তি জনসনের। তিনি বলেছেন, ''আমি থাকলে ডেভিড ওয়ার্নারকে দল থেকে বাদ দিতাম। ম্যাথিউ রেনশকে ওপেন করতে পাঠাতাম। মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে পাঠাতাম ট্রাভিস হেডকে।'' নাগপুর টেস্টে একাদশে ছিলেন না ট্রাভিস হেড। এশিয়ার মাটিতে ভালো রেকর্ড নেই তাঁর। ব্যাটিং গড় ২১.৩০।

শ্রীলঙ্কা সফরে সর্বাধিক ২৩ রান করেছিলেন। ব্যাটিং গড় ছিল ৭.৬৬। এ প্রসঙ্গে জনসন বলেন, ''উপমহাদেশের উইকেটে ক্রিকেটারদের আগের ফর্ম দেখেই যদি দল গঠন করা হয়, তাহলে ওয়ার্নারকে কেন সুযোগ দেওয়া হল? আমার মতে, ওকে খেলানোই উচিত হয়নি।'' যদিও ওয়ার্নারের দল থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ২০০৯ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর কখনও বাদ পড়েননি অজি ওপেনার। ২০১৮-১৯ সালে এক বছর নির্বাসিত ছিলেন। ক্রিকেটে ফেরার পর আবার স্বমহিমায় নিজের জায়গা করে নেন ওয়ার্নার। ১৭ তারিখ থেকে দিল্লিতে শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্ট।

আইসিসি-র পুরস্কার জিতলেন স্বপ্নের ফর্মে থাকা শুভমন গিল

দুবাই, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ আইসিসি জানুয়ারি মাসের সেরার পুরস্কার ঘোষণা করল। পুরুষদের ক্রিকেটে মাসের সেরা ক্রিকেটার হলেন শুভমন গিল। গত মাসে ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েন্টি

ফরম্যাটে তুখোর ফর্মে ছিলেন শুভমন। ওয়ান ডে ফরম্যাটে ডাবল সেঞ্চুরিও করেছেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কেরিয়ারের ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেছেন শুভমন। তারই পুরস্কার পেলেন আইসিসির তরফে। তিনজন ক্রিকেটার মনোনীত হয়েছিলেন। এর মধ্যে সেরার পুরস্কার জিতে নিলেন শুভমন। সব ফরম্যাটেই গত কয়েক মাস অনবদ্য ছন্দে রয়েছেন শুভমন। গত বছরের শেষে বাংলাদেশ সফরে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করেন। এরপরই ঘরের মাঠে নতুন বছরের শুরুতে টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয়। আইসিসির মাসের সেরা পুরস্কারের দৌড়ে যে তিনজন মনোনীত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন শুভমন গিল, মহম্মদ সিরাজ এবং নিউজিল্যান্ডের ডেভন কনওয়ে। সাদা বলের ক্রিকেটে শেষের দু-জনও ভালো ছন্দে ছিলেন। তবে সবাইকে ছাপিয়ে জানুয়ারির সেরা প্লেয়ার শুভমন। বছরের শুরুতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই ফরম্যাটে অভিষেক হয় শুভমনের। যদিও প্রথম দু-ম্যাচে নজর কাড়তে ব্যর্থ শুভমন। তাঁর স্কোর ছিল যথাক্রমে ৭ ও ৫। তৃতীয় ম্যাচে ৩৬ বলে ৪৬ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে তিন ম্যাচে ২০৭ রান করেন শুভমন। এর মধ্যে একটি করে শতরান ও অর্ধশতরানের ইনিংস রয়েছে। এরপরই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলে দুটি সিরিজ খেলে ভারত। ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচেই ডাবল সেঞ্চুরি। ১৪৯ বলে ২০৮ রান করেন হায়দরাবাদে। ১৯টি বাউন্ডারি এবং ৯টি ছয় মারেন এই ইনিংসে। ভারতের পঞ্চম ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ান ডে আন্তর্জাতিকে ডাবল সেঞ্চুরি করেন শুভমন। সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে শতরানও করেন। সব মিলিয়ে এই সিরিজে ৩৬০ রান। তিন ম্যাচের সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে এটিই সর্বাধিক। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রথম দুই ম্যাচে ব্যর্থতার জেরে শেষ ম্যাচে তাঁকে বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গও ওঠে। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট ভরসা রাখে। সেই ম্যাচে মাত্র ৬৩ বলে ১২৬ রানের অপরাজিত সেঞ্চুরি। ভারতীয়দের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটিই সর্বাধিক স্কোর।

রোনাল্ডোর 'নালিশ', ম্যান ইউ ট্রেনিং সেন্টারে নতুনত্ব!

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিচ্ছেদ হয়েছে এ মরসুমেই। ক্লাব এবং কোচের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না সিআর সেভেনের। অতীত সরিয়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরে সই করেছেন রোনাল্ডো। শুরুর দিকে কয়েক ম্যাচে ব্যর্থ হলেও হ্যাটট্রিক করে মান রেখেছেন। নতুন করে রোনাল্ডোকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছে আল নাসের। রোনাল্ডো আর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে না থাকলেও তাঁর করা অতীত 'অভিযোগ' এর রেশ রয়ে গিয়েছে। আর সেগুলো যে কিছু ইতিবাচকও ছিল, উপলব্ধি করতে পেরেছে ক্লাব। আর রোনাল্ডোর সেই নালিশের ভিত্তিতেই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ট্রেনিং সেন্টারে নতুনত্ব। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সানের খবর অনুযায়ী, ক্যারিংটনে নিজেদের ট্রেনিং সেন্টারকে নতুন রূপ দিতে চলেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এই খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম জনপ্রিয় ক্লাব।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো গত বছর একটি সাক্ষাৎকারে, তাঁর পুরনো ক্লাব নিয়ে একটি মন্তব্য করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন ২০০৯ সালে প্রথমবারের মতো ক্লাব ছেড়ে আসার পর থেকে আবার অন্তর্ভুক্তির মধ্যে সেরকম কোনও পরিবর্তনই ঘটেনি ক্লাবের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের। অতীতে প্রায়ই দেখা গিয়েছে, তাবড় তাবড় প্লেয়ারদের নালিশে টিম ম্যানেজমেন্টকে বড় কিছু পরিবর্তন আনতে। সেই ধারা হয়তো বজায় রাখতে চলেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডও। এক কালে দলের বৈতরণী পার করা রোনাল্ডোর নালিশের জেরেই একরকম যোগা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্তি করতে চলেছে এরিক টেন হ্যাগের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। পিয়ের্স মর্গ্যানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ৩৮ বছরের পর্তুগিজ তারকা বলেছিলেন, ''অ্যালেক্স স্যার ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে পরিকাঠামোর দিক থেকে ক্লাবের কোনও উন্নতি হয়নি। ক্লাব যে সঠিক পথে নেই, সে ব্যাপারে ওঁর চেয়ে ভালো আর কেউ জানেন না।'' এই প্রসঙ্গে এ কথা বলতেই হয় যে, অ্যালেক্স ফার্গুসনের শেষ মরসুমের পর গত ১০ বছরে আর কোনও প্রিমিয়ার লিগ খেতাব জেতেনি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এমন কী, ২০১৭ সালের পর থেকে কোনও টুর্নামেন্টেই ট্রফি জেতেনি। ক্ষোভ প্রকাশ করে সিআর সেভেন আরও বলেছিলেন, ''বিশ্বের সেরা ক্লাবের তালিকায় প্রথম তিনের মধ্যে থাকা উচিত ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নেই।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501